জীবন জাগার গল্প-১৬

যারা তিনি খহিরান

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

অর্পণ

একসাথে আটবছর পড়াশোনা করেছি। পাশাপাশি বিছানায় ঘুমিয়েছি অনেক দিন। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার পাট চুকানোর পরও যোগাযোগ ছিল। অনেকদিন হয়ে গেল, তার কোনও খোঁজ-খবর পাই না। আকিয়াব-মুংডু-বুচিডংসহ আরও নানা এলাকার মুহাজির ভাইদের কাছে তার হদিস চেয়েছি, কেউ কিছু বলতে পারেনি। তার মতো আরও অসংখ্য আরাকানি ভাইদের পেয়েছিলাম পটিয়া মাদরাসার পাঠজীবনে। তাদের কারো খোঁজও বের করতে পারিনি। টেকনাফে মুহাজির ভাইদের খেদমতে গেলে, দু'চোখ হন্যে হয়ে খুঁজে, ছেলে ও কিশোরবেলার পড়ার সাথীদের। কিন্তু কেন যেন কারোরই দেখা মেলে না। তবে কি তারা সবাই হিংস্র পশুদের আক্রমণে জান্নাতের পাখি হয়ে গেছে?

প্রিয়বন্ধু মুফতি আবুল বসীর!

রাহিমাহুল্লাহ বলবো নাকি হাফিযাহুল্লাহ বলবো?

তুমি শুধু পড়ার সাথীই ছিলে না... খেলার সাথী ছিলে... রাতজাগা ইবাদতের সাথী ছিলে। এমনকি সুরেরও সাথী ছিলে। তাকরারের সাথী ছিলে। তোমার কাছেই মায়ানমার সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য জেনেছিলাম।...

দারুণ সব গল্প শুনেছিলাম। আরও অ-নে---ক কিছু।

ভূমিকা

অণুগল্প লেখা অনেক বড় যোগ্যতার ব্যাপার। আমাদের সে যোগ্যতা নেই। তাহলে কেন লিখতে বসা? আসলে আমরা অণুগল্প লিখতে বসিনি। কিছু কথাকে অণুগল্পের আদলে সাজিয়ে দিয়েছি। কোনোটা হয়তো অণুগল্পের মতো দেখতে হয়েছে! কোনোটি নিছক কথোপকথনই থেকে গেছে! আমাদের ব্যর্থতার জন্যে প্রথমেই করজোড় করছি।

বইয়ের লেখাগুলো অণুগল্প হওয়ার যোগ্য না হলেও, পাঠযোগ্য বলতে দ্বিধা নেই। প্রতিটি লেখাতেই কিছু না কিছু কথা বলা হয়েছে। সেটা ভাল লাগতেও পারে। গল্প না হোক একটা বক্তব্য পাওয়া যাবে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। অবশ্য ভালো না লাগার মতো লেখাও বইয়ে থাকতে পারে। একজনের সব কথা ভালো লাগবে, এমন দাবি করা হাস্যকর!

অনুগল্পকে ইংরেজিতে 'ফ্লাশফিকশন' বলে। সাধারণ গল্পগুলোর যেমন বিভিন্ন জেনার বা ঘরানা আছে, অণুগল্পেরও আছে। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ভৌতিক গল্প মাত্র দুই বাক্যের,

> "The last man on Earth sat alone in a room. There was a knock on the door..."
>
> "পৃথিবীর সর্বশেষ মানুষটি একা একটি ঘরে বসে আছে
> তখুনি দরজায় টোকা পড়ল"।

ফেডরিক ব্রাউন হলেন এই গল্পের রচয়িতা। গল্পের ভাবটা সংগ্রহ করেছিলেন টমাস বেইলি অলড্রিচ নামের আরেক লেখকের বই থেকে। বর্ণনাটা ছিল এমন,

'পৃথিবীতে স্রেফ একজন মানুষ জীবিত আছে। চারদিকে নিঃসীম শূন্যতা। নিস্তব্ধ চরাচর। কোথাও কেউ নেই। একাকী সময় কেটে যাচ্ছে। এমন সময় কেউ একজন বাইর থেকে দরজায় টোকা দিল! আর কেউ বেঁচে নেই, তাহলে কে করাঘাত করল?

পড়লেই বোঝা যায়, চিন্তাটা ধর্মহীন সমাজ থেকে উঠে এসেছে। ধর্মপ্রাণ সমাজে এমন ঘটনা ঘটনার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ছোটগল্প নিয়ে কবিগুরুর একটা কবিতা আছে,

"ছোটপ্রাণ, ছোট কথা, ছোট ছোট দুঃখ-ব্যাথা, নিতান্তই সহজ সরল,
অজস্র বিস্মৃতিরাশি, প্রত্যহ যেতেছে ভাসি, তার-ই দু'চারটি অশ্রুজল
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা, নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ
সাঙ্গ করি মনে হবে, অন্তরে অতৃপ্তি র'বে, শেষ হইয়াও হইলোনা শেষ।"

বলা হয়ে থাকে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম গল্পটি রচনা করেছেন, মার্কিন সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। মাত্র ছয় শব্দে,

"For sale, baby shoes, never worn",
বিক্রির জন্যে। শিশুর জুতো। কখনোই পরা হয়নি।

***

জুতোজোড়া কেনা হয়েছিল অনাগত ছোট্ট বাবুটির জন্যে। শিশুটি জুতো পরার আগে মারা গেছে, নয়তো তার জন্মই হয়েছে মৃতাবস্থায়। গরীব মা বড় শখ করে তার সর্বস্ব দিয়ে নাড়িছেঁড়া ধনের জন্যে কিনে রেখেছিল। কী আর করা, কলজের টুকরা বাঁচল না। এখন নিজেকে বাঁচতে হবে। খাবার জোগাতে শিশুর জন্যে কেনা সামগ্রী বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। বাড়ির সামনে পলিথিন মেলে পশরা সাজিয়ে দিয়েছে। জুতোর সাথে ছোট্ট চিরকুটে লিখে দিয়েছে কথাকটা।

***

নমুনাস্বরূপ তিনটি অণুগল্প পড়া যেতে পারে। বিদেশী অণুগল্পগুলো অনলাইন থেকে সংগ্রহ করা। অনুবাদকের প্রতি পরম কৃতজ্ঞতা। এসব গল্পের সাথে তুলনা করলে, আমাদের গল্পগুলোর বেশিরভাগই অণুগল্পের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে। তবুও আমরা আশাবাদি। রাব্বে কারীম তাওফিক দিলে, আগামীতে ভালো করতে পারব। ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অণুগল্প *খরগোশ, যারা সকল সমস্যার কারণ ছিল*

[জেমস থার্বার]

সবচেয়ে অল্পবয়েসি শিশুটির মনে আছে– নেকড়ে অধ্যুষিত এলাকায় খরগোশদের একটা পরিবার বাস করতো। নেকড়েরা জানিয়ে দিলো, খরগোশদের জীবন-যাপনের রীতি-নীতি তাদের পছন্দ নয়। একরাতে ভূমিকম্পের কারণে একদল নেকড়ে মারা পড়ল। আর দোষ গিয়ে পড়লো খরগোশগুলোর কাঁধে। কেননা সবার জানা যে, খরগোশরা পেছন পা দিয়ে মাটি আঁচড়ে ভূমিকম্প ঘটায়। আরেক রাতে বজ্রপাতে আরেকটা নেকড়ে মারা পড়ল। আবারো দোষ গিয়ে পড়ল ঐ খরগোশগুলোর ওপর। কারণ সবাই জানে যে, লেটুস পাতা যারা খায় তাদের কারণেই বজ্রপাত হয়। একদিন খরগোশগুলোকে সভ্য ও পরিপাটি হয়ে ওঠার জন্যে নেকড়েরা হুমকি দিলো। ফলে খরগোশরা সিদ্ধান্ত নিলো, তারা নিকটবর্তী দ্বীপে পালিয়ে যাবে। কিন্তু অন্য জন্তু-জানোয়ার, যেগুলো খানিকটা দূরে বসবাস করতো তারা ভর্ৎসনা করে বলল– তোমরা যেখানে আছো, বুকে সাহস বেঁধে সেখানেই থাকো। এ পৃথিবীটা ভীতু-কাপুরুষদের জন্যে নয়। যদি সত্যি সত্যি নেকড়েরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তাহলে আমরা এগিয়ে আসবো তোমাদের হয়ে।

কথা শুনে খরগোশগুলো নেকড়েদের পাশে বসবাস করতে লাগলো। এর কিছু দিনের পরের ঘটনা। ভয়াবহ বন্যা হল, সেই বন্যায়ও অনেকগুলো নেকড়ে মারা পড়লো। এবারও যথারীতি দোষ গিয়ে পড়লো ওই খরগোশগুলোর ওপর। কারণ সবাই জানে, যারা গাজর কুরে কুরে খায় এবং যাদের বড় বড় কান আছে তাদের কারণেই বন্যা হয়। নেকড়েরা দল বেঁধে খরগোশগুলোকে ধরে নিয়ে গেল। নিরাপত্তার জন্যেই তাদের একটি অন্ধকার গুহার ভেতরে আটকে রাখা হলো।

কিছু দিন পর দেখা গেলো, কয়েক সপ্তাহ ধরে খরগোশগুলোর কোনো সাড়া শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সাড়া শব্দ শুনতে না পেয়ে

অন্য জন্তু-জানোয়াররা এসে নেকড়েগুলোর কাছে জানতে চাইলো। নেকড়েরা জানালো, খরগোশরা ইতোমধ্যে পেটের ভেতর সাবাড় হয়ে গেছে। যেহেতু তারা সাবাড় হয়ে গেছে সেহেতু এটা এখন তাদের একান্ত নিজেদের বিষয়। তখন অন্য জন্তুরা হুমকি দিলো, যদি খরগোশদের খাওয়ার উপযুক্ত কোনো কারণ না দেখানো হয় তাহলে তারা সবাই একত্র হয়ে নেকড়েগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। অগত্যা নেকড়েগুলোর একটি যুৎসই কারণ দর্শাতেই হল। তারা বলল- খরগোশরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এবং তোমরা ভালো করেই জানো যে, এ পৃথিবী পলাতক-কাপুরুষদের জন্যে নয়!

দ্বিতীয় অণুগল্প *বার্লিন* [ম্যারি বয়লি ও'রেইলি]

একটি ট্রেন হামাগুড়ি দিয়ে বার্লিন ছেড়ে আসছিল। ট্রেনের প্রতিটি বগি নারী ও শিশুতে গিজগিজ করছিল। সুস্থ-সবল দেহের পুরুষ মানুষ সেখানে ছিলো না বললেই চলে। একজন বয়স্ক মহিলা ও চুলে পাক ধরা সৈন্য পাশাপাশি বসে ছিলেন। মহিলাকে বেশ রুগ্ন ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তিনি গুনে চলেছেন- 'এক, দুই, তিন', ট্রেনের মতোই আপন ধ্যানে স্বল্প বিরতি দিয়ে। ট্রেনের একটানা ঝিক্‌ঝাক্ শব্দের ভেতরেও যাত্রীরা তার গণনা দিব্যি শুনতে পাচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে দুটো মেয়ে পরস্পরে হাসাহাসি করছিল। বলাই বাহুল্য, তারা মহিলার গণনা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল। মেয়েদুটোকে সম্বোধন করে মুরব্বী গোছের এক লোক বিরক্তিসূচক গলাখাকড়ি দিয়ে উঠলে পুরো কম্পার্টমেন্টে এক ধরনের লঘু নীরবতা এসে ভর করলো।

'এক, দুই, তিন'- মহিলাটি শব্দ করে গুণলেন, যেন পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র বাসিন্দা। মেয়েদুটি আবারও খুকখুক করে হেসে উঠলো। বোঝা গেল তারা হাসিটা চেপে রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে। পাশেবসা বয়স্ক সোলজার সামনের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে ভারী গলায় বললেন- 'শোনো মেয়েরা, আশা করি

আমার কথাগুলো শোনার পর তোমরা আর হাসবে না। এই অসহায় মহিলাটি আমার স্ত্রী। কিছুক্ষণ আগেই আমরা যুদ্ধে আমাদের তিন সন্তানকে হারিয়েছি। আমাকে আবার যুদ্ধে যেতে হবে। এজন্যে আমি তাদের মাকে একটা মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে রাখতে যাচ্ছি।'

কক্ষটিতে ছেয়ে গেল ভয়ঙ্কর নীরবতা।

তৃতীয় অণুগল্প *নিমগাছ* [বনফুল]

কেউ ছাল ছাড়িয়ে সিদ্ধ করছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ। কেউ বা ভাজছে গরম তেলে। খোশদাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে। এমনি কাঁচাই..... কিংবা ভেজে বেগুন সহযোগে। যকৃতের জন্যে বেশ উপকারী। কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক...। দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন। বলেন- নিমের হাওয়া ভালো। থাক, কেটো না। কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না। আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে। শান দিয়ে বাধিয়েও দেয় কেউ-সে আর এক আবর্জনা। হঠাৎ একদিন একটা নতুন লোক এলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুলল না, পাতা ছিঁড়ল না, ডাল ভাঙ্গল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠলো, বাহ! কী সুন্দর পাতাগুলো!....কী রূপ। থোকা থোকা ফুলেরই বা কী বাহার!...একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ! খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল। কবিরাজ নয়, কবি। নিমগাছটার মনে ইচ্ছে জাগল লোকটার সঙ্গে চলে যেতে। কিন্তু পারল না। মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে। ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

বইয়ের নামটা আমরা কুরআন কারিম থেকে চয়ন করেছি। আয়াতখানা হলো,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল ৭)

বইয়ের নাম (ذَرَّةٍ خَيْرًا) যাররাতিন খাইরান। অণু পরিমাণ সৎকর্ম। আমাদের গল্পগুলো অণু পরিমাণ না হলেও, মনে মনে ধরে নিয়েই নামটা রেখেছি। আর সৎকর্ম কি না, সেটা বলা মুশকিলই বটে। রাব্বে কারিম বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাতে হাসানাহ দান করুন।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

রবকে চেনা

সে তার রব কে চিনতে পারলো ।

তারপর সে তার রবকে ভালোবেসে ফেললো ।

সে সুখী হয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিল ।

তাওবা

দীর্ঘদিনের পাপপূর্ণ জীবন যাপনের পর, মনে গভীর অনুশোচনা জেগে উঠল । মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, 'আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাওবা করে ফেলব' ।

ঘুমিয়ে পড়ল ।

আর জাগল না ।

স্বদেশ

অনেক দিন পর দেশে ফিরল ।

ব্যাগটা পাশে রাখল ।

আবেগে বিমানবন্দরের মাটিতে চুমু খেল ।

উঠে দেখে ব্যাগটা নেই ।

দাম্পত্যরহস্য

সাংবাদিক : আপনারা এত দীর্ঘকাল কীভাবে দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রেখেছেন?

স্ত্রী : আমাদের যুগে কোন কিছু ভেঙে গেলে, সেটাকে মেরামত করা হতো, ফেলে দেয়া হতো না ।

জন্মপরিক্রমা

প্রথম ধাপ : দুটো সেফটিপিন।

দ্বিতীয় ধাপ : দুটো সেফটিপিন। তবে দ্বিতীয়টার মধ্যে আরেকটা ছোট্ট সেফটিপিন।

তৃতীয় ধাপ : তিনটা সেফটিপিন, দুইটা বড়, একটা ছোট।

নারীত্ব

স্ত্রী বসে কুরআন তিলাওয়াত করছে।

স্বামী পাশে আধশোয়া হয়ে শুনছে।

স্ত্রী পড়তে পড়তে সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতে গিয়ে মুখ কালো করে আওয়াজ ফিসফিস করে ফেললো। স্বামী অন্য দিকে ফিরে হাসি লুকোলো।[১]

পিতৃভক্তি

আব্বু, প্রতি রাতে দাদুর বিছানা ঝেড়ে দিয়ে কেন ওখানে শুয়ে থাকেন?

-আমি দেখি তোমার দাদুর শুতে কষ্ট হবে কি-না।

জুলুম

বিয়ের বিশ বছর পর একটা ছেলে হলো।

এক সপ্তাহ পর, ইসরাঈলি বিমান হামলায় ছেলেটা মারা গেল।

সাথে মারা গেল আরও দুটি হৃদয়!

সংকল্প

স্ত্রী মারা গেল।

দেশ থেকে বিতাড়িত হলো।

জয়ী হয়ে ফিলে এল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

---

[১]. তোমাদের যাদের পছন্দ হয় বিয়ে কর দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে (সূরা নিসা : ৩)

হেদায়াত

হত্যা করতে উদ্যত ছিলেন।

ঈমান আনলেন। তার পাশেই সমাহিত হলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

প্রজ্ঞা

-শায়খ! নামায তরককারীর হুকুম (বিধান) কী?

-তার বিধান হলো, তুমি তার হাত ধরে বুঝিয়ে শুনিয়ে হাতে-পায়ে ধরে হলেও মসজিদে নিয়ে যাবে!

আর শোনো! দায়ী হও, কাযী হয়ো না!

হোস্টেলজীবন

বাবা!
টাকা নাই
টাকা চাই।
-ইতি 'কানাই'

--

টাকা সাফ
টাকা মাফ।
-ইতি তোর বাপ

প্রজ্ঞা

দাদুভাই! তোমার বয়স কতো?

-আমার স্বাস্থ্য ভাল।

-তোমার সাথে কি টাকা-পয়সা কিছু আছে?

-আমার কোনো ঋণ নেই।

-তোমার কোনো শত্রু নেই?

-আমি আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকি!

দেশজ

ইন্টারভিউ বোর্ড : পরীক্ষার হল। কোণের দিকে এক ছাত্র মিটিমিটি হাসছে। এটা দেখে আপনি কী সিদ্ধান্তে আসবেন?

চাকুরিপ্রার্থী : বাংলাদেশের কোনও পরীক্ষার হল হলে ভাবব, ছাত্রটা এইমাত্র সুচারুরূপে নকলকর্ম সম্পন্ন করেছে!

সম্পর্ক

-আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন? ভাই না বন্ধু?

হাকীম : ভাইকে ভালোবাসি যদি সে বন্ধুর মতো হয়। বন্ধুকে ভালোবাসি যদি সে ভাইয়ের মতা হয়।

সঙ্গী

অন্ধকার গুহা। দু'জন মানুষ বসে আছেন। একজন ভয়ে জড়োসড়ো হয় আছেন। দ্বিতীয়জন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

-কেন ভয় পাচ্ছ?

-ওরা যদি দেখে ফেলে?

-আরে, আল্লাহ আছেন না! রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তাহাজ্জুদ

-হযরত! আমি গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে পারি না। রাতে উঠলে দিনে কাজ করতে সমস্যা হয়।

-দিনের আমলগুলো ঠিকঠাক করো, তাহলেই হবে!

দ্বীন

-হুযুর (ফুযাইল বিন আয়ায রহ.)! যুহদ কী?

-অল্পেতুষ্টি।

-ওরা' কী?

-হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

-তাওয়াযু' বা বিনয় কী?
-হকের প্রতি বিনম্র থাকা।

লজ্জা

-আপনি জানেন না, এটা মহিলার সিট?
-দেখুন! 'প্রতিবন্ধী' শব্দটাও লেখা আছে!

ব্যবসা

-স্যার! একটা প্রশ্ন ছিল!
-এ্যাই, ক্লাশে এত প্রশ্ন কিসের রে! বাসায় আসবি!

অভিজ্ঞতা

-জিগাতলা যাবেন?
-যামু!
-কত?
-ন্যায্য ভাড়া দিয়েন!
- বুঝতে পেরেছি, তুমি জায়গাটা চেনো না। পরে ঝামেলা পাকাবে!

সাহস

সামরিক আদালত : কেন নিরীহ সেনাটাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছো?
ফিলাস্তিনি : কারণ আমি খুবই গরীব। আমার কাছে পিস্তল কেনার টাকা নেই! ইন্তিফাদা যিন্দাবাদ!

দীক্ষা

ওস্তাদ : লুকিয়ে লুকিয়ে কী পড়ছো?
ছাত্র : একটা ম্যাগাজিন।
ওস্তাদ : দেখো বাছা! অরুচিকর খাবার খেলে যেমন তোমার পেট নষ্ট হয় তদ্রূপ অরুচিকর বই পড়লেও তোমার 'মাথা' নষ্ট হবে!

ইনসাফ

উমার মাদীনাবাসীকে বায়তুল মাল থেকে বণ্টন করে দিচ্ছিলেন। একজন কৃতজ্ঞতাবশত বলে উঠল–

-জাযাকাল্লাহু খাইরান ইয়া আমীরাল মুমিনীন!

উমার সাথে সাথে বলে উঠলেন–

-কী আশ্চর্য! আমি তাদেরকে তাদের সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছি, আর তারা ভাবছে আমি তাদের অনুগ্রহ করছি!

রাদিয়াল্লাহু আনহু।

পাত্র

হুযুর! আমার মেয়ের জন্যে অনেক প্রস্তাব আসছে। কাকে জামাই হিশেবে বেছে নেবো বুঝতে পারছি না!

-একজন মুত্তাকী দেখে বিয়ে দিন। সে আপনার মেয়েকে ভালোবাসলে রানী করে রাখবে। আর কোনও কারণে মেয়েকে পছন্দ না হলে, আল্লাহর ভয়ে অন্তত যুলুম করবে না!

বোকা

নাস্তিক : ইসলাম ধর্মই যদি সঠিক হয় তবে পৃথিবীর সবাই মুসলমান নয় কেন?

আস্তিক : তাহলে কি নাস্তিকতাই সঠিক?

নাস্তিক : আলবৎ সঠিক!

আস্তিক : তাহলে পৃথিবীর সবাই নাস্তিক নয় কেন?

মা

-তোমার মা বেশি সুন্দর না-কি চাঁদ?

-আমি যখন মায়ের দিকে তাকাই, চাঁদের কথা ভুলে যাই। আর যখন চাঁদের দিকে তাকাই, মায়ের কথা মনে পড়ে!

শিশু

-শায়খ! আল্লাহর কাছে কীভাবে চাইবো?

ইবনুল জাওযী : তুমি যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে, শিশুর মতো হয়ে যাবে।

-কীভাবে?

-শিশু কিছু চাওয়ার পর না দিলে, ভ্যাঁ করে কেঁদে দেয়। না দেয়া পর্যন্ত কান্না থামায় না। তুমিও তোমার রবের দরবারে তাই করবে। তিনি তো বাবা-মায়ের চেয়েও দয়ালু!

সালাত

-শায়খ! এত তন্ময় হয়ে কীভাবে নামায পড়েন? কোনও চিন্তা আসে না?

-আসে তো!

-কার?

-আল্লাহর!

জাল্লা জালালুহু।

তাকওয়া

-মসজিদে প্রবেশের সময় আপনার চেহারা এমন ফ্যাকাশে হয়ে যায় কেন?

-ভয়ে।

-কিসের ভয়?

-আমার নামাযটা যদি আল্লাহর পছন্দমতো না হয়?

চাপ

হযরত! চারদিক থেকে এত বিপদ, এত চাপ! কী যে করি, আর সহ্য হয় না।

-যায়তুন তেল বের হয় কীভাবে জানো? চিপলে। যে কোনও ফল চিপলেই সুস্বাদু রস বের হয়ে আসে। তদ্রূপ বিপদাপদ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক ধরনের 'চাপ'। এর মাধ্যমে তোমার ভেতর থেকে আরও সুন্দর কিছুর জন্ম হবে। তুমি আরো শুদ্ধ হবে। তুমি আরো পরিণত হবে! তোমার দামও বেড়ে যাবে!

কবর

খুকি! বলো তো তোমার রব কে?

-আল্লাহ।

-তোমার নবী কে?

-মুহাম্মাদ (সা.)।

-তোমার দ্বীন কী?

-ইসলাম।

-মাশাআল্লাহ। দেখো আসল জায়গায় গিয়ে উত্তর ভুলে যেয়ো না। ঠিকঠিক উত্তর দেবে।

আদল

-আমীরুল মুমিনীন! মানুষ আজ বড়ই বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। তাদের আখলাক নষ্ট হয়ে গেছে। লাঠি ছাড়া এরা সোজা হবে না!

উমার ইবনে আবদুল আযীয : মিথ্যা বলেছ। আদল-ইনসাফ কায়েম হলে, সব ঠিক হয়ে যাবে!

অন্তর্দৃষ্টি

-আপনি কোন আতর ব্যবহার করেন?

-কালিমা তাইয়িবা। উত্তম কথা।

-আপনার হাইট (উচ্চতা)?

-আত্মমর্যাদাবোধ। এটাই আমাকে আকাশসম উঁচু করে রাখে।

-আপনার ওয়েট (ওযন)?

-বিপদের সময় পাহাড়সম দৃঢ়তা। আনন্দের সময় পাখির পালকের মতো উড়ুউড়ু।

-আপনার ঠিকানাটা?

-মুসাফির। নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই।

সুখ

-হযরত! সুখী হওয়ার উপায় কী?

-অন্তরে সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করা। যিকির করা। যিকিরের মাধ্যমেই অন্তর শান্ত থাকে। সুখী হয়।

শাসক

মদীনায়, খেজুর গাছের ছায়ায় ঘুমুতে হয়। কর্মব্যস্ততার কারণে ঘরে যাওয়ার ফুরসত মেলে না। আর্থিক সমস্যা, তাই পেটে ক্ষুধা থাকে। আর ওদিকে বিশ্বের বড় বড় তিনটা সুপারপাওয়ার তার অধীনস্ত। বড় আজীব শাসক!

রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ওস্তাদ

এইবার সহ ৪১বার পড়াটা বোঝালেন। তারপরও বুঝল না। লজ্জায় ছাত্র বেচারা ক্লাশ থেকে উঠে গেলো। ওস্তাদ এবার ছাত্রটিকে একান্তে ডেকে পাঠালেন।

আরও কয়েকবার বোঝানোর পর, বোকা ছাত্রটি পড়া বুঝলো। তিনি (ইমাম শাফেয়ী) বললেনঃ

-বুঝলে রবী (বিন সুলাইমান)! সম্ভব হলে তোমাকে পড়াটা আমি খাবারের সাথে হলেও খাইয়ে দিতাম। তবুও তুমি না বোঝা পর্যন্ত ক্ষ্যান্ত হতাম না।

মাফ

বেদুইন : আমি গুনাহ করলে কি লিখে রাখা হবে?
নবিজী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] : হবে।

-তাওবা করলে?
-গুনাহটা মুছে যাবে।

-আবার গুনাহ করলে?

-লেখা হবে।
-আবার তাওবা করলে?

-গুনাহটা মুছে যাবে।

-আমি যদি আবারও গুনাহটা করি?

-আমলনামায় লিখে রাখা হবে!

-যদি আবারও তাওবা করি?

-গুনাহ মুছে যাবে!

বেদুইন : এভাবে কতোক্ষণ মোছা হবে?

নবিজী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] : বান্দা ইস্তেগফার করতে করতে বিরক্ত হওয়া পর্যন্ত, আল্লাহ ক্ষমা করে যেতে থাকেন।

পণ্য

-কী করছো?

-ফেসবুক চালাচ্ছি।

-সারাদিনই দেখি, এ-নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকো। টাকা খরচ হয় না?

-জ্বি না। একদম ফ্রি!

-তাই! মনে রেখো, তুমি যখন একটা পণ্য বিনামূল্যে গ্রহণ করবে, তখন প্রকারান্তরে তুমি নিজেই 'পণ্যে' রূপান্তরিত হলে!

তাওয়াক্কুল

-আব্বু! নানান ঝামেলায় অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। সারাক্ষণই উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকি, এই বুঝি নতুন কোনও বিপদ এলো!

-বিমানে করে যখন এলে, তুমি কি পাইলটকে দেখেছো?

-জ্বি না।

-কিন্তু তোমার জানা ছিল একজন পাইলট বিমানটা চালাচ্ছেন, তাই তুমি নিশ্চিন্ত ছিলে! এমন নয় কি?

-জ্বি!

-তাহলে তুমি তা জানোই, জীবনটা চালাচ্ছেন আল্লাহ। তার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছো না কেন?

মা

অনুষ্ঠানশেষে ভোজসভায় বেখেয়ালে গরম চা পড়ে গিয়েছিল। ঘরে এসে সে ঘটনাই বলছিলাম। সবাই একযোগে প্রশ্ন করলো :

-তারপর কী করলে?

শুধু মা জানতে চাইলেন :

-বাবা! কোথায় পড়েছে দেখি, পুড়ে-টুড়ে যায়নি তো!

সঙ্গী

-হুযুর! এ বৃদ্ধ বয়েসে, কীভাবে একা একা থাকেন?

-একা কোথায় দেখলে। আমার কথা বলার এবং কথা শোনার জন্যে একজন তো সবসময় আছেন।

-কে?

-আল্লাহ।

-কীভাবে?

-যখন ইচ্ছা জাগে- আল্লাহ আমার সাথে কথা বলুন তখন কুরআন তিলাওয়াত করি। যখন ইচ্ছা হয় আমিই আল্লাহর সাথে কথা বলব তখন দু' রাকাত নামায পড়ে নিই।

শিক্ষা

-হযরত! ছেলেটাকে ভালোভাবে শিক্ষিত করতে চাই, কী করতে পারি?

-বাচ্চাকে ভালো করে কুরআন শিক্ষা দাও। কুরআনই তাকে সবকিছু শিখিয়ে দেবে!

নসীহা

-শায়খ! আমার ছেলেসন্তান নেই, মৃত্যুর পর আমার জন্যে দু'আ করবে কে? সদকায়ে জারিয়া করার মতোও টাকাপয়সাও নেই, আমি কী করতে পারি?

-তুমি তাহলে একটা কাজ করতে পারো!

-কী কাজ?

-তুমি তাহলে 'গুনাহে জারিয়া' রেখে যেও না।

ঋণ মওকুফ

কায়েস বিন সা'দ। একজন দানবীর। মহানুভব। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একা একা শুয়ে আছেন। অল্পক'জন ছাড়া কেউ দেখতে এলো না।

-কী ব্যাপার! কেউ দেখতে আসছে না যে?

-বেশির ভাগ মানুষই তো আপনার কাছে ঋণী! লজ্জায় আসতে পারছে না!

-ঘোষণা দিয়ে দাও! সবার ঋণ মওকুপ করা হলো!

.

বিকেল নাগাদ আগত দর্শনার্থীদের ভিড়ে দরজা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো!

ইনসাফ

ওমর : তোমাকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করলাম। এখন বলো, তোমার কাছে কোনো চোরকে নিয়ে আসা হলে, কী করবে?

আমর বিন আস : তার হাত কেটে ফেলবো।

ওমর : তাহলে মনে রেখো, আমার কাছে মিসর থেকে কোনও ক্ষুধার্ত এলে, তোমার হাত কেটে ফেলবো!

রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

বুমেরাং

-জাপান অত্যন্ত শোকাহত।

-মুজাহিদরা তাদের এক জাপানিকে বন্দী করেছে সেজন্য?

-আরে না।

-তবে?

-জাপান সরকার বন্দিমুক্তির আলোচনার জন্যে যাকে পাঠিয়েছিল, সে নিজেই মুজাহিদ দলে যোগ দিয়েছে!

আত্মমর্যাদাবোধ

খলিফা হারুনুর রশিদের দুই ছেলে। আমিন ও মামুন। ইমাম মালেকের কাছে খবর পাঠালেন :

-দু' যুবরাজকে পড়ানোর জন্যে আপনাকে একটু প্রাসাদে আসতে হবে!

-না, তা সম্ভব নয়।

-কেন?

-ইলমের কাছে যেতে হয়, ইলম কারো কাছে যায় না!

পুঁজিবিহীন লাভ

-হুযুর! আমি বড়ই অলস। আমল করতে মন চায় না। বয়েস হয়েছে তবুও ইবাদতে মতি হয় না! ঘরভাড়ার রোজগারে খাই-দাই, ঘুরি-ফিরি।

-ভালোই তো সুখে আছেন!

-আচ্ছা, এভাবে কোনও কিছু না করেই সওয়াব পাওয়ার কোনও রাস্তা নেই?

-তা আছে!

-বলুন, বলুন না!

-ভালো ভালো কাজের নিয়ত করবেন। সবসময়। প্রতিদিনই। কাজটা না করতে পারলেও সওয়াব পাবেন। বিনা পুঁজিতে লাভ!

-তাই!

-জ্বি, হাদীসে আছে!

যালিমের দোসর

কারাপ্রধান : যালিমদের সাহায্যকারীও যালিম এ-মর্মে হাদীসটা কি সহীস?

ইমাম আহমাদ : জ্বি সহীহ।

-তাহলে আমি যালিমের সাহায্যকারী হিশেবে গণ্য হবো?

-জ্বি না।

-আলহামদুলিল্লাহ।

-আমার কথা শেষ হয়নি। যারা তোমার খাবার রান্না করে, জামা-কাপড় ধুয়ে দেয় তারাই হবে যালিমের সাহায্যকারী।

যালিম

দর্জি : হযরত! আমি সুলতানের জামা-কাপড় সেলাই করি। আমিও যালিমের 'আ'ওয়ান' (সাহায্যকারী) হয়ে যাবে?

সুফিয়ান সাওরী : না না, তুমি কেন! সাহায্যকারী হবে তো যারা তোমার কাছে সুই-সুতো বিক্রি করে তারা!

দয়ালু

- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করুন!

- উঁহু! আমি তো লা'নতকারী হিশেবে প্রেরিত হইনি। হয়েছি রহমতস্বরূপ।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কসাই

বাশাশার আসাদ : হ্যালো! আমি অত্যন্ত শোকাহত! এতগুলো মানুষ মারা গেল!

ফ্রাঁসোয় ওলান্দ : ধন্যবাদ! আমাদেরকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামতে হবে।

বাশশার : জ্বি। সিরিয়াবাসী আপনার সাথে থাকবে। তারাও ভয়ংকর সন্ত্রাসের শিকার!

ফ্রাঁসোয়া : তা বটে!!!

কাপুরুষ

ফ্রাঁসোয়া ওলান্দে : কঠোর বদলা নেয়া হবে!

মুজাহিদ : কাপুরুষ! আকাশে নয়, মাটিতে নেমে এসো দেখি! অন্তত একটিবারের জন্যে হলেও! বিশ্বের যে কোনও ময়দানে!

জবাবদিহিতা

দস্তরখানা পাতা হয়েছে। হরেক রকমের খাবার প্রস্তুত। মজাদার। সুস্বাদু। জিভে জল আনা। হুযুর দস্তরখানায় পড়ে যাওয়া খাবারগুলোও তুলে নিয়ে খাচ্ছেন:

-হুযুর! ওগুলো থাক, এখনো তো প্রচুর খাবার বাটিতে রয়ে গেছে!

-বাটির খাবার নষ্ট হলে, আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর দস্তরখানে খাবার পড়ে থাকলে, আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে!

আতর ও সাবান

-হুযুর! ইস্তেগফার না তাসবীহ পড়বো?

-পরিধেয় জামা পরিষ্কার থাকলে আতর মাখলে কাজে দিবে। আর অপরিষ্কার থাকলে, সাবান দিয়ে ধুতে হবে।

-আমি কি দুটোই করবো?

-তাসবীহ হলো আতর। ইস্তেগফার হলো সাবান। তাসবীহ দিয়ে (সুবাস) সওয়াব অর্জন হবে। ইস্তেফগার দিয়ে ময়লা (গুনাহ) দূর হবে।

পতিসেবা

বাবা এলেন মেয়ের বাড়ি।

-রুকাইয়া মামণি!

-জ্বি আব্বু!

-কোথায় তুমি?

-এই তো এখানে!

বাবা দেখলেন, মেয়ে তার স্বামী উসমানের মাথা ধুয়ে দিচ্ছে। তিনি বললেন:

-উসমানের সাথে সুন্দর আচরণ করবে, কারণ ওর আখলাকও আমার মতো!

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

রদিয়াল্লাহু আনহুম।

বোধোদয়

-শুনেছি আপনি প্রথ দিকে খুবই বেপরোয়া জীবন যাপন করতেন?

-ঠিকই শুনেছেন।

-পরিবর্তন হলো কী করে?

-তাওয়াফ করতে গিয়ে?

-হয়েছিল কী, বলুন তো।

- হজে গিয়েছি নাম কামানোর জন্যে। আমি তাওয়াফ করছি। পাশেই একজন মহিলা তাওয়াফ করছিল। কী বলবো, এত সুন্দর মানুষ আমি জীবনে আর দেখিনি। বারবার চোখ যাচ্ছিল সেদিকে। ভীড় ঠেলে মহিলার কাছাকাছি চলে গেলাম। মহিলা বোধ হয় কিছুট আঁচ করতে পেরেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে কাটা কাটা গলায় বললো:

-দুনিয়ার দূরতম প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আসে নিজের পাপ ধোয়ার জন্যে। এই তোমার পাপ ধোয়ার নমুনা!

আমি সাথে সাথে মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম। দুনিয়ার রঙ-রূপ-রস সবই বদলে গেল।

আশা-দুরাশা

-সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করলাম। সবাই বললো:

-ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবার মাধ্যমিকটাও শেষ কোরো।

-শেষ করলাম। তারা বললো : এবার কলেজটা শেষ কোরো। তাহলে তোমার ভবিষ্যত একেবারে ঝরঝরে!

-শেষ করলাম। তারা বললো : এবার ভার্সিটির পাঠটা চুকাও। না হলে ভবিষ্যত অন্ধকার!

-করলাম। তারা বললো : এবার চাকুরি নাও। নইলে..।

-এভাবে বিয়ে-সংসার-সন্তান সবই হলো। মাগার ভবিষ্যতের ধাক্কাই শেষ হলো না।

ফতোয়া

-মুফতি সাব হুযুর! ওইযে আমার স্ত্রী।

-তো!

- সে খেজুর খাচ্ছিল। একটা তুচ্ছ কারণে, আমি রাগের মাথায় তাকে বললাম:

-মুখের খেজুরটা যদি খাও, তুমি তালাক। ওটা মুখ থেকে ফেলে দিলেও তালাক। হুযুর! আমার সোনার সংসারটা বাঁচান। বেচারী খেজুরটা নিয়ে অনেকক্ষণ যাবত ঝিম ধরে আছে!

-যাও তাকে বলো অর্ধেক খেয়ে বাকি অর্ধেক ফেলে ওয়াক থু করে দিতে!

তাওবা

হালকা-যিম্মাদার : তুমি এমন করে কাঁদছ কেন?

তরুণ : আমি জীবনে কখনো সূর্যোদয় দেখিনি। আমার এক ফ্রেন্ডের 'পাল্লায়' পড়ে ইজতিমায় এসেছি। দেখে চলে যাবো। কিন্তু একজনের বয়ান শুনে ভালো লেগে গেলো। আরেকটু শোনার ইচ্ছায় থেকে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ। আজ তিনদিন হয়ে গেলো। একটা ওয়াক্ত ফরয তো বটেই তাহাজ্জুদ-ইশরাকও কাযা হয়নি।

-তুমি নামায পারতে?

-জ্বি না। ফ্রেন্ড শিখিয়ে দিয়েছে। আমীর সাব আমি কাঁদছি, আমাকে আরও পনের বছর আগে কেন কেউ গলায় রশি বেঁধে এখানে নিয়ে আসেনি?

বদলা

-ধন-সম্পদ হারিয়ে তো আপনি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হলেন!

ইবনে সিরীন : সম্পদ হারানোর ব্যাপারটা ছিল আমার অতীত-জীবনে কৃত গুনাহের শাস্তি।

-আপনিও গুনাহ করেছেন?

-চল্লিশ বছর আগে, আমি এক গরীব লোককে রাগ করে 'ফকির' বলে ফেলেছিলাম। সেদিন থেকেই ভয়ে ভয়ে ছিলাম, কখন শাস্তিটা এসে পড়ে!

শেষ আশ্রয়

-এ ভয়াবহ বিপদে অনেকের কাছেই সাহায্য চেয়েছি। সবাই শুধু একটা কথাই বলেছে!

-কী কথা?

-এ বিপদে আমার করার কিছুই নেই। সাধ্যাতীত! একমাত্র আল্লাহই তোমাকে সাহায্য করতে পারেন?

-তুমি তো বিপদ আসার সাথে সাথেই প্রথমজনের কাছে সাহায্য না চেয়ে, দ্বিতীয়জনের কাছে সাহায্য চাইলে কেন?

-বুঝলাম না।

-সবাই তোমাকে বলেছে : আল্লাহই তোমাকে সাহায্য করতে পারেন। তুমি প্রথমেই তার কাছে চাইলে, এতগুলো মানুষের কাছে হাত পেতে নিরাশ হতে হতো না।

....

-একটা তাবিজের দরকার ছিল!

-কী জন্যে?

-স্ত্রী বশীকরণের জন্যে?

-আপনাদের দুজনের বয়স কতো?

-আমার এই ধরুন পঞ্চাশ প্লাস, আর তার চল্লিশ প্লাস?

-এ-বয়সে কি আর বশ করা লাগে? এমনিতেই তো বশীভূত হয়ে থাকার কথা?

-না হুযুর! এমনিতেই সব ঠিক। অন্য কোনও পুরুষের দিকে সে ভুলেও তাকায় না। বাড়ির কাজকর্ম, আমার প্রতিও তার তীক্ষ্ণ নযর!

-সবই তো ঠিক আছে। সমস্যাটা কোথায়?

-না মানে, সে ঘরকন্নার কাজকর্ম ছাড়া অন্য আর কিছুতে আগ্রহ খুঁজে পায় না। বলে এখন বয়েস হয়ে গেছে!

-ও বুঝেছি! ঠিক আছে, আপনি কয়েকটা কাজ করুন। দু'জন মিলে আত্মীয়ের বাড়ি ছাড়া, অন্য কোথাও কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে যান।

অথবা বাড়িতেই দুজনে মাঝেমধ্যে ভিন্ন কামরায় ঘুমের আয়োজন করুন। অথবা শ্বশুরবাড়িতে দুজনে মিলে বেড়াতে যান! এরপরও যদি তাবিজ লাগে, আসবেন। তখন দেখা যাবে!

উত্তর

-একটা বিষয় আমার কাছে বেশ দুর্বোধ্য মনে হয়!

-কোনটা?

-কিয়ামতের দিন এতগুলো মানুষের হিশেব আল্লাহ তা'আলা কীভাবে নিবেন?

-ঠিক যেভাবে এতগুলো মানুষকে দুনিয়াতে রিযিক দিয়েছেন!

অষুধ

- হুযুর! ভার্সিটিতে গেলেই মনটা ভীষণ অন্যরকম হয়ে যায়?

-কেমন হয়?

-চারপাশে এত সুন্দর সুন্দর 'মানুষ' দেখে, সারাক্ষণই মনের মধ্যে 'প্রেম-প্রেম' ভাব জেগে থাকে। একটা সমাধান দিন! প্রতিদিন কম করে হলেও দশজনের প্রেমে পড়ি!

-একজন যুবকের 'কলব' যখন যিকির থেকে খালি হয়, আল্লাহ তাকে 'প্রেম' রোগে নিপতিত করেন।

-হুযুর! এটাতো বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো ব্যাপার হয়ে গেলো!

-কীভাবে?

-সুন্দর মুখগুলোর দিকে তাকালে আল্লাহর কথা ভুলে যাই!

-তাহলে ভার্সিটিতে যাওয়ার আগেই 'আল্লাহর' দিকে তাকাবে, তাহলে 'পটলচেরা' চোখের দিকে তাকানোর কথা ভুলে যাবে!

-এটাই তো সমস্যা! কোনটা আগে করি?

-রোগ তোমার! অষুধও তোমাকে জোর করেই খেতে হবে। একদিন খেয়েই দেখো না!

পরিত্রাণ

ফ্রান্সের *দ্যা গল বিমানবন্দর*। একদল ফরাসি সৈন্য মধ্যপ্রাচ্যগামী বিমানের অপেক্ষা করছে। সবার হাতে একটা করে কুরআন শরীফ। এক মুসলমান দৃশ্যটা দেখে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলোঃ

-মশিয়ে! আপনারা বুঝি মুসলমান!

-আরে না!

-তাহলে কুরআন শরীফ পড়ছেন যে?

-উপরের নির্দেশ তাই।

-হঠাৎ এমন নির্দেশ?

-আফ্রিকার মালিতে ক'দিন আগে হোটেলে আক্রমণ করে ইউরোপিয়ানদেরকে যিম্মি করা হয়েছিল না! তখন যারা সূরা ফাতিহা পড়তে পেরেছিল, তাদেরকে 'সন্ত্রাসী'রা ছেড়ে দিয়েছিল।

বর

প্রথম স্বামী আতিক বিন আবেদ মারা গেলেন। একটা কন্যাসন্তান রেখে। অনেক আশা নিয়ে আবার বিয়ে করলেন। দ্বিতীয় স্বামী নাব্বাশ বিন যুরারাহও মারা গেলেন। রেখে গেলেন দু' ছেলে। তারপরও দু' স্বামীহারা বিধবা স্ত্রী ভেঙে পড়লেন না। সবর করলেন। ইয়াতিম বাচ্চাগুলোর যথাযথ লালন-পালন করলেন।

এমন গুণসম্পন্না মহিলাকে কি আল্লাহ পুরষ্কৃত না করে পারেন? আল্লাহ তাকে অপূর্ব সবরের বদলা দিলেন। তাকে আরেকজন কল্পনাতীত যোগ্যতার অধিকারী স্বামী দান করলেন, যে বয়সে তার চেয়ে দশ (বা পনের) বছরের ছোট।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
রাদিয়াআল্লাহু তাআলা আনহু।

হাসি

-তোমার না গতকাল দোকান পুড়ে গেলো আর তুমি এখন আনন্দে হাসছো যে বড়?

-শুধু আনন্দে হাসি আসে, তোমাকে এটা কে বললো?

-তো?

-আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি থেকেও অনেক সময় ঠোঁটে ব্যাথামাখা হাসির রেখা ফুটে ওঠে! সেটা বোঝার মতো চোখ থাকা চাই।

ইতিবাচক চিন্তা

ক্যান্সার ধরা পড়েছে। মাথার চুল প্রায় সবই পড়ে গেছে। সর্বশেষ কেমোথেরাপি দেয়ার পরদিন ঘুম থেকে জেগে দেখে মোটে তিনটা চুল অবশিষ্ট আছে।

-দারুণ! এতদিন চুল বেশি থাকাতে আঁচড়াতে পারিনি, এবার থেকে মনের সুখে আঁচড়ানো যাবে।

পরদিন দেখা গেলো দুইটা চুল অবশিষ্ট আছে।

-আহ, তিনটা চুল নিয়ে বেজায় ঝামেলায় পড়েছিলাম। এখন সিঁথি করে দু'টো চুল মাথার দুইদিকে আঁচড়াতে পারবো।

পরদিন দেখা গেলো একটা চুল আছে।

-চুলটাকে মাথার পেছন দিকে আঁচড়ালে সুন্দরই লাগবে। একচুলের বিনুনী! শুনতেই তো কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছে!

পরদিন ঘুম থেকে জেগে দেখে, মাথা পুরোপুরি খালি:

-মাথার চুল আঁচড়ানো একটা ঝকমারি ব্যাপার! কত্তো সময় নষ্ট হয়! এখন একদম ঝাড়া হাত-পা!

তাকওয়া

উমার রা. দিনের বেলা বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। একজন প্রশ্ন করলো :

-ইয়া আমীরাল মুমিনীন! রাতে ঘুমুননি?

-কীভাবে ঘুমুই। দিনে ঘুমুলে বান্দার হক নষ্ট হয়। রাতে ঘুমুলে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্তি নষ্ট হয়।

দু'আ

-হুযুর! আপনি বলেছিলেন আল্লাহর কাছে দু'আ করলে, তিনি শোনেন।

-ঠিকই তো বলেছি।

-কই, আমি তো দিনরাত ইয়া লম্বা লম্বা দু'আ করছি। কিছুই তো হচ্ছে না।

-কবুল হওয়ার জন্যে লম্বা দু'আ লাগবে এটা তোমাকে কে বললো? নূহ আ. তার দু'আয় মাত্র চারটা শব্দ উচ্চারণ করেছেন— রাব্বি ইন্নী মাগলুবুন ফানতাসির। রাব্বি! আমি অসহায়, সাহায্য করুন!

এই দু'আর ফলে কী হলো? আল্লাহ দুনিয়াটাকে ডুবিয়ে দিলেন। আরও দেখো, সুলাইমান আ. তার দু'আয় মাত্র তিনটা শব্দ উচ্চারণ করেছেন— রাব্বি হাবলি মুলকান। রাব্বিন আমাকে রাজত্ব দান করুন।

কী হলো? পুরো বিশ্বের তো বটেই, পশু-পাখিরও রাজত্ব দিয়ে দিলেন।

শব্দসংখ্যা নয়, ইখলাস আর আন্তরিকতা আর আত্মনিবেদনই দু'আর প্রাণশক্তি!

পুণ্যের তালিকা

দোকানদারি করতে করতে চুল পেকে গেছে। কতো মানুষের সাথে পরিচয়! কতো খদ্দেরের সাথে সম্পর্ক! আজ মসজিদে আমীর সাহেবের সদাচার বিষয়ক বয়ান শুনে একটা চিন্তা ঝিলিক দিলো। দোকানে এসে সমস্ত পরিচিত মানুষের একটা তালিকা করলো। গড়ে প্রতিদিন পাঁচশ থেকে একহাজার লোকের সাথে দেখা হয়। হাটবারে তো সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

দোকানীর মনে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের ব্যবসা-চিন্তা জাগলো।

-আমি এক হাটবারেই হাজার হাজার সুন্নাত আদায় করতে পারি—

ক. মুচকি হাসি কমপক্ষে, তিনহাজার

খ. রাগদমন : কমপক্ষে, পাঁচশ।

গ. কটুকথায় ক্ষমা : কমপক্ষে, একশ।

= খদ্দেরকে না ঠকানো, তার সাথে সুন্দর করে কথা বলা, সালাম দেওয়া : উফ্ এত সওয়াব! তাহলে তো আমি প্রতিদিন গড়ে একহাজার সুন্নাত আদায় করতে পারি? আরও বেশিও হতে পারে!

নামের বাহাদুরি

-পুরো টাকাটাই তো আমি দিলাম। মসজিদটা আমার নামেই হোক!

-এত নাম নাম কেন করেন? আপনি মরার পর সবার আগে এই নামটাই বদলে যাবে। লোকেরা বলবে—

-লাশ কই!

গোসল শেষ হলে বলবে—

-জানাযা কোথায় নিয়ে এসো!

দাফনের সময় বলবে—

-মাইয়েতকে আস্তে আস্তে খাটিয়া থেকে কবরে নামাও!

তুমি আমি

স্বামী : আমার কাছে তুমি নিজের জন্যে সবচেয়ে বেশি কোন জিনিসটা কামনা করো?

স্ত্রী : আমি চাই তুমি একজন পাক্কা মুমিন হও!

স্বামী : এটা তো আমার জন্যেই চাওয়া হয়ে গেলো। তোমার জন্যে কিছু চাইলে না!

স্ত্রী : আমি তো তুমি। তুমিই আমি!

জান্নাতি আশা

স্ত্রী বসে বসে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করছে। গভীর মনোযোগের সাথে। আয়াতের ভাব পরিবর্তনের সাথে সাথে তার চেহারার অভিব্যক্তিও বদলে যাচ্ছিল। জান্নাতের আয়াতে মুখটা হাসিহাসি, জাহান্নামের আয়াতে মুখটা কাঁদোকাঁদো!

স্বামী পাশে শুয়ে শুয়ে বিষয়টা লক্ষ করছিল। আরেকটু কাছে এসে আধাশোয় হয়ে বালিশে হেলান দিলো।

স্ত্রী : কিছু বলবে? এনে দিতে হবে কিছু?

স্বামী : নাহ, কিছুই লাগবে না। তবে হঠাৎ একটা আশা মনে ঘুরঘুর করছে!

-বলো শুনি, আশাটা কী?

-এখানকার মতো জান্নাতেও তুমি আমার পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করবে?

-তুমি ছাড়া আর কার পাশে করবো?

আকাশ মা

-আম্মু! তোমার মতো আকাশেরও কি সন্তান আছে?

-আছে তো!

-কে?

-মেঘ!

-তাহলে তো আকাশটা খুবই ভালো আম্মু!

-কীভাবে বুঝলে?

-বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দেখছো না কী স্বচ্ছ!

বুড়ো বন্ধু

-কিরে মেয়ের দেওয়া, তসরের নতুন পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে, জোয়ানকি চালে, এমন হাসতে হাসতে গেলে! অমন গোমড়া মুখে ফিরলে যে!

-ভেবেছিলাম অনেক বছর বাদে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে ভালোই লাগবে!

-কেউ আসে নি বুঝি!

-সব্বাই এসেছিল! কিন্তু সবাই যা বুড়িয়ে গেছে!

মুখতাসার

মানুষটা তার চিত্তকে পরিশুদ্ধ করলো।

অতঃপর সফল-সুখী একটা জীবন কাটিয়ে দিলো।

[সূরা আ'লা ও শামস]

সভ্যতা

-বর্তমানে কোন সভ্যতার প্রভাবে সারা বিশ্ব চলে?

-ইউরো-আমেরিকান সভ্যতা। স্যার,

-এ সভ্যতার সর্বোচ্চ অর্জন কী?

-ইসরাঈল।

প্রিয়জন

-সাহাবায়ে কেরামের পর, কাকে তোমার বেশি ভালো লাগে?

-উমার ইবনে আবদুল আযীর রহ.-কে।

-কেন?

-তিনি বিশ্বের একক সুপার পাওয়ার হয়েও, আসল সুপার পাওয়ারকে ভুলে যান নি!

-কীভাবে?

-তিনি খলীফা হওয়ার, প্রতিদিন রাতের বেলা ফকীহগণকে জমায়েত করতেন।

-কী করতেন সেখানে?

-শুধুই মৃত্যু আর আখেরাতের আলোচনা করতেন। তখন তারা এত এত কাঁদতেন, মনে হতো যেন তাদের কোনো আপনজন মারা গেছে!

রবের আনুগত্য

ছেলেকে নিয়ে শায়খের সাথে দেখা করতে এলো। মুরীদের সন্তান দেখে বুযর্গ খুবই খুশি হলেন। পকেট থেকে একটা চকলেট বের করে দিলেন। ছেলেটা চকলেটটা হাতে না নিয়ে বারবার বাবার দিকে তাকাতে লাগলো। বুযুর্গ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

-হুযুর, গোস্তাখি মাফ করবেন! ছেলের আচরণে কি কষ্ট পেয়েছেন?

-আরে না, আমি কেঁদেছি, একরত্তি একটা বাচ্চা! বাবার প্রতি কী অপূর্ব আনুগত্য দেখলো সে! আর আমি বুড়ো হয়েও আমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি যথাযথ আনুগত্য দেখাতে পারলাম কই!

ইত্তেবা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কাফেলার সাথে সফরে কোথাও যাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি বাহন থেকে নেমে, একটা গাছের তলায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। ফিরে এসে রওয়ানা দিলেন।

-শুধু শুধু কেন গাছতলায় গিয়ে বসলেন?

-আমি নবিজিকে দেখেছি, একবার সফরে এ-গাছের তলায় বসতে।

নিয়তদুরুস্তি

-নতুন ঘর বানাচ্ছো, দেখছি!
-জ্বি। কিছু টাকা হাতে এলো!
-জানলাটা এত উঁচুতে দিলে যে!
-ঘরে ভালোভাবে আলো-বাতাস খেলার জন্যে!
-ভাল করেছ। তবে নিয়তের মধ্যে আলো-বাতাস রেখো না।
-কী রাখবো?
-তুমি নিয়ত করো, আযান শোনার জন্যে জানালাটা দিয়েছি!

ইবাদত

-ওগো! চিরুনিটা নিয়ে এসো তো!
-সাথে কি আয়নাটাও আনবো?
স্বামী একটু চুপ থেকে তারপর বললেন:
-আনো!
-একটু চুপ থেকে কী ভাবলেন?
-চিরুনী আনতে বলার আগে ইবাদতের নিয়ত করেছিলাম। আয়নার সময় মনে কোনো নিয়ত ছিল না। তাই নিয়ত করতে একটু দেরি হয়েছে! মুমিনের প্রতিটি কাজই সওয়াবের জন্যে হওয়া দরকার।

দোয়ার ভাণ্ডার

মসজিদে বসে আছেন। একজন বুযুর্গ। দেখলেই ভক্তি জাগে। তাকে ঘিরে বসে আছেন কিছু মানুষ। বুযুর্গ তাদের উত্তর দিচ্ছেন। একজন বললো,

-হুযুর! আমার জন্যে একটু দু'আ করবেন!
-ঘরে বাবা-মা আছেন?

-মা আছেন!
-আমার কাছে এসেছ কেন?

দায়িত্বভার

আতেকা : তিনি রাতে ঘুমুতে আসতেন। কিন্তু শুলেই দু'চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে যেতো। তিনি বসে কাঁদতে শুরু করতেন। আমি জানতে চাইতাম,

-কেন কাঁদছেন?

-আমি উম্মাতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব তো কাঁধে তুলে নিয়েছি! তাদের মধ্যে মিসকিন আছে। দুর্বল আছে। ইয়াতিম আছে। মাযলুম আছে। আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ আমাকে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেবো!

(উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু)

মনখারাপের অষুধ

-হ্যালো! কেমন আছ আম্মু!
-খুউব ভালো আছি বাবা!

- তোর মন খারাপ?
-কেন, কীভাবে বুঝলে?

-তুই তো মন খারাপ না থাকলে আমার কাছে ফোন করিস না, তাই বলছি!

কাণ্ডজ্ঞান

একজন বন্ধুর দাওয়াতে এই প্রথম মসজিদে এলো ছেলেটা। দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে ওজু সারলো। নামাযে দাঁড়াল। নামাযের মাঝামাঝিতে মোবাইলটা বেজে উঠলো। গানের সুর।

নামাজ শেষ করে সবাই হামলে পড়লোঃ

-এই মিয়া! আল্লাহর ঘরে আসার আগে, গান-বাজনা বন্ধ করে আসা যায় না। খোদার গযব পড়বে! সবার নামায নষ্ট করার জন্যে মসজিদে আসার চেয়ে না আসাই ভাল। যত্তসব পাগল-ছাগল!!

ছেলেটা লজ্জায় কুঁকড়ে গেলো। সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। আর এ-মুখো হলো না।

সেকাল একাল

আগের যুগেঃ

-ভাই আল্লাহকে ভয় করো!

-জ্বি ভাই! দু'আ করবেন, অনেক গুনাহ করে ফেলেছি।

বর্তমান যুগেঃ

-ভাই, আল্লাহকে ভয় করো!

-কী বললেন? আমাকে কোনো গুনাহ করতে দেখেছেন কখনো? আগে নিজের চরকায় তেল দেন মিয়া!

শ্রেষ্ঠ আমল

-ইয়া রাসূলাল্লাহ! শ্রেষ্ঠ আমল কী?

-শ্রেষ্ঠ আমল হলো—

- সময়মতো নামায পড়া।
- মাতা-পিতার প্রতি সদাচার করা।
- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

স্বার্থপর

-একটু চেপে বসুন!

-আমি নেমে দাঁড়াচ্ছি, আপনি ভেতরে উঠে আসুন!

-আমি ওই সামনেই নেমে যাবো!

-আমিও সামনে নামবো!

শ্রেষ্ঠসম্পদ

স্বামী-স্ত্রীতে ভীষণ ঝগড়া বাঁধলো। একপর্যায়ে স্ত্রী কাঁদতে শুরু করলো। এমন সময় খবর দেওয়া ছাড়াই বাবা দেখতে এলেন মেয়েকে! মেয়ের চোখে পানি দেখে বাবা পেরেশান:

-মা তোর চোখে পানি!

-তোমাদের কথা ভেবেই কাঁদছিলাম! এমন সময় তুমি এলে!

রাতের বেলা

-তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না!

-হঠাৎ অমন কৃতজ্ঞতাবোধ!

-তুমি সকালে আমাকে হাতেনাতে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছ যে!

বুদ্ধিমান

-তুমি তো মারা যাচ্ছো। ভয় করছে না?

বেদুইন : মৃত্যুর পর কোথায় যাবো?

-আল্লাহর কাছে চলে যাবে!

-তার কাছ থেকে এ-পর্যন্ত খারাপ কিছু তো পেলাম। শুধু উপকারই পেয়ে এসেছি। তার কাছে যেতে ভয় কিসের!

হাদিয়া

-হুযুর! আপনি সেদিন ওয়ায করার পরও, খালিদ আগে সালাম দিতে চায় না! আমাদের সালামের অপেক্ষায় থাকে!

-কি রে! আভিযোগ সত্যি?

-জ্বি হুযুর! সবসময় না হলেও, মাঝেমধ্যে আমি ইচ্ছা করেই আগে সালাম দিই না।

-কেন?

-হুযুরের কাছে শুনেছি, হাদীসে আছে : যে আগে সালাম দিবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটা প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

আমি চাই আমার সাথীরাও প্রাসাদের মালিক হোক। আমার হাদিয়া দিতে ভালো লাগে। গরীব বলে দুনিয়াতে পারছি না, আখেরাতে হাদিয়া দিয়ে শখ মেটাচ্ছি।

ঘ্রাণ

-আচ্ছা, বলো তো, কুরআন কারিম ও ফুলের মধ্যে মিল কোথায়?

-উভয়টাই নিজ নিজ সুবাস ছড়ায়!

-আর অমিল?

-আমি ফুল না শুঁকে রেখে দিলে, ফুলটা শুকিয়ে যাবে। আমার কিছু হবে না। কিন্তু কুরআনের ব্যাপারটা উল্টো। আমি তিলাওয়াত না করে হেলাভরে কুরআনকে তাকে ফেলে রাখলে, আমি শুকিয়ে যাবো, কুরআন আগের মতোই থাকবে। সজীব। সতেজ।

মুমিন ভাই

মুহাম্মাদ বিন মুনাযির : আমি হাঁটছিলাম খলিল বিন আহমাদের সাথে। আমার জুতো ছিঁড়ে গেলো। খালি পায়েই হাঁটতে শুরু করলাম। একটু পর তিনিও জুতা খুলে ফেললেন:

-আপনি কেন জুতা খুললেন?

-আপনাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে। মুখে বললে তো ঠিকমতো প্রকাশ করা হবে না, পুরোপুরি সমব্যথী হওয়ার জন্যেই আমিও.... ।

মুমিনগণ একজন আরেকজনের ভাই!

ক্ষমা

ইবলীস : আমি তাদেরকে গোমরাহ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো! পাপে লিপ্ত করেই ছাড়বো!

আল্লাহ তা'আলা : আমি তাদেরকে ক্ষমা করেই যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে!

আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যানবিওঁ...

এ্যাপ

-নামাযের সময় জানার জন্যে কোন এ্যাপটা ভালো হবে? মোবাইলে ইনস্টল করে রাখবো।

-বাড়তি কিছুই লাগবে না। সেরা এ্যাপ তোমার মধ্যেই আল্লাহ বিল্ট-ইন করে দিয়েছেন!

-কই?

-তোমার 'কলব'ই সে এ্যাপ। কলবকে নামাযের সময় হলে এলার্ম দিতে অভ্যস্ত করে তোলো, তাতেই হবে।

নাহলে দেখো, মুয়াযযিন আযান দেয়, মোবাইল আযান দেয়, রেডিও আযান দেয়, টিভি আযান দেয়, কম্পিউটার আযান দেয়, দেয়ালঘড়ি আযান দেয়। কিন্তু তবুও মানুষ নামায থেকে পিছিয়ে থাকে!

শি'আ

শি'আ : আবু বকর একজন মুনাফিক! জাহান্নামী!

সুন্নি : তাহলে মুসলমান হলেন কেন?

শি'আ : পার্থিব স্বার্থে!

সুন্নি : হিজরতের পথে, এমন ঘোর জীবন-মরণ সংকটের সময় পার্থিব স্বার্থটা কী ছিল শুনি!

রাদিয়াল্লাহু আনহু।

উত্তম বস্তু

-একজন পুরুষের জন্যে সবচেয়ে উত্তম বস্তু কী?

ইবনে মুবারক : পর্যাপ্ত জ্ঞান।

-তা না থাকলে?

-উত্তম আদব-শিষ্টাচার!

-তাও না থাকলে?

-নেককার ভাই। যার সাথে বিপদাপদে পরামর্শ করবে!

উদারতা

ইবরাহীম নাখায়ি রহ.-এর চোখ ছিল ট্যারা। তার বিশিষ্ট ছাত্র সুলাইমান বিন মুহরান ছিলেন আ'মাশ (ক্ষীণদৃষ্টির)। তাঁরা দু'জন একদিন কুফা নগরীর রাস্তা দিয়ে জামে মসজিদে যাচ্ছিলেন। ইমাম নাখায়ি বললেন,

-সুলাইমান! আমাদের দুজনের একসাথে পথচলা ঠিক হচ্ছে না!

-কেন?

-মানুষ বলবে : 'ট্যারা পথ দেখাচ্ছে কানাকে'! এতে তাদের গীবত হবে। গুনাহগার হবে।

-ওস্তাদ! তাহলে তো ভালই হয়। তাদের গুনাহ হলেও, আমাদের সওয়াব হলো।

-না বাবা! তারা গুনাহের ভাগী হয়ে আমরা সওয়াবের অধিকারী হলাম, তার চেয়ে কি এটা ভালো নয় যে, আমরাও নিরাপদ থাকলাম. তারাও থাকলো!

নেয়ামত

-আমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে বড় নেয়ামত কী?

প্রথম ছাত্র : সুস্থতা।

দ্বিতীয় ছাত্র : টাকা-পয়সা।

তৃতীয় ছাত্র : দৃষ্টিশক্তি!

চতুর্থ ছাত্র : হুযুর, আমার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা নিজেই আমাদের জন্যে বড় নেয়ামত।

-তোমার কেন এমনটা মনে হলো?

-আমি এত গুনাহ করি, আমার দয়ালু রব না হয়ে, অন্য কেউ হলে, এতদিনে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। আমার প্রতি মা-বাবার এত এত দয়া, তবুও একটা অপরাধ দুয়েকবারের বেশি করলে, শাস্তি-বকুনির তোড়ে জীবন পানি-পানি হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ!

উচিত জবাব

একদল যুবক হেঁটে যাচ্ছে। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে। এক পরিচ্ছন্নতাকর্মী রাস্তার পাশের নর্দমা পরিষ্কার করছে। তাকে দেখে একজন বিদ্রূপাত্মক স্বরে প্রশ্ন করলো—

চাচা, ময়লার কেজি কতো!

-সেটা আপনার রুচির ওপর নির্ভর করবে! ক্রেতার ধরন বুঝে দাম ওঠানামা করে! আপনাকে তো বেশ আগ্রহী দেখা যাচ্ছে! আসুন, দাম কমিয়ে রাখবো!

চিনিমানব

-হুযুর! আপনি সবসময় বলেন : চিনিমানব হও! সেটা আবার কেমন?

-মানে চিনির মতো হবে।

-কীভাবে?

-চিনির দানা পানিতে মিশে যায়, কিন্তু তার স্বাদটা রেখে যায়। তুমিও উপস্থিতিতে এমন ব্যবহার করো, অনুপস্থিতিতেও যেন তোমার স্বাদ অন্যের মনে লেগে থাকে!

নিয়তি

হাসপাতালের মহিলা রোগী বিভাগ। এক যুবতী হেঁটে যাচ্ছে। মাথায় ঘন কালো চুল। হঠাৎ দরজা দিয়ে বের হওয়া এক আয়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে, পড়ে গেলো। মেয়েটার মাথার পরচুলাও ছিটকে গেলো। ন্যাড়ামাথা দেখে, আশপাশের কেউ কেউ হো হো করে হেসে ওঠলো। লজ্জায় মেয়েটার চোখে পানি চলে এলো। মুখ তুলে তাকাতে পারছে না।

একজন দ্রুত দিয়ে মেয়েটাকে টেনে তুললো। দুচোখ বন্ধ করে সে তখন বিড়বিড় করে বলছে:

-ক্যান্সারের থেরাপি আমার মাথার চুল উঠিয়ে ফেললে আমি কী করতে পারি!

বেড়ে ওঠা

-আম্মু! আমি আর স্কুলে যাবো না।

-কেনো বাবা।

-স্যার সবার সামনে আমাকে বকা দেয়!

-কী বকা দেয়?

-স্যার বলে : তোর মা তোকে পড়ায় না বুঝি। তোর মা মূর্খ তো তুই কেন স্কুলে?

-না বাবা, স্যার হয়তো জানেন না, আমি তোকে কত যত্ন করে পড়াই! আর মন খারাপ করিস না, যে যেভাবে বেড়ে উঠে, কথাও সেভাবে বলে!

হক চেনা

-সর্বপ্লাবী ফিতনার যুগে হক কীভাবে চিনবো?

-এতো খুবই সোজা! তুমি খেয়াল করে দেখবে : বাতিলের তীর কোন দিকে তাক করা! ওদের তীরই তোমাকে হক চিনিয়ে দেবে!

(তবে এক বাতিলের তীরও অনেক সময় আরেক বাতিলের দিকে তাক করা থাকে)

ভালোবাসা

স্বামী নামাযে দাঁড়িয়েছে। একটু পর স্ত্রীও হাতের কাজ শেষ করে এলো। দু'জনই নামায শেষ করলো। স্বামী স্ত্রীর হাতটা টেনে নিল। স্ত্রীর আঙুলের কড়ে গুনে গুনে কিছু একটা হিশেব কষতে শুরু করলো। স্ত্রী অবাক হয়ে জানতে চাইলো:

-আমার আঙুলে কী গুনছো?

-তাসবীহে ফাতেমী পড়ছি!

-তোমার আঙুলে পড়লে কী সমস্যা?

-কোনও সমস্যা নেই, তবে আমার তাসবীহ পাঠের সওয়াবে যাতে তুমিও শরীক থাকো, সেজন্য এটা করছি!

লজ্জা

এক বুযুর্গ মুরিদদের সাথে শিকারে গেলেন। নামাযের সময় হলো। জামাতে দাঁড়ালেন। নামাযের মাঝপথে দূরে সিংহের গর্জন শোনা গেলো। সবাই দুদ্দার করে ভয়ে গাছে চড়ে বসলো। বুযুর্গ কিছু হয়নি ভঙ্গিতে নামায চালিয়ে গেলেন।

সিংহটা কাছে এসে বুযুর্গের চারপাশে একটা চক্কর দিলো। আরেকটু কাছে এসে গা শুঁকলো। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেলো। মুরীদের দল নেমে পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো:

-হুযুর! আপনার ভয় করে নি?

-হুঁ করেছে!

-পালালেন না যে?

-লজ্জায়!

-কিসের লজ্জা?

-আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে অন্য কিছুর ভয়ে পালিয়ে গেলে কেমন দেখায় না!

যবান

মধু বিক্রেতা : ভাই আমি বিক্রি করি মিষ্টি জিনিস। আপনি বিক্রি করেন টক শরবত। কিন্তু ক্রেতারা দেখি আপনার দোকানেই বেশি ভীড় জমায়! কারণ?

সিরকা বিক্রেতা : আমি টক শরবত বিক্রি করি মুখে মধু মেখে, আপনি মধু বিক্রি করেন মুখে সিরকা মেখে।

পাপমোচন

-কোথায় যাচ্ছো?

-পোপের কাছে, পাপমোচনের জন্যে

-পোপই তোমার পাপমোচন করবেন?

-জ্বি!

-তাহলে পোপের পাপ কে মোচন করে?

-ঈশ্বর!

-তুমি তাহলে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছো না কেন? পোপ কি তোমার মতো মানুষ নন? নাকি তুমি পোপের মতো মানুষ নও!

ডায়ালনম্বর

-স্যার! আপনার জীবনের একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলুন!

বৃদ্ধ সাংবাদিক : সম্পাদক-জীবনের শেষ দিকে, পত্রিকায় ছাপা হওয়া সংবাদ নিয়ে সরকারপক্ষ থেকে সমস্যা সৃষ্টি হলো। ঘুম আসছিলো না। গভীর রাতে রাস্তায় হাঁটতে বের হলাম। মসজিদের সামনে গিয়ে দেখি : এক লোক মুনাজাত ধরে অত্যন্ত ব্যকুলচিত্তে কাঁদছে। আমি তাকে বললাম,

-ভাই তোমার কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারো!

-আগামীকাল সকালে পাওনাদার এসে ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। বাড়িওয়ালা ঘর থেকে বের করে দিবে। আমার সমস্যা নেই। পর্দানশীন মানুষটাকে নিয়ে কী করবো! এটাই কষ্টের!

-এই নাও তোমার টাকা। করযে হাসানা [ঋণ] মনে করতে পারো। আবার এক ভাইয়ের পক্ষ থেকে হাদিয়াও ভাবতে পারো। আর এই নাও আমার ফোন নাম্বার! পরে যদি কখনো সমস্যা পড়ো, কল করো!

-জাযাকাল্লাহু! নাম্বার লাগবে না। প্রয়োজন হলে কোথায় ডায়াল করতে হবে, সে নাম্বার তো মুখস্থই থাকে সবসময়।

-তারপর কী হলো স্যার?

-পরদিন অফিসে গিয়ে দেখি, সরকারপক্ষ থেকে পত্রিকার ছাপার অনুমতি অব্যাহত রাখা হয়েছে!

চিন্তার কারণ

-হুযুর! আপনাকে কেমন যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে! কারণটা বলবেন?

-আজ সারা দিনে ইস্তিগফার আর তিলাওয়াতের পরিমাণটা কম হয়ে গেছে! তাই।

আফওয়ান

-দাদু। আমি বিয়ে করতে চাই।
-প্রথমে আফওয়ান (সরি-দুঃখিত) বলো।
-কেন?
-আফওয়ান বলো।
-কিন্তু কেন? আমি কী করেছি?
-তুমি প্রথমে আফওয়ান বলো!
-আমার দোষটা কী, বলবে তো!
-তুমি আফওয়ান বলো!
-প্রথমে অন্তত কারণটা বলো?
-তুমি আফওয়ান বলো!
-আচ্ছা : আমি দুঃখিত!
-এবার বিয়ের কথা শুরু হতে পারে। তুমি বিয়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন।
-কীভাবে বুঝলে?
-কোনও কারণ ছাড়াই 'আমি দুঃখিত' বলতে পারাটাই হলো সফল বিয়ের অন্যতম খুঁটি!

সালসা

হাতুড়ে কবিরাজ : এই শক্তিবর্ধক সালসা আমি বহুবছর ধরে বিক্রি করছি। অসংখ্য মানুষ এটা কিনেছে। খেয়েছে। আজ পর্যন্ত কাউকে অভিযোগ করতে শুনিনি। এটা কী প্রমাণ করে?

দর্শক-শ্রোতা : প্রমাণ করে, মৃত মানুষ কথা বলতে পারে না। প্রতিবাদ জানাতে পারে না।

নাম সমাচার

বুযুর্গ গেলেন মক্কায়। বায়তুল্লাহর যিয়ারতে। প্রবেশ করতেই দেখলেন লেখা : বাদশাহ ফাহদ গেইট। ব্যাপারটা পছন্দ না হওয়ায় আরেক দরজার কাছে গেলেন। সেখানেও আরেক বাদশাহর নাম লেখা। এভাবে প্রায়

অধিকাংশ দরজাতেই কোনো না কোনো বাদশার নাম লেখা। শেষে বুযুর্গ হতাশ হয়ে বললেন:

-আল্লাহর দরজা কোনটা? আল্লাহর ঘরে বান্দার নাম কেন?

নবীজি

-ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী!

-উম্মাতি! উম্মাতি! উম্মাতি!

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

গীবত

-হুযুর! এক ব্যক্তিকে দেখি দিনরাত ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল; কিন্তু সুযোগ পেলেই অন্যের গীবত করেন!

-তুমি কি জানো : গীবত করলে আমলনামা কাটা যায়? যার নামে গীবত করা হচ্ছে, তার আমলনামায় সে আমল যোগ করে দেয়া হয়?

-জ্বি জানি।

-তাহলে এটাও জেনে রাখো, কোনও ব্যক্তির প্রতি যখন আল্লাহর রহমত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা কিছু আমলদার গীবতকারী সৃষ্টি করে দেন।

রিযিক

-খবর শুনেছ?

-কোনটা?

-চালের দাম বেড়ে গেছে! কেজি পঞ্চাশ টাকা!

-তাতে আমার কী?

-কিনবে কী করে?

-সেটা নিয়ে আমার ভাবিত হওয়ার কী আছে? চালের একটা দানার দামও যদি পঞ্চাশ টাকা করে হয়, চিন্তা নেই।

-এত নির্ভার হচ্ছো কী করে?

-আমি আল্লাহর ইবাদত করে যাবো, যেভাবে তিনি আদেশ করেছেন। তাহলে আল্লাহও আমার রিযিকের যোগান দিয়ে যাবেন, যেভাবে তিনি ওয়াদা করেছেন!

হিজাব

-তুমি হিজাব পরো?

-নাহ! কেমনযেন লাগে!

-তাহলে তো নামায-রোযাও করো না!

-কে বললো? আমি নিয়মিতই গুরুত্বের সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ি। প্রতিবছর যত্নের সাথে রোযা রাখি!

-নামায-রোযা কে ফরয করেছেন?

-আল্লাহ!

-পর্দা-হিজাব কে ফরয করেছেন?

-আল্লাহ!

-তবে কেন কুরআনের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ অমান্য করো?
-ইয়ে মানে..........!!!

নিরহংকার

উমার বিন আবদুল আযীয রহ. মসজিদে গেলেন। অন্ধকার। আন্দাজে হাঁটছেন। একজনের গায়ের সাথে পা লেগে গেলো:

-এ্যাই, সাবধানে হাঁটতে পারো না, তুমি কি গাধা?

-না, আমি উমার!

সাথে আসা এক সঙ্গী বললো:

-ইয়া আমীরাল মুমিনীন! লোকটা আপনাকে গাধা বললো!

-কই নাতো! লোকটা কি আমাকে *হে গাধা* বলে সম্বোধন করেছে?

-জ্বি না।

-হাঁ. আমি গাধা কি-না জানতে চেয়েছে। আমি উত্তর দিয়েছি। ব্যস ব্যাপারটা চুকে গেল!

পীর ও মুরিদ

শায়খ তিনজন মুরিদকে খিলাফত প্রদান করবেন। শেষবারের মতো যাচাই করছেন।

-জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদের মতামতটা একে একে জানাও দেখি!

প্রথম মুরীদ : আমি জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসি! আমার রবের সাথে দ্রুত মুলাকাত হবে তাহলে!

দ্বিতীয় মুরীদ : আমি দীর্ঘ জীবন চাই। যাতে সময়টা আমার রবের ইবাদত-বন্দেগিতে কাটিয়ে দিতে পারি!

তৃতীয় মুরীদ : আমি নিজ থেকে জীবন বা মৃত্যু কোনোটাই কামনা করি না। আমার রব যা ফায়সালা করেন, তাতেই আমি রাযি!

তাআল্লুক মা'আল্লাহ

-তোমার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কেমন?

-ভাল উস্তাদজি! অন্য অনেকের চেয়ে ভালো!

-অন্য অনেক বলতে কাকে বোঝালে, আবু বাকর ও উমার রা.?

-না না, অসম্ভব! তাদের সাথে কীভাবে তুলনা নিজেকে তুলনা করতে পারি?

-তাহলে নিশ্চয় হাসান বসরী, সাঈদ বিন মুসাইয়াব?

-আহা! তারা কোথায় আর আমি কোথায়?

-তবে কি বর্তমানের নায়িকা-গায়িকাদের তুলনায় ভালো বলতে চাচ্ছো?

-জ্বি না। হযরত, তারাও নয়!

-শোনো বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে মাপবে প্রথম যুগের মানুষদের সামনে রেখে, বর্তমানের গাফেলদের সামনে রেখে নয়!

মুনাফিক

-আমি কি মুনাফিক?

-তুমি কি নির্জন-একাকী থাকলে নামায পড়ো?

-জ্বি।

-গুনাহ করলে ইসতিগফার করো?
-জ্বি।
-যাও, আল্লাহ তোমাকে মুনাফিক বানান নি!

নীরব দাঈ

চিল্লা শেষ। এখন হিদায়াতি বয়ান হবে। আমির সাহেব বললেন:

-চল্লিশটা দিন আমরা বিভিন্ন আমলে জুড়েছি। খুসুসি গাশত ও উমুমি গাশত করেছি! মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছি! একটা বিষয় কি আপনারা লক্ষ্য করেছেন?

-কোন বিষয়টা? আমির সাহেব,

- আমাদের কোন মেহনতে মহল্লার বেশি মানুষ আমাদের সাথে জুড়েছে?

-বলতে পারছি না।

-আমাদের নীরব দাওয়াতের মাধ্যমে!

-সেটা কেমন দাওয়াত?

-নীরব দাওয়াত হলো আমাদের 'আখলাক'। আমাদের কথা শুনে নয়, আমাদের কারো কারো সুন্দর আচরণ দেখেই কিছু মানুষ আমাদের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। আমবয়ানে বসেছেন। নাম লিখিয়েছেন! উমার বিন আবদুল আযীয রহ. বলতেন:

-তোমরা নীরব দায়ী হও!

-কীভাবে?

-তোমাদের আখলাকের মাধ্যমে!

স্বামী

-বিয়ে করবে শুনলাম! পাত্রী ঠিক হয়েছে?

-দেখাদেখি চলছে!

-কেমন পাত্রী চাও, দেখি খোঁজ দিতে পারি কি-না! নির্দিষ্ট কোনো চাওয়া বা পছন্দ আছে?

-না রে ভাই! মাথার মধ্যে দু'জন মহিয়সী স্ত্রীর ছবি ঢুকে বসে আছে। তাদের মতো পাত্রী খুঁজতে গিয়েই এত বিপত্তি! একজন ইমাম আহমাদ রহ.-এর স্ত্রী। ইমাম সাহেব একবার বলেছেন:

-আমি উম্মে সালেহকে বিয়ে করেছি আজ ত্রিশ বছর হলো। এ-দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে একবারও সে আমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেনি।

আরেকজন হলেন : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের স্ত্রী। তিনি বলেছেন:

-আমরা স্বামীদের সাথে এমন আদব-লেহাযের সাথে কথা বলতাম, ঠিক যেমন তোমরা রাজা-বাদশাহদের সাথে বলো!

-ও আচ্ছা! এই ব্যাপার! তুমি তাদের মতো বউ খুঁজে বেড়াচ্ছ! তার আগে বলো তো, তুমি কি তাদের স্বামীর মতো হতে পেরেছো?

হাসীনাহ

-ইয়া আল্লাহ, আমার সাথে হাসীনার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন!

-এ্যাই কী আবোল-তাবোল দু'আ করছিস! হুঁশ আছে?

-কেন ঠিকই তো করছি! আজ তাফসিরের দরসে হুযুর কী বলেছেন, শুনিসনি?

-কী বলেছেন?

-"রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ" ইয়া রাব! আমাদেরকে দুনিয়ায় 'হাসানাহ' দান করুন!

হুযুর বলেছেন : ইবনে আব্বাস রা এর মতে : দুনিয়াতে 'হাসানাহ' মানে হাসীনাহ–'উত্তম স্ত্রী'।

ইনসাফ

উমার রা.-এর খিলাফতকাল। আলি রা. ও এক ইয়াহুদির মাঝে বিরোধ দেখা দিল। দুজনেই বিচার নিয়ে এল। উমার রাদি. বললেন আলীকে:

-আবুল হাসান! দাঁড়ান!

আলির চেহারায় একটু ভিন্নরকমের ছাপ ফুটে উঠলো। তা লক্ষ্য করে খলীফা বললেন:

-বিচারের জন্যে আপনাকে আর ইয়াহুদিকে সমানভাবে দেখাকে আপনি অপছন্দ করছেন?

-জ্বি না, ইয়া আমীরাল মুমিনীন! আমার অসন্তোষের কারণ হলো : আপনি আমাকে আবুল হাসান বলে ডেকে সম্মান দেখিয়েছেন। কিন্তু ইয়াহুদিটার সাথে এমন আচরণ করেন নি। তাকেও আমার মতো সম্মানসূচক সম্বোধন করেন নি!

যিম্মাদারি

বহু মানুষ তাতারদের হাতে বন্দি। ইবনে তাইমিয়া রহ. তাতার সেনাপতির কাছে তাদের মুক্তির জন্যে গেলেন। বক্তব্য শুনে তাতারি মুসলিমদেরকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দিলো। ইমাম সাহেব বললেন:

-ইয়াহুদি-নাসারাসহ সমস্ত বন্দিদেরকে মুক্তি দিতে হবে। শুধু মুসলিমদেরকে ছেড়ে দিলে হবে না।

-তারা তো ভিন্নধর্মের!

-হোক, তারা আহলে যিম্মা। তাদের যিম্মাদারিও আল্লাহর নবী আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। আমি আহলে মিল্লাতের পাশাপাশি আহলে যিম্মাদেরও মুক্তি চাই!

সেনাপতি তাই করলেন।

কূটকৌশল

খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল। টিফিন ছুটি চলছে। এক ছেলে অভিযোগ নিয়ে এলো:

-ম্যাম! আমার ব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে!

ম্যাম সব ছাত্রকে জড়ো করলেন। ঘোষণা দিলেন চুরির কথা। দিনশেষে ছুটির আগে আবার সবাইকে জড়ো করে বললেন:

-ব্যাগ পাওয়া গেছে! কে চুরি করেছেন জানো?

-কে সে ম্যাম!

-চোরের নাম 'মুহাম্মাদ'। আর কে ব্যাগটা উদ্ধার করে দিয়েছে জানো?

-কে?

-মাসীহ!

(নাউযুবিল্লাহ। তারা এভাবে ঘৃণিত পদ্ধতিতে শিশুদের মগজ ধোলাই করে)।

সেরামানব

সম্মিলিত মিশনারি স্কুল বোর্ডের বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। এখন কুইজ প্রতিযোগিতা চলছে।

-এবার আজকের আসরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতাকে কল্পনাতীত সম্মান আর পুরষ্কারে ভূষিত করা হবে। বিশ্ব ইতিহাসে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? খালিদ তুমি বলো:

-মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ফাদার!

-উঁহু, হয়নি! ইসহাক বাড়ে তুমি বলো!

-ঈসা মাসিহ। ফাদার!

-শাব্বাস!

(আরও অনেক ছলছাতুরি দিয়ে তারা তাদের ধর্ম প্রচার করে। আমাদের নবীজি সা.-ই সর্বকালের সেরা মানব।)

দোয়া কবুল

-আপনি কি মুসতাজাবুদ্দাওয়া মানে দু'আ করলেই কবুল হয়ে যায়, এমন কাউকে চেনেন?

-জ্বি না। চিনি না। তবে মুজীবুদ্দাওয়া মানে দু'আ করলেই কবুল করেন, এমন একজনকে চিনি!

হাওয়াই দু'আ

-মানুষ কতো আশা করে আপনার কাছে দু'আ চাইতে আসে, আপনি তাদেরকে এড়িয়ে যেতে চান কেন?

-অসুখ-বিসুখ আর বিপদে পড়লেই মানুষ দু'আর জন্যে আসে। বিষয়টা আমার একদম না পছন্দ!

-তাহলে দু'আ কখন করবো?

-দু'আকে 'দাওয়া' হিশেবেই সবাই গ্রহণ করে ফেলেছে। প্যাঁচে পড়লেই শুধু ধরণা দেওয়া। অন্য সময় ফুরফুরে হয়ে ঘুরে বেড়ানো!

-বিপদে পড়লেই তো দু'আ করতে হয়!

-তা হয়, কিন্তু দু'আ হওয়া চাই 'হাওয়া'-এর মতো, দাওয়ার মতো নয়। সুখে-দুঃখে সবসময় দু'আ চলবে। ঠিক যেমনটা 'হাওয়া' সবসময় প্রবাহিত হয়, আমাদের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে!

সেরা

-শ্রেষ্ঠ হৃদয় কোনটা?

-যে হৃদয় কখনোই সত্যবাদিতামুক্ত থাকে না।

-শ্রেষ্ঠ মানুষ?

-যে মানুষ তোমাকে ভুলে যায় না, কারণ তোমাকে আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসে।

-শ্রেষ্ঠ দিন?

-যে দিন তোমার কোনো গুনাহ হয়নি!

-শ্রেষ্ঠ হাদিয়া কী?

-তোমার অজান্তেই যে দু'আ আল্লাহর দরবারে পৌঁছে!

তীর

-আপনি বলেছেন, আল্লাহ আমাদের দিকে 'তাকদিরের' তীর ছুড়ে মেরেছেন। আমরা সবাই সে তীরে আক্রান্ত!

-হ্যাঁ, বলেছি!

-তাহলে বাঁচার কোনো উপায় নেই?

-তাকদীর থেকে বাঁচবে কী করে? তবে একটা উপায় আছে!

-কী সেটা?

-তুমি তীর নিক্ষেপকারীর পাশে গিয়ে আশ্রয় নেবে!

অতৃপ্তি

-For a long time, I would wished!

-Wished what?

-I will see you again!

-কতোদিন ধরে আশা করে আসছিলাম।

-কী আশা করছিলে?

-জীবনে একবার হলেও তোমার দেখা পাওয়া!

ফ্ল্যাট ফর সেল।

নাম : জান্নাত।

দরজাসংখ্যা : আট।

চাবি : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

অবস্থান : ফিরদাওস।

নির্মাণোপকরণ : স্বর্ণ রূপার ইট।

আকার : আসমান ও জমিনের মতো বিস্তৃত। অসংখ্য স্কয়ারফিট।

মূল্য : আল্লাহর সাথে শিরক না করা।

ক্রেতা : মুত্তাকীন।

মূল্যবোধ।

-দুটো টিকেট দিন তো! একটা হাফ।

-হাফ কেন? আপনার সাথে ছোট বাচ্চা!

-তার বয়েস ছয় হয়ে গেছে।

-বাচ্চাটাকে দেখতে ছোটই মনে হয়। কে অত বয়েস মেপে দেখতে যাবে!

-কেউ না মাপলেও, বাচ্চাটা যখন বড় হবে, সে কিন্তু ঠিকই আমার আজকের বিষয়টা মাপবে!

সুখের রহস্য!

-আপনাকে সবসময়ই দেখি-- কী শান্ত-সমাহিত হয়ে থাকেন, এর রহস্য কী?

-যখন থেকে আমি আল্লাহকে চিনেছি, ভালো কিছু হলে, শুকরিয়াস্বরূপ ওযু করে দুই নামায পড়ে নিয়েছি।

-আর কোনো বিপদ বা কষ্ট এলে?

-তখনও দুই রাকাত নামায পড়ে, আল্লাহর কাছে সবরের তাওফীক চেয়েছি!

কান্নাভেজা উপহার!

-তুমি আমাকে কখনো কিছু উপহার দাও না!

-আচ্ছা, কেমন উপহার চাও?

-এমন কিছু, যা ব্যবহার করলেই চোখে পানি আসবে!

স্বামী রান্নাঘরে গিয়ে একটা বড়সড় পেঁয়াজ এনে স্ত্রীর হাতে দিল।

জাহেলি প্রথা!

জাহেলি যুগের এক লোক। আবু হামযা। পরপর পাঁচটা কন্যাসন্তান হলো। স্ত্রী এখন আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছে। সফরে বের হওয়ার আগে বলে গেলো:

-এবারও যদি কন্যা হয়, আমি ঘরে ফিরবো না।

ফিরে এসে সংবাদ পেলো, আবারও মেয়ে হয়েছে। প্রতিবেশির ঘরে আশ্রয় নিলো। কয়েকদিন পর স্ত্রী একটা কবিতা বানিয়ে পাঠালো:

-আবু হামযা! পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়া তো আমার সাধ্যসীমায় নেই। আমরা মায়েরা হলাম জমিনের মতো। কৃষক যা চাষ করবে, সে ফল পাবে।

স্বামী ভুল বুঝতে পারলো।

(চিত্র এখনো খুব একটা বদলায় নি!)

অনন্য জীবন!

শিশুটির জন্ম হলো।

শৈশবে-কৈশোরে বাবার জন্যে ঘরের দরজা খুলে দিল।

যৌবনে স্বামীর দ্বীন পূর্ণ করলো।
বার্ধক্যে পুত্রের জান্নাত হলো।

সবর-শোকর।

আদরের সন্তানটা মারা গেছে। বাবা শোকে ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছেন। তবুও ইন্নালিল্লাহ পড়লেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাযি হয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন।

আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বললেন:

-তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবয করেছো?

-জ্বি।

-তোমরা তার কলিজার টুকরার রূহ কবয করে ফেললে?

-জ্বি।

-তা আমার বান্দা কী বললো?

-আপনার প্রশংসা করেছে। ইন্নালিল্লাহ পড়েছে।

-যাও আমার বান্দাটার জন্যে জান্নাতে একটা ভবন নির্মাণ করো। নেমপ্লেটে লিখে দাও : বাইতুল হামদ!

ওয়াসওয়াসা।

শয়তান : এভাবে সব ঢেকে-ঢুকে বের হয়েছো? কেউ একজন এসে তোমার হাত ধরবে কীভাবে? তোমার সৌন্দর্য তো সবটাই ঢাকা পড়ে গেলো!

হিজাবিকন্যা : আমি কারো হাতের মোয়া হতে চাই না। মাছি-বসা মিষ্টিও হতে চাই না। নেকড়েখাওয়া হাড্ডিও হতে চাই না। তাই ঈমানের পোশাক পরেছি!

পার্থক্য।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং : আমি এক ইসরাঈলি ফিল্ম কোম্পানির অধীনে কাজ করতে গেলাম। ফিলাস্তিনে। গাড়িচালক ছিলো একজন সেকুলার মুসলিম। জীবনে একবারও মসজিদে যায়নি। তবে প্রতিদিন বারে যায়। ড্রিংকস করতে।

গাড়িতে সে এফএম রেডিওতে গান শুনছিলো। চ্যানেল বদলাতে-বদলাতে হঠাৎ কুরআন তিলাওয়াত ভেসে এলো। হাত থেমে গেলো। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে ভাঙা ইংরেজিতে আয়াতের অর্থ বোঝাতে শুরু করলো।

একবার লন্ডনে কোথাও যাচ্ছিলাম। চালক এক খ্রিস্টান যুবক। সেও এফএম শুনছিল। হঠাৎ বাইবেল প্রচার শুরু হলো। অবাক হয়ে দেখলাম : সে 'ওহ শিট' বলে রেডিওটাই বন্ধ করে দিল!

নাম্মাম!

-অমুক আপনার বদনাম করছে!

ইমাম শাফেয়ী : আসলেই যদি তাই হয়, তাহলে তুমিও গীবতকারী (নাম্মাম)! তোমাকে আমার এড়িয়ে চলা আবশ্যক। আর যদি যা বলছ, তা মিথ্যা হয়, তাহলে তুমি ফাসিক!

নুহের কিশতি!

এক মোটা মহিলা বাসে উঠলেন। কয়েকজন দুষ্টুমি করে বললো:

-খালা এটা বাস। হাতীদের জন্যে নয়!

-কে বললো? এটা হলো নুহের কিশতি! এখানে গাধা-হাতি সবাই চড়তে পারবে!

পাটকেল!

বাশশার বিন বুরদ। বিখ্যাত আরব কবি। জন্মান্ধ। একলোক বিদ্রূপ করে বললো:

-আল্লাহ কাউকে অন্ধ বানালে, বিনিময়ে তাকে কিছু একটা দিয়ে দেন! তোমাকে বিনিময়ে কী দিয়েছেন!

-তোমার মতো নরাধমকে দেখা থেকে বাঁচিয়েছেন।

রূপসী!

এক অন্ধ বিয়ে করলো। বউ খোঁটা দিয়ে বললো:

-তুমি যদি আমার রূপ-সৌন্দর্য দেখতে, রীতিমতো অবাক হয়ে যেতে!

-যা বলছো, বাস্তবেই যদি তা হতো, তোমাকে আমার কাছে বিয়ে বসতে হতো না!

মনের জ্বালা!

দেখতে সুন্দর নয়, এমন এক পুরুষ ঝগড়া করতে গিয়ে বললো:

-তুমি যদি আমার স্ত্রী হতে, খাবারের সাথে বিষ খাইয়ে তোমাকে হত্যা করতাম!

-তুমি আমার স্বামী হওয়ার সম্ভাবনা দিলে, আমি যে করেই হোক, তার আগেই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতাম!

বেদুইনের দু'আ!

ইমাম আসমায়ি রহ. বলেছেন:

-এক বেদুইনকে দেখলাম কাবার গিলাফ ধরে দু'আ করছে:

-ইয়া আল্লাহ! আমাকে 'আবু খারেজা'-এর মতো মৃত্যু দান করো!

আমি এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম:

-আবু খারেজা কীভাবে মারা গেছে?

-উদরপূর্তি করে খেয়েছে। ইচ্ছামতো পানও করেছে। সূর্যের আরামদায়ক রোদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেখানেই পরিতৃপ্ত উষ্ণ অবস্থায় মারা গেছে!

উন্নাসিক!

কলকাতার লেখক-বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের লেখক-সাহিত্যিকদের তেমন একটা গণনায় ধরতে চান না। ১৯৭৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পেলেন 'সলবেলো'। সেই বছরই সৈয়দ শামসুল হক ওপর বাংলায় গেলেন।

তাকে ঘিরে আসর জমলো। সেখানে ছিলেন নাকউঁচু সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সৈয়দ হককে বললেন:

-হক সাহেব! এবার সাহিত্যে নোবেল পাওয়া সলবেলোর নাম শুনেছেন কখনো?

-সন্দীপন বাবু! আপনি যখন হাফপ্যান্ট পরেন, তখন আমি সলবেলোর একটা উপন্যাস অনুবাদ করেছি। হ্যান্ডারসন দ্য রেইন কিং। বাংলায় নাম দিয়েছিলাম 'শ্রাবণ রাজা'।

একমাত্র নসিহত!

বার এসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান। উকিল-জজে গিজগিজ করছে চত্বর। কালো শামলা ছেড়ে সুট-টাই সবার পরণে। অনুষ্ঠানের একটা অংশ ছিল কোর্ট মসজিদের খতিব সাহেবের সংক্ষিপ্ত বয়ান। হুযুর নির্ধারিত সময় চমৎকার আলোচনা করলেন। এক উকিল স্বভাববশত দাঁড়িয়ে বলে উঠলো:

-অবজেকশন ইয়োর অনার! শুধু একটা নসিহত করেন। এত কথা মনে রাখা কঠিন। আমল করাও দুরূহ!

-ঠিক আছে একটাই নসিহত করছি:

"যবানের হেফাযত করবেন, ভুলেও মিথ্যা বলবেন না"!

স্মল শর্ট!

ক্রিকেটার ওয়াজ শুনতে এসেছে। বয়ান শেষ হলে, একান্তে গিয়ে বললো:

-আপনি যেসব আমলের কথা বললেন, সবই লং শট! এ বয়সে যা মানা খুবই কঠিন। তাহলে সারাদিন মসজিদেই পড়ে থাকতে হবে! দুনিয়াদারি শিকেয় তুলে রাখতে হবে!

হুযুর! আমাকে একটা স্মল শটের কথা বলুন। সিঙ্গেল নিয়ে নিয়ে আগে বাড়তে পারবো!

- নিজের 'আখলাক'-এর দিকে নযর রাখবে!

- ড্রেসিং রুমে, ক্রিজে, বিদেশের হোটেলে।

দ্বিতীয় বিয়ে!

গ্রামের আধুনিক মোড়লের কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছে এক লোক।

-দ্বিতীয় বিয়ে করার মোক্ষম সময় কোনটা?

-যখন প্রথমপক্ষের বয়েস চল্লিশ হয়ে যাবে। তার অভিযোগের ফিরিস্তি লম্বা হয়ে গজগজ করতে শুরু করবে। সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে পড়বে। গন্ডাখানেক বাচ্চা-বাচ্চির মা হয়ে পড়বে। থলথলে চর্বির পাহাড়ের আড়ালে, সৌন্দর্য লুকিয়ে পড়বে, তখন।

পাশ থেকে এক বুড়ি ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো:

-ওহে! নটবর! বউ চল্লিশ হলে, স্বামী নির্ঘাত পঞ্চাশ হবে। সে হয়ে পড়বে থুত্থুরে বুড়ো। তার অস্থি-মজ্জা হয়ে যাবে নুলো। চায়ে চিনির পারিমাণ কমতে শুরু করবে। কোলেস্টরেলের মাত্রা বাড়তে থাকবে! ধারালো জিহ্বা আর কুতকুতে চোখ আর লোভ-চকচকে অথর্ব 'মন' ছাড়া তার মধ্যে আর কী বাকি থাকবে? সে বিয়ে করেই বা কী করবে?

যাপিত জীবন!

-আপনারা সেকালে কীভাবে থাকতেন! মোবাইল, টিভি, টেকনোলজি, ইন্টারনেট ছাড়া?

-তোমরা যেভাবে নামায ছাড়া, ইবাদত ছাড়া, তিলাওয়াত ছাড়া, আখলাক ছাড়া থাকো সেভাবে?

নবীর কান্না!

যয়নাব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে। ছেলেটার বয়েস মাত্র কয়েক বছর। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। দুখিনী মা (যয়নব) চাইলেন, নিজের মা (খাদিজা) তো বেঁচে নেই। অন্তত বাবাকে কাছে পেতে! খবর পাঠালেন। দয়াল নবি ছুটে এলেন। মেয়ের টানে। নাতির পানে।

নাতির অবস্থা দেখে পেয়ারা নবি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পরম মমতায় কোলে তুলে নিলেন। একটু পর কলিজার টুকরা নাতির মৃত্যু হলো। নবিজি এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

কান্না দেখে, সাথে আসা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস অবাক! তিনি ভেবেছিলেন 'কান্না'টা সবরবিরোধী একটা কাজ!

-ইয়া হাবিবি! আপনি কাঁদছেন!

-সা'দ! এটা হলো দয়া। আল্লাহই তার প্রিয় বান্দাদের অন্তরে ঢেলে দেন। যার মনে দয়া নেই, তার প্রতি কারো দয়াও নেই!

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অসিয়ত!

উমার বিন আব্দুল আযীয : হযরত! আমাকে সংক্ষেপে একটা নসিহত লিখে দিন।

হাসান বসরী : তোমার প্রবৃত্তির অবাধ্যতা করো। ওয়াস-সালাম! রাহিমাহুমুল্লাহ।

সভাপতির চেয়ার!

-এ্যাই মুয়াযযিন! আমার চেয়ার জায়গা মতো নেই কেন? কোথায় গেলো?

-সভাপতি সাহেব! সাপ্তাহিক চেয়ারগুলো সব দোতলার দক্ষিণ কোণে রাখা আছে!

-নিয়ে আসুন!

-আজ ভূমিকম্পের কারণে, দোতলাটাও মুসল্লিভর্তি হয়ে গেছে! তাদের ডিঙ্গিয়ে আনতে গেলে, সমস্যা হতে পারে!

ভালোবাসার খেজুর!

-আপনি সবসময় বলেন, আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন! তার প্রমাণ কী?

-আবারও বলছি, তোমাকেই বেশি ভালোবাসি! নাও একটা খেজুর খাও!

-আমি কি সবাইকে খবরটা জানাব?

-এখন না, রাতে আমি সবাইকে একসাথে ডাকবো, তখন বলো!

লোকটা বের হয়ে, একে একে তিন বিবির কাছে গেলো। সবাইকে একটা করে খেজুর দিল। রাতে চার বিবির ডাক পড়লো কর্তার ঘরে। ছোট বৌ ডগমগ স্বরে জানতে চাইল:

-আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?

-যাকে খেজুর দিয়েছি তাকে!

-সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো!

নিতম্বদোলন!

-মাযহাব মানেন, জানেন এর অর্থ কী?

-মাযহাব মানে ধর্ম বা মতবাদ।

-না ভাই, বুখারী শরিফে 'মাযহাব' শব্দটা বাথরুম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে! তাহলে আপনারা মাযহাব মানেন, মানে বাথরুম মানেন!

-আচ্ছা ভাই আপনি কি 'সালাত' শব্দের অর্থ জানেন?

-হুঁ জানি, শরীয়তের নির্দিষ্ট একটা ইবাদত!

-কিন্তু ভাই 'সালাত' শব্দের একটা অর্থ আছে 'নিতম্ব দোলানো' তার মানে কি আপনি সালাত আদায় করেন মানে, নিতম্ব দোলান!

শুনুন, একেকটা শব্দের বহু অর্থ হতে পারে। নিজের সুবিধামত অর্থ গ্রহণ করলে তো চলবে না। উলামায়ে কেরাম কী বলেন, সেটা দেখতে হবে। (নিজের সীমা ছাড়িয়ে অন্যকে আঘাত করা যুক্তিযুক্ত নয়।)

আখেরাত!

নাস্তিক : মরার পর যদি দেখেন, আখিরাত-ফাখিরাত সব ভূয়া, তখন আপনার মেজাজটা কেমন খাট্টা হবে বলেন দেখি!

আস্তিক : আপনিও কি একশ ভাগ গ্যারান্টি দিলে বলতে পারেন, আখিরাত বলে কিছু নেই?

-নাহ।

-তাহলে মরার পর যদি দেখেন আখিরাত আসলেই সত্য! অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? আখিরাত মিথ্যা হলে, আমি বড়জোর কিছু পাব না। কিন্তু আপনার ওপর যে দমাদম গুরুজের বাড়ি পড়া শুরু হবে, সেটা নিয়ে আগে ভাবুন!

মা হাযা বাশারা!

-আপনি ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন?

-জ্বি।

-সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছেন?

-জ্বি।

-আপনার অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে অবগত আছেন তো!

-জ্বি।

-এতক্ষণ যা বললেন, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন?

-জ্বি।

-কতোদিন ধরে ইতালির বিরুদ্ধে লড়ছেন?

-২০ বছর।

-অতীত কৃতকর্মের জন্যে কি আপনি অনুতপ্ত?

মোটেও না।

-আপনাকে ফাঁসি দেয়া হবে, সেটা জানেন?

-অবশ্যই।

-আমি সত্যি দুঃখিত, আপনার মতো মানুষের এহেন করুণ পরিণতি হচ্ছে!

-জীবনের সমাপ্তি রেখা টানার জন্যে, এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়!

-আপনি সাথীদের কাছে দু'কলম লিখে দিন : তারা যেন আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করে! তাহলে আপনাকে সসম্মানে মুক্তি দেয়া হবে!

-যে তর্জনি প্রতি নামাযে স্বাক্ষ দেয় : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ', সে আঙুলের পক্ষে বাতিল কালিমা লেখা সম্ভব নয়!

(শহীদ উমার মুখতার রহ.। লিবিয়ান মুজাহিদ। কুরআনের শিক্ষক। আমিও তো কুরআন কারিমের সাথে লেগে আছি। তাহলে!)

জীবনী!

মাটি থেকে।

মাটির ওপরে।

মাটির নিচে।

পুরস্কার।

তিরস্কার।

নিষ্কলঙ্ক!

পুরুষ : জানো, আমি একজন সৎ রাজনীতিবিদ!

মহিলা : তাহলে বলতে হয়, আমার ছেলেসন্তান হওয়া সত্ত্বেও, আমি এখনো কুমারি!

সন্দেহবাতিক!

গভীর রাতে স্ত্রীর মোবাইলে মেসেজটোন বেজে উঠলো। স্বামী চুপিচুপি মোবাইলটা নিয়ে দেখলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ধাক্কা দিয়ে স্ত্রীকে জাগাল:

-এত রাতে তোমাকে 'বিউটিফুল' বলে মেসেজ পাঠানো লোকটা কে?

-কই দেখি! ও ভালো করে দেখ! বিউটিফুল নয়, লেখা আছে : ব্যাটারিফুল! সবসময় খালি সন্দেহ!!

দুনিয়ার লোভ!

-হ্যালো উঠেছেন?

-জ্বি! এত রাতে কী মনে করে? ঘুমুননি?

-আপনি তো ভোররাতে অনেক আগে ওঠেন। তাহাজ্জুদ পড়েন। একটু দু'আ করবেন। দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না।

-কী জন্যে দু'আ করতে হবে?

-আগামীতে আমাদের এগার নাম্বার ফ্যাক্টরিটার উদ্বোধন হবে। ভালোর ভালোয় যাতে সব শেষ হয়!

-আগ থেকেই দশটা ফ্যাক্টরি আছে; তবুও দুশ্চিন্তায় ঘুমুতে পারছেন না?

চামড়া ও হৃদয়!

বাপ-বেটাকে চুরির দায়ে একসাথে বাঁধা হয়েছে। উৎসুক জনতা প্রথমে বাবাকে মারধর করলো। বাবা মুখে টু-শব্দটি করলো না। কিন্তু যখন ছেলেকে মারতে শুরু করলো, বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো:

-কি রে এতক্ষণ বেদম মার খেয়েও কাঁদলি না, এখন কাঁদছিস যে বড়?

-এতক্ষণ আমার চামড়ায় মারা হয়েছিল। সেটা সহ্য করে নিতে পেরেছি।

কিন্তু এখন আমার হৃদয়ে আঘাত করা শুরু হয়েছে। এটা সহ্য করার ক্ষমতা আমর নেই!

নিকৃষ্ট বস্তু।

-কৃপণতার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না।

-উঁহু! তার চেয়েও নিকৃষ্ট বস্তু আছে!

-কী?

-কোনো ব্যক্তি যখন তার দানের কথা বলে খোঁটা দেয়!

দয়াময়।

-বড়ো ভয় হয়!

-কেন?

-দুই কাঁধের ফিরিশতা যেভাবে সবকিছু লিখে রাখছেন, ছাড়া পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই!

-আমার যতদূর মনে হয়, আল্লাহ এখানেও আমাদেরকে ছাড় দেয়ার একটা রাস্তা খোলা রাখতে পারেন!

-কীভাবে?

-ভাল কাজের বেশি বেশি স্বাক্ষীর কারণে!

-স্বাক্ষী তো সেই দুইজন। একজন ভালো কাজের, আরেক জন মন্দ কাজের।

-কিন্তু এমনো কি হতে পারে না, আল্লাহ মন্দকর্ম লেখার জন্যে স্থায়ীভাবে একজন ফিরিশতাকেই নিয়োজিত রাখলেন। কিন্তু নেককাজ লেখার জন্যে নিত্য-নতুন ফিরিশতাকে দায়িত্বে নিয়োগ দিলেন!

-এতে সুবিধা?

-কিয়ামতের দিন আমার বদ-আমলের স্বাক্ষ্য স্রেফ একজন ফিরিশতাই দেবেন। আর নেক-আমলের স্বাক্ষ্য অসংখ্য ফিরিশতা দেবেন!

-ইয়া আল্লাহ! জ্বি এমনটা হতে পারে। ইয়া রাহমান! তাই যেন হয়! আপনি তো মাফ করার জন্যে বাহানা খুঁজেন। বড় আশা জাগে!

আমানত!

এক বেদুইন একপাল মেষ হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকজন বললো:

-এত মেষ তোমার বুঝি!

-জ্বি না। আল্লাহর! আমার কাছে আমানত হিশেবে আছে!

সিরিয়ান শিশু!

-আম্মু আর সহ্য করতে পারছি না। ভীষণ ক্ষুধা লেগেছে। আজ কয়দিন কিছু খাইনা!

-আরেকটু ধৈর্য্য ধর বাবা! একেবারে জান্নাতে গিয়ে পেটপুরে খাবো! দেরী নেই। সময় হয়ে এসেছে!

শহীদের চিঠি!

বিয়ের রাতেই ময়দানের ডাক এল। বাসর-রুসমত হলো না। রুশ বোমারু বিমানের হামলায় শহীদ হয়ে গেলেন। শেষ মুহূর্তে সাথীদের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন:

-আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিও!

স্ত্রী অশ্রুসজল চোখে, চিঠিটা খুলে দেখল:

-নাদিয়া! তুমি আমার খেলার সাথী ছিলে। পর্দা করার পর থেকে আর দেখা হয়নি আমাদের। কথাও হয়নি। তবুও আমার মনে হতো, বিয়েটা তোমার সাথেই হোক! তুমি চাইতে কি না জানি না। জানতে পারিনি। যখন থেকে ময়দানের মেহনতে যোগ দিয়েছি, ভেতরের স্বপ্নটাকে জোর করেই বের করে দিয়েছিলাম। কিন্তু শি'আরা 'আবু বাকর' নামের কারণে, আব্বুকে শহীদ করে দিল। মাকে সান্ত্বনা দিতে বাড়ি এলাম। তিনিই বললেন, তোমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। চাচা-চাচিরও খুব ইচ্ছে, বিয়েটা আমার সাথেই হোক।

আমি এককথায় প্রত্যাখ্যান করলাম। কারণ আমি যে 'ইস্তিশহাদি' জামাতে নাম লিখিয়েছি! তুমি প্রশ্ন করতে পারো:

-তবে কেন বিয়ে করলে?

নাদিয়া! রাগ করো না। আমি চিন্তা করেছি কি জানো, হাদীসে আছে:

-একজন শহীদ সত্তরজনের জন্যে সুপারিশ করতে পারবে।

আমি দুনিয়াতে তোমায় কিছু দিতে পারবো না। কিন্তু আখিরাতে তোমার নামে সুপারিশ করতে পারবো। যদি আমার শাহাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

গায়বি ইনতিযাম!

-হযরত, একদল লোক সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়! কী জঘণ্য তাদের মানসিকতা! দেখেছেন?

-জ্বি। তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাহাবীগণের সরাসরি দুনিয়াবি আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ তাদের আমলনামায় বাড়তি সওয়াব জমা করার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন!

মহব্বত বাঁটা!

-হযরত! আপনি ইদানীং প্রায় সব বয়ানেই বলেন : ভাই, সবাইকে মহব্বত বাঁটো! মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে ভালোবাসা বিলাতে বলেন! উম্মাহর একতার দাবি তোলেন। সারা বিশ্বে যারা কোনো না কোনোভাবে মুসলমান বলে দাবী করে, আপনি তাদের সবাইকে 'মুসলিম উম্মাহ' বলে স্বীকার করেন?

-জরুর!

-কিন্তু এটা কি বিশ্বাস করেন, যারা কুরআন মানে না, তারা কাফির?

-জ্বি মানি।

-আম্মাজান আয়েশা রা.-এর সচ্চরিত্রের স্বপক্ষে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে না?

-জ্বি হয়েছে।

-যারা এই আয়াতকে অস্বীকার করে এবং প্রকাশ্যে আম্মাজানকে গালি দেয়, তাদেরকেও কি আপনি মহব্বত বাটার কথা বলবেন?

-না মানে.......!

-আপনি তাদেরকে মুসলমান বলবেন?

-না মানে........!

স্বৈরাচার!

চীনা দার্শনিক কনফুশিয়াস। একদিন শাগরিদদের নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। এটাও ছিল কনফুশিয়সের শিক্ষাদানের অন্যতম একটা পদ্ধতি। যেতে যেতে এক পাহাড়ের পাদদেশে দেখলে, এক মহিলা বসে বসে কাঁদছে। পাশেই সদ্যখোঁড়া কবর:

-তুমি কেন কাঁদছ?

-একটা হিংস্র বাঘ আমার শ্বশুরকে মুখে করে নিয়ে গেছে। ক'দিন পর আমার স্বামীরও একই পরিণতি হয়েছে। সবশেষে ছেলেটা ছিল আমার শেষ আশা-ভরসা। অন্ধের যষ্ঠি! গতকাল বাঘটা এসে আমার কলিজার টুকরাটাকেও নিয়ে গেছে। তার হাড়গুলো জমা করে এখানে কবর দিয়েছি!

-একের পর এক বিপদ আসছে, তবুও তোমরা এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাওনি কেন?

-এই দেশটা আমাদের কাছে বড় ভাল লেগে গিয়েছিল!

-কেন?

-কারণ এখানে কোনো স্বৈরশাসক নেই।

কনফুশিয়াস এবার শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন:

-দেখলে তো! মুখস্থ করে রাখো : স্বৈরাচারী সরকার বনের হিংস্র পশুর চেয়েও বিপদজনক!

আয়েশ!

নবীজি সা. আদর করে, খুনসুটি করে আম্মাজান আয়েশা রা.-কে ডাকতেন:

-হে আয়েশ!

'আ-কার' ফেলে দিলে বুঝি মহব্বত বাড়ে! কিন্তু শেষে 'আ'-কার না থাকলে?

থুথুর ছিটা!

ইবনে আবদুল হাদী রহ.। ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর খাস শাগরিদদের একজন। হাম্বলি মাযহাবের বড় ফকিহ। একজনের সাথে ফেকাহর এক মাসয়ালা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। বিতর্কে সুবিধে করতে না পেরে, অপর ব্যক্তিটি একপর্যায়ে ইবনে আবদুল হাদির মুখে থুথু ছিটিয়ে দিল।

উপস্থিত সবাই স্তব্ধ! এখন কী হবে? কিছুই হলো না, ইবনে আবদুল হাদি থুথু মুছে ফেলে, আগের চেয়েও শান্তস্বরে বললেন:

-সমস্ত ফকীহের মতেই, এই থুথু পাক। কোনো সমস্যা নেই। থুথু নয়, আপনার কাছে এ-মাসয়ালার ব্যাপারে আর কিছু বলার আছে কি না, সেটা পেশ করুন!

ফেলে যাওয়া বস্তু!

পথের মধ্যবিরতিতে গাড়ি থামল, রাস্তার পাশে এক হোটেলে। যাত্রীরা বেশির ভাগই নেমে পড়েছে। একজন তরুণ তার বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে নামল। অনেকটা কোলে করেই। প্রয়োজনীয় কাজ সেরে, খাবার টেবিলে বসলো।

বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় বাবার হাতটা অনবরত কাঁপছিল। তিনি ঠিকমতো লোকমা মুখে তুলতে পারছিলেন না। ভাত-তরকারি জামা-কাপড়ে পড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। একটা গ্লাসও ভাঙলো হাতের কোণের আঘাত লেগে।

পুরো হোটেলের দৃষ্টি বাবা-ছেলের ওপর নিবদ্ধ হলো। ছেলে পরম ধৈর্যের সাথে, বাবার মুখে গ্রাস তুলে দিতে শুরু করলো। পুরো শরীরের ভাত-তরকারির ছোপগুলো তুললো। দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এলো। ভিজে যাওয়া পরিধেয় বদলের ব্যবস্থা করলো।

ভাঙা গ্লাসের টুকরো তুলতে বয়কে সাহায্য করলো। বাবাকে আরেকবার 'বাথরুম' ঘুরিয়ে গাড়ির পথে রওয়ানা হলো, বাবাকে কাঁধে চড়িয়ে। পুরো হোটেলের চোখগুলো বাপ-বেটার ওপর নিবদ্ধ। গাড়িতে ওঠার ঠিক আগমুহূর্তে একজন মধ্যবয়স্ক লোক এসে ছেলেকে বললো:

-আপনি হোটেলে একটা জিনিস রেখে এসেছেন!

-আমি? নাহ! কী রেখে এসেছি?

-পিতৃসেবার শিক্ষা!

ঝাড়ুদার কবি!

আবু নাওয়াস বিখ্যাত আরব কবি। তার বেশির কবিতা যেমন অশ্লীলতায় ভরা, তার জীবনযাপনও অনেকটা কবিতারই প্রতিচ্ছবি ছিল। অথবা উল্টোটা।

কবির এক বন্ধুর নাম আবু নসর। বন্ধু কোথায় যাচ্ছিল। দেখলো আবু নাওয়াস মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছে। ভীষণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো:

-কী ব্যাপার! তুমি মসজিদে? তাও ঝাড়ু হাতে!

-অবাক হচ্ছো?

-হবো না! আমার তো মনে হয় তোমার কাঁধের ফেরেশতাও তোমার এই আমল লিখতে গিয়ে অবাক হয়েছেন!

-হঠাৎ ইচ্ছে হলো, ঝাড়ু দিয়ে একটু মদের দুর্গন্ধটা কমাই!

ইজ্জতের ফাঁসি!

রায়হানা জাবেরি। ইরানি তরুণী। সুন্নি ইঞ্জিনিয়ার। ২০১৪ সালে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। তার অপরাধ ছিলো, একজন সরকারি কর্মকর্তা তার সম্ভ্রমহানি ঘটাতে চেয়েছিল, তিনি সেই কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিলেন।

গ্রেফতার করা হলো রায়হানাকে। কোর্টে তোলা হলো। শি'আ বিচারক জানতে চাইলো:

-তুমি অফিসারকে হত্যা করেছো?

-নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে, এর বিকল্প কিছু খুঁজে পাইনি!

-এটা তো হত্যার জন্যে উপযুক্ত কারণ হতে পারে না।

-আপনি আত্মমর্যাদাবোধহীন বলেই একথা বলতে পেরেছেন!

বিচারক আর দেরি না করে, ফাঁসির রায় দিলো। তখন রায়হানার বয়স ২৬।

ভাই!

মেয়েটা খুবই অসুস্থ। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা দিলেন। বাবার মাথায় হাত। পকেটে অত টাকা নেই। এখন উপায়? শহরে ছোট ভাই থাকে। তার কাছে দ্বিধা নিয়ে ফোন করলো।

-তোর কাছে কিছু টাকা হবে? ময়নার কিছু পরীক্ষা দিয়েছেন ডাক্তার সাহেব।

-জ্বি ভাইয়া, আমি আসছি।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ছোট ভাইয়ের দেখা নেই। ফোনও বন্ধ। কল যায় না। আশা ছেড়ে দিলেন। বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন বাড়ি ফিরে যাবেন। মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। হাসপাতালের ফটক দিয়ে বের হতেই দেখা গেলো ছোট ভাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে:

-আমি তো ভেবেছিলাম তুই আর আসবি না!

-কেন আসবো না? গতমাসে বিদেশ থেকে বন্ধুর পাঠানো মোবাইলটা বিক্রি করতে সময় লেগে গেলো!

মিরাস!

মহিলা এসে কাযির দরবারে অভিযোগ করলো:

-হুযুর! আমার ভাই মারা গেছে। ছয়শ দিরহাম রেখে গেছে। সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারার পর আমাকে তার পরিবার মাত্র এক দিরহাম দিয়ে বিদায় করেছে! আমি এ যুলুমের প্রতিকার চাই!

-আমার মনে হয় তোমার ভাই তার মা, একজন স্ত্রী, দুইটা মেয়ে ও বারজন ভাই রেখে গেছে?

-আপনি কীভাবে জানতে পারলেন?

-হিশেব কষে বের করেছি। তুমি তোমার প্রাপ্যই পেয়েছ। তোমার প্রতি যুলুম করা হয়নি।

-কীভাবে?

-স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ (৭৫ দিরহাম)। দুই মেয়ে পাবে দুই তৃতীয়াংশ (৪০০ দিরহাম)। মা পাবেন এক ষষ্ঠাংশ (১০০ দিরহাম)। বাকি পঁচিশ দিরহাম বারো ভাই ও এক বোনের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুণ। সে হিশেবে প্রত্যেক ভাই দু' দিরহাম করে, আর তুমি এক দিরহাম।

শিশুর প্রশ্ন!

সিরিয়ান শিশু : আব্বু জাতিসংঘের কাজ কী?

-জন্মভূমিকে বদলে দিয়ে শরণার্থী শিবির তৈরি করা।

অনুকরণ!

-বাছা জীবনে সতর্ক হয়ে পথ চলবে। আগে দেখে নেবে, কোথায় পা ফেলছ!

-আব্বু, আমার চেয়ে বরং আপনিই বেশি সতর্ক হয়ে পা ফেলুন।

-কেন?

-কারণ আমি তো আপনার পদরেখার ওপরেই পা রেখে বড় হবো!

মহান মানুষ!

তিনি ঘর থেকে বের হলেই, দুষ্ট লোকগুলো বলে উঠতো:

পাগল!

জাদুকর!

গণক!

মিথ্যাবাদী!

তারা মনে করেছিল এভাবে দ্বীনকে মিটিয়ে ফেলতে পারবে। মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করতে পারবে।

বেচারা!

তারা সবাই মরে হেজে গেছে।

কিন্তু তার অনুসারীরা আজো টিকে আছে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বিকিকিনি!

উমাইয়া বিন খালফ। বিলাল রা.-এর মনিব। ঈমানের কারণে তার ওপর চরম নির্যাতন নেমে এল। আবু বাকার রা. বিলালকে কেনার পরিকল্পনা করলেন। উমাইয়া অত্যন্ত চড়া দাম হাঁকল। নয় উকিয়া স্বর্ণ। উমাইয়া ভেবেছিল এত দাম শুনে আবু বাকার পিছিয়ে যাবে।

তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। বিক্রি শেষ হওয়ার পর উমাইয়া বললো:

-আবু বাকার! তুমি যদি এত দাম দিয়ে কিনতে না চাইতে তাহলে আমি এক উকিয়ার বিনিময়ে হলেও বিলালকে বিক্রি করে দিতাম!

-তুমি যদি একশ উকিয়াও দাম হাঁকতে, আমি বিলালকে কিনে নিতাম!

নামাযহীন জান্নাতী!

আমার বিন সাবেত আসিরম রা.। একটা সিজদাও না দিয়ে জান্নাতে চলে গেছেন। ইসলামগ্রহণ করেছেন অহুদ যুদ্ধের আগমুহূর্তে। জিহাদের ডাক এল। রওয়ানা হয়ে গেলেন। লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। নবীজি সা. বললেন:

-সে এখন জান্নাতবাসী।

পর্দা!

-তুমি পর্দা করো?

-জ্বি করি!

-তাহলে আজ একজনের মোবাইলে তোমার ছবি দেখলাম যে?

-কই নাতো! আমি কাউকে ছবি দিইনি!

-না দিলে ওরা পাবো কোত্থেকে? ওরা যেভাবে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখছিল, যে কারোরই খারাপ লাগবে!

-ও আচ্ছা, আমার ফেসবুক আইডি থেকে নিয়েছে।

-এ কেমন পর্দা! তুমি বোরখা গায়ে বাইরে যাবে, কিন্তু ফেসবুক-ওয়াটসআপ-ইনস্টাগ্রামে তোমার ছবি হাতে হাতে ফিরবে! তোমাকে আম্মাজান আয়েশা রা.-এর ঘটনা বলেছি না?

-কোনটা?

-ভুলে গেছো। ঠিক আছে আবার বলছি! আম্মাজান বলেছেন:

আমি মাঝেমধ্যে আমার ঘরে প্রবেশ করতাম। যেখানে নবীজি সা. শুয়ে আছেন। আমার আব্বাজান শুয়ে আছেন। কোনো পর্দা ছাড়াই! কিন্তু যখন উমারকে সেখানে দাফন করা হলো, আমি নিজেকে পুরোপুরি কাপড়ে মুড়িয়ে সে ঘরে যেতাম। উমরকে লজ্জা লাগতো যে!

দেখো মা! তিনি একজন কবরবাসী মৃত মানুষের সামনেও পর্দাহীন যেতে লজ্জাবোধ করেছেন! আর তোমরা অফলাইনে পর্দা করলেও, অনলাইনে অন্যরকম!

মুক্তি!

ইবনে কাসির রহ. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মধ্যে একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন:

কিয়ামতের দিন একজন ব্যক্তিকে হিশেবের জন্যে আনা হবে। মাপার পর দেখা যাবে তার পাপের পাল্লা ভারী। জাহান্নামে নিয়ে যেতে বলা হবে।

ফিরিশতারা তাকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করবে। কিন্তু লোকটা বারবার পেছন ফিরে তাকাবে। আল্লাহ এটা দেখে বলবেন:

-তাকে ফিরিয়ে আনো।

আল্লাহ তা'আলা লোকটাকে বলবেন:

-তুমি দুনিয়াতে এমন কোনো আমল করেছ, যা এখানে হিশেবের সময় পাওনি?

-জ্বি না ইয়া রাব! সবকিছুর হিশেব পেয়েছি।

-তুমি করোনি এমন কোনো অপরাধ কি ফিরিশতারা তোমার নামে লিখে দিয়েছে, এমনটা হয়েছে?

-জ্বি না ইয়া রাব!

-তাহলে তুমি বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলে যে?

-ইয়া রাব! আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা এমন ছিল না!

-আচ্ছা, তা কেমন ছিল আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা?

-আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল, আপনি আমাকে মাফ করে দেবেন। জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেবেন।

-এ্যাই ফিরিশতারা! তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও!

নাবীয!

নাবীযে তামার মানে হলো, খেজুর ভেজানো পানি। কয়েকদিন ভিজিয়ে রাখার পর, সে পানিতে এক প্রকার নেশা এসে যায়। এটাকে হারাম করা হয়েছে।

এক বেদুইন কাযির দরবারে এল:

-আমি যদি পানি পান করি, তাহলে কি আমাকে দোররা মারবেন?

-নাহ!

-যদি খেজুর খাই, দোররা মারবেন?

-নাহ!

-তো নাবীযটাও তো পানি ও খেজুর থেকে তৈরি হয়, সেটা খেলে কেন চাবকানো হয়?

-মাটি দিয়ে আঘাত করলে তোমার মাথা ফাটবে?

-নাহ।

-পানি দিয়ে?

-নাহ!

-পানি আর মাটি মিশিয়ে শক্ত থালা বানিয়ে মাথায় আঘাত করলে?

-নির্ঘাৎ মাথা ফাটবে!

-নাবীযের ব্যাপারটাও তাই!

মহামারী!

শহরের প্রশাসক জুমার দিন মসজিদে কথা বলতে দাঁড়িয়েছে। নিজের কৃতিত্বের ফিরিস্তি দিতে দিতে একপর্যায়ে বললো,

-আমি এই অঞ্চলের জন্যে আল্লাহর খাস রহমত হিশেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমাকে গভর্নর করে পাঠানোর পর এতদঞ্চলে আর মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।

মসজিদে এক বেদুইন বসে ছিল। সে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল। চিৎকার করে বলল:

-আল্লাহ কোন শহরে একসাথে দুই তাউন (মহামারী) প্রেরণ করেন না। শহরে তো আগই থেকেই মহামারি লেগেই আছে।

-কই কোথায়?

-তুমিই সেই তাউন! তোমার যুলুমের জ্বালায় আমরা শহরে আসা বন্ধ করে দিয়েছি!

শাহাদাতপ্রিয় মা!

শায়খ ইউসুফ উয়াইরি রহ. বলেছেন:

আমি এক জায়গায় ওয়াজ করতে গেলাম। পর্দার আড়ালে মা-বোনেরা ওয়াজ শুনতে এসেছে। কথাপ্রসঙ্গে শহীদের মর্যাদা নিয়ে কথা বললাম। একজন শহীদ তার বাবা-মায়ের জন্যে সুপারিশ করতে পারবে। ছেলের শাহাদাতের বদৌলতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে।

ভেতরে শ্রোতাদের মধ্যে উম্মে গযনফর নামে এক বেদুইন মহিলাও ছিল। অশিক্ষিত। তার মনে আমার কথাটা ধরল। বুড়ির একটাই ছেলে। রাখাল। বাড়ি ফিরেই তাকে বললো:

-শোন বাছা! তোকে আফগানিস্তানে যেতে হবে?

-কেন?

-শহীদ হতে! তাহলে আমি আর তোর বাবা জান্নাতে যেতে পারব।

-এত তাড়াতাড়ি মরে যাব?

বুড়ি ছেলের আমতা-আমতা ভাব দেখে দৌড়ে গিয়ে ভেড়া পেটানো লাঠি নিয়ে এল। উত্তম-মাধ্যম দিতে দিতে বলল:

-নেমক হারাম! কাপুরুষ! আল্লাহর রাস্তায় মরবি, বাবা-মাকে জান্নাতে নেয়ার জন্যে মরবি! তাতেও আপত্তি!

মারের চোটে ছেলে রাজি হলো। সবকিছু গোছগাছ করার পর, ছেলে রওয়ানা হলো। মা জানতে চাইলেন:

-কয়দিনের জন্যে যাচ্ছিস?

-এই ধরো চার কি ছয় মাস!

বুড়ি রেগেমেগে ছেলের মুখের ওপর থুতু ছিটিয়ে দিলে বলল:

-তুই নিজেকে আল্লাহর কাছে মাত্র ছয় মাসের জন্যে বিক্রি করতে যাচ্ছিস? হয় শাহাদাত, নয় দ্বীনের বিজয়, দুটোর কোনো একটাই যেন হয়! এর ব্যতিক্রম কিছু হলে ঘরে ফেরার প্রয়োজন নেই।

ইলম!

ইমাম আহমাদ রহ. : ইলম হলো এমন, যদি নিয়তটা শুদ্ধ থাকে, তাহলে দুনিয়াতে ইলমের সমকক্ষ আর কিছু হতে পারে না!

-নিয়্যাত কীভাবে শুদ্ধ হবে?

-তুমি নিয়্যাত করবে : আমি ইলম শিখে নিজের অজ্ঞতা ও অন্যের অজ্ঞতা দূর করবো।

অর্ধেক জীবন!

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বেড়াতে যাবে। স্ত্রী ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। স্বামী পেছনে এসে দাঁড়াল। অপলক নয়নে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। স্ত্রী মুচকি হেসে জানতে চাইল:

-কী দেখছ অমন হাঁ করে?

-আমার অর্ধেক জীবন দেখছি!

তৈলমর্দন!

সন্ধ্যেবেলা। মসজিদের অদূরে একদল লোক বসে আছেন। দূরদেশী মুসাফির। ক্লান্ত-শ্রান্ত। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। একজন মাটির চুলায় কিছু একটা রান্না করছে। এক বৃদ্ধা মহিলা এসে একশিশি তেল দিয়ে বললো:

-মসজিদের বাতিতে ঢেলে দিবেন।

একজন সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলেন:

-কোন আলোটা আপনার কাছে বেশি প্রিয়, মসজিদের ছাদ পর্যন্ত পৌছা আলো নাকি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌছা আলো?

-আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌছা আলো।

-আপনি যদি মসজিদের বাতিতে তেলটা ঢালেন, আলোটা মসজিদের ছাদ পর্যন্ত পৌছবে। আর যদি ক্ষুধার্ত গরীবের খাবারে ঢালেন তাহলে এর আলো আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌছবে ।

-ঠিক আছে, তোমাদের খাবারেই ঢেলে দাও! সরাসরি বললেই তো হয় তোমাদের তেল নেই। একটু তেল দরকার!

ইকামাহ!

সৌদি আরবের এক মসজিদ। যোহরের আযান হয়েছে। গাড়ি থামিয়ে এক পুলিশ মসজিদে প্রবেশ করলো। বসে থাকা এক বাংলাদেশীকে প্রশ্ন করলো:

-'ইকামাহ' আর কতক্ষণ বাকি আছে?

বাঙালি মানুষটা পুলিশের প্রশ্ন শুনে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। কম্পিত স্বরে উত্তর দিল:

-জ্বি বেশি নেই। মাত্র দুইমাস!

উত্তর শুনে পুলিশের দু' চোখ কপালে উঠে গেলো। পরক্ষণেই মর্ম বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো।

উন্নতশির!

উমার মুখতার রহ.। সানুসি তরিকার পীর। একজন বীর মুজাহিদ। আমৃত্যু ইতালির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। ফ্যাসিবাদী সরকার মুসোলিনির ইশারায় তাকে গ্রেফতারের পর ফাঁসি দেয়া হয়। শাহাদাতের কিছুদিন আগে তার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন।

সংবাদরা শোনার পর, সবাইকে অবাক করে দিয়ে, এই মরুশার্দূল হু হু করে কেঁদেছিলেন:

-আপনি এই বয়সেও স্ত্রীর মৃত্যুতে এভাবে কাঁদছেন?

-সে আমাকে সবসময় মাথা উঁচু করে থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে। মাথা নত না করতে শিখিয়েছে! শত্রুকে ভয় না করতে শিখিয়েছে!

-কীভাবে?

-আমি যখনই ইতালির বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনো অভিযান থেকে ফিরতাম, সে আগে আগে দৌড়ে এসে, তাঁবুর প্রবেশপথের পর্দাটা উঁচিয়ে ধরতো। তার কাছ এর রহস্য জানতে চেয়েছিলাম। সে বলেছিল:

-যাতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে আপনার মাথাটা নত না হয়।

উপযুক্ত পাত্রী!

-হুযুর! আমি একটা যোগ্য পাত্রী খুঁজছি। একটু দু'আ করে দিন! আপনার সন্ধানে এমন কেউ আছে?

-আছে! উপযুক্ত পাত্রীর কোনো অভাব নেই। এটা দুর্লভ কিছু নয়।

-তাই নাকি! কোথায় পাবো! ঠিকানাটা বলুন!

-থামো! আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে!

-একটা কেন দশটা কাজ করতে রাজি! বলুন!

-উপযুক্ত পাত্রী খোঁজার আগে তোমাকে উপযুক্ত পাত্র হতে হবে!

নামায মাফ!

মুফতি সাহেব বসে আছেন। এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করলো:

-হুযুর! আমি প্রতি নামাযের আগে তিনবার পুকুরে ডুব মারি! তারপরও সন্দেহ হয় আমার ওজু হয়েছে তো! শরীরটা পাক হয়েছে তো! আমি এখন কী করবো?

-তোমার নামায মাফ!

-এটা কেমন কথা হলো! আমি এলাম নামায কীভাবে পড়া যায় তার ফতোয়া নিতে, আপনি কি-না উল্টো ফতোয়া দিচ্ছেন আমাকে নামায পড়তে হবে না! আল্লাহর ফরয করা বিষয় আপনি মাফ করে দিচ্ছেন। বিষয়টা কেমন হয়ে গেলো না!

-এই মিয়া বেশি কথা বলো কেন! আমি হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছি!

-কোন হাদীস?

-নবীজি সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে:

ক : পাগল সুস্থ হওয়া পর্যন্ত।

খ : ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত।

গ : শিশু বালেগ হওয়া পর্যন্ত।

-হুযুর! আমি এই তিনদলের কোনো দলেই তো পড়ি না!

-এবার ফতোয়া আরও দৃঢ় হলো!

-কীভাবে?

-কারণ পাগল কখনো নিজেকে পাগল বলে স্বীকার করে না!

-কী-হ--! আপনি হুযুর হয়ে আমাকে পাগল বললেন?

-যে লোক তিনবার পানিতে ডুব দেয়ার পরও সন্দেহ করে, সে পাক না-কি নাপাক, সে পাগল না হলে আর কে পাগল হবে?

রাজার নিয়োগ!

দেশে ভালো কাযির অভাব। বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম। রাজাও অতটা সুবিধের নন। বুদ্ধি-পরামর্শ করে রাজা ঠিক করলেন দেশের বড় জ্ঞানীকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। ডাকা হলো জ্ঞানীকে:

-আপনাকে বিচারক হিশেবে নিয়োগ দেয়া হলো!

-রাজামশায়! আমার বেয়াদবি মাফ করবেন! আমি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবো না!

-কেন?

-আমি এর যোগ্য নই!

-মিথ্যা বলেছেন!

-তাহলে তো যোগ্যতা না থাকার বিষয়টা আরও পাকাপোক্ত হলো!

-কীভাবে?

-একজন মিথ্যাবাদীকে বিচারক নিয়োগ দেয়া কতোটা যুক্তিযুক্ত হবে?

উমারি প্রজ্ঞা!

খিলাফতে রাশেদা। দ্বিতীয় খলীফা উমার রা. দেশপরিক্রমায় বের হয়েছেন। সরেজমিনে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো পরিদর্শন করার জন্যে। এখন চলছেন শাম (বৃহত্তর সিরিয়ার)-এর পথে। পথিমধ্যে শুনলেন শামাঞ্চলে মড়ক ছড়িয়ে পড়েছে। অসংখ্য বনি আদম মারা পড়ছে।

তিনি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাথীদেরকে শামে প্রবেশে নিষেধ করলেন। আবু ওবায়দা ইবনুল জাররার রা. বললেন:

-আমীরাল মুমিনীন! আপনি আল্লাহর 'কদর' (নির্ধারিত নিয়তি) থেকে পলায়ন করছেন?

-আবা ওবায়দা তোমার মতো মানুষ এমন কথা বললো! হাঁ, আমি আল্লাহর এক 'কদর' থেকে আরেক কদরের দিকে পালাচ্ছি! ধরো, তুমি উট চরানোর জন্যে একটা চারণভূমিতে গিয়েছ। মাঠের একদিক সবুজ-শ্যামল, আরেক দিকে খরখরে শুকনো! ঘাসলতাহীন! তুমি এমন মাঠের তৃণলতাপূর্ণ দিকটাতে উট চরালে, সেটাকে কি আল্লাহর 'কদরে' উট চরিয়েছ বলে ধরে নেয়া হবে না?

আলিম!

ড. ফুয়াদ শাকির। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি ছিলেন মিসরের প্রখ্যাত আলিম ও বক্তা শায়খ কিশক রহ.-এর বন্ধু। ড. ফুয়াদ বলেছেন:

-আমি এক প্রয়োজনে কিশকের সাথে দেখা করতে গেলাম। আমাকে পেয়ে ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেন। সহাস্যে অভিবাদন জানালেন। আমাকে বসিয়ে অন্দরমহলে গেলেন। আমি শায়খের স্ত্রীকে বলতে শুনলাম:

-ডক্টরকে দেয়ার মতো ঘরে তো কিছুই নেই।

-দেখো না, রান্নাঘরে কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু পাওয়া যায় কি না!

-দেখেছি, কিছুই নেই। এমনকি এক কাপ চা দেয়ার মতো ব্যবস্থাও নেই।

ড. ফুয়াদ কেঁদে দিয়ে বললেন:

-আহ! এই মানুষটার কাছ থেকে পুরো মিসর ইলম শেখে! তার ঘরের আর্থিক অবস্থার কী দৈন্য দশা! কিন্তু শায়খের চেহারায় এ অভাবের কোনো ছাপ নেই। তিনি ইলমের খেদমতে লেগেই আছেন!

অভিবাসী

ডোনাল্ড ট্রাম্প : আমেরিকায় অবৈধ অভিবাসীদের কোনো স্থান নেই! এদের সবাইকে আমেরিকা ছাড়তে হবে!

রেড ইন্ডিয়ান : ওহ্ সত্যি! তাহলে তুমি কবে আমেরিকা ছাড়বে ট্রাম্প?

চোখের পানি

তার শখ হলো পাখি পোষা। বিভিন্ন রকমের পাখি। একদিন ঘরে মেহমান এলো। ঘরে ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। বাইরে তীব্র ঠান্ডা। বাজারে যাওয়ার উপায় নেই। সিদ্ধান্ত হলো, খাওয়ার উপযোগী কয়েকটা পাখি যবেহ করে দিবে।

ঘরের অদূরে পাখিঘরে গেল। প্রচন্ড ঠান্ডায় চোখের পানি বেরিয়ে পড়লো। ঝাপসা চোখেই একটা একটা করে পাখি যবেহ করতে শুরু করলো। অবশিষ্ট দুই পাখির একটা বললো:

-দেখ দেখ! কী ভালো মালিক, আমাদের শোকে কাঁদছে! আহ!

-ওরে বোকা! তার চোখের পানি নয়, হাতের কাজের দিকে তাকা!

ভালোবাসা!

-ভাইয়া! ভালোবাসা মানে কী?

-ভালোবাসা মানে হলো, ভাইয়ার স্কুলব্যাগ থেকে চুরি করে ছোটবোনের চকলেট খাওয়া! আর ভাইয়ার সেটা দেখেও না দেখার ভান করা এবং প্রতিদিন ব্যাগে চকলেট কিনে রাখা!

সতর্কতা!

সুফিয়ান সাওরি রহ. বসে আছেন। সামনে আছে কিছু শিষ্য। নসিহতের এক পর্যায়ে বললেন:

-ধরো, এমন একজন মানুষ পেলে, রাজার সাথে যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তুমি কিছু বললে বা চাইলে রাজার কাছ থেকে সে মঞ্জুর করিয়ে আনতে পারবে। বলো, ওই লোকের সামনে বসে তুমি রাজা অপছন্দ করে এমন কিছু বলতে পারবে?

-জ্বি না বলবো না। প্রশ্নই আসে না।

-তাহলে মনে রাখবে, ফিরিশতারা নিয়মিতই তোমাদের কথা ও কাজ নিয়মিত আল্লাহর কাছে পৌঁছাচ্ছে।

সম্বোধন।

আব্বাসি খলিফা মামুন কোথাও যাচ্ছিলেন। এক বেদুইন দেখে উচ্চস্বরে হাঁক দিলো:

-হে মামুন!

খলিফা ভীষণ রেগে গেলো। থাকতে না পেরে ধমক দিয়ে বললো:

-কি রে! আমার নাম ধরে ডাকলি যে?

-তুমি কি আল্লাহর চেয়েও বড় হয়ে গেছো? আমরা আল্লাহকেও তো নাম ধরে ডাকি!

বয়েস কতো!

একলোক সফরে গেল। তার শখই হলো সফর করা। নানা দেশ দেখে বেড়ানো। এবার এক প্রাচীন শহরে গেল। পুরো শহর ঘোরা শেষ করে, প্রাচীন সমাধিস্থল দেখতে গেল। অবাক হয়ে দেখল, প্রতিটি সমাধির নামফলকে মৃতব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু তারিখ উৎকীর্ণ করা আছে। পাশাপাশি মোট কত বছর লোকটা বেঁচেছিল, সেই হিশেবটাও দেয়া আছে! কিন্তু এক সমাধিতে মোট হিশেবটা সঠিক নিই। আকাশ-পাতাল ফারাক।

সমাধির ফটকের কাছে থাকা অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করলো:

-আপনাদের সমাধিগুলোতে মোট হিশেবটা ঠিক নেই কেন?

-কেন! সব কিছু তো ঠিকঠাকই আছে!

-না ঠিক নেই। একটা কবরে দেখলাম লেখা আছে:

জন্ম ১৯৩৪ সালে। মৃত্যু ১৯৮৯ সালে। মানুষটা বেঁচে ছিল মোট ২ মাস। হিশেবটা কি ঠিক আছে?

-ও আচ্ছা, আপনি এই শহরে নতুন?

-জ্বি।

-আমাদের শহরের নিয়ম হলো, একজন মানুষ মারা গেলে, সে তার জীবনে কী কী কাজ করেছে, কী কী অর্জন করেছে, সেটার হিশেব বের করা হয়। তারপর হিশেব করে বের করি : এই অর্জন ও কাজগুলো করতে কতোদিন সময় লাগতে পারে!

আপনি যে সমাধির কথা বলছেন, সে লোকটা জন্ম-মৃত্যু হিশেবে হয়তো অনেক বছরই বেঁচেছে! কিন্তু তার জীবনে অর্জনের হিশেবে, সে বাঁচার মতো বেঁচেছে মাত্র দুই মাস। সেটাই তার আসল বেঁচে থাকার সময়!

-ও আল্লাহ! পুরো জীবনটা তো কিছু অর্জন না করেই পার করে দিলাম।

ভাই আমি যদি আপনাদের এই শহরে মারা যাই, তাহলে আমার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ লেখার পর, মোট হিশেবের জায়গায় লিখে দিবেন: *লোকটা জন্মদিবসেই মারা গেছে!*

পাসওয়ার্ড!

ছোট্ট খুকি স্কুল ছুটির পর বের হলো। আব্বু এখনো আসেনি। দারোয়ান চাচার হাত ধরে স্কুল গেইটে দাঁড়িয়ে আছে। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। সুবেশী এক যুবক নেমে এলো। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো:

-ফারিয়া এসো! তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি!

-তুমি তো আমার ড্রাইভার আঙ্কেল নও!

-তোমার আব্বু আজ ব্যস্ত! গাড়ি নিয়ে আরেক জায়গায় গিয়েছেন! আমাকে অফিসের আরেকটা গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছেন, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে!

-ও তাই! আচ্ছা তাহলে পাসওয়ার্ডটা বলো!

-কিসের পাসওয়ার্ড?

-কেন আব্বু তোমাকে পাঠানোর সময় কিছু বলে দেয়নি?

-কই নাতো!

-দারোয়ান চাচা! এই লোক ছেলেধরা! তাকে ধরো!

নারীবাদী।

বিশিষ্ট নারীবাদী বুদ্ধিজীবী সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। সাংবাদিকও বিভিন্ন প্রশ্ন করে নারী অধিকার আন্দোলনের লড়াকু সৈনিকের কথাগুলো লুফে নিচ্ছে।

-আপনার স্ত্রীর সাথেও কথা বলতে পারি?

-সে অফিসে, একটু পরেই ফিরবে!

-তো যা বলছিলাম, নারীর অধিকার আর তার ক্ষমতায়ন নিয়ে এককথায় যদি কিছু বলতেন!

-আমি চাই, ঘরে-বাইরে নারী মাথা উঁচু করে দাঁড়াক! স্বাবলম্বী হোক! পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজাল ছিড়ে বেরিয়ে আসুক! সব জায়গায় তারা সমান অধিকার ভোগ করুক! কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলুক!

এমন সময় স্ত্রী ক্লান্ত-ধ্বস্ত হয়ে অফিস থেকে ফিরলো! তাকে দেখেই স্বামী উৎফুল্ল স্বরে বললো:

-এই যে ঠিক সময়েই এসেছ! জলদি আমাদের জন্যে চা-নাস্তার ব্যবস্থা করে ফেলো দেখি!

স্মার্টনেস।

-স্মার্টনেস মানে কী?

-স্মার্টনেস হলো শুদ্ধ করে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করতে পারা! বিদআতমুক্ত আকিদা পোষণ করা। দৃষ্টি অবনত রেখে পথ চলতে পারা। ইনবক্সে স্বচ্ছ থাকতে পারা! তাগুতের প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা অনুভব না করা। পাঁচওয়াক্ত নামায পড়তে পারা। জিহাদ শব্দকে কোনো রকম ব্যাখ্যা ছাড়াই গ্রহণ করতে পারা!

-ফিটনেস?

-ফিটনেস হলো ভোররাতে উঠতে পারা! আল্লাহর রাস্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় যান-যন্ত্র চালাতে পারা! দ্বীনের প্রয়োজনে ইস্পাতের মতো হতে পারা আবার মোমের মতো নরমও হতে পারা!

পাগল।

চালক একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। রাত নামার আগেই শহরে ফিরতে হবে। তাড়াহুড়োর কারণেই এ-সংক্ষিপ্ত পাহাড়ি পথটা বেছে নিয়েছে। জনবসতি নেই আশপাশে। ভীতিকর গা ছমছমে পরিবেশ।

বলা নেই কওয়া নেই, পেছনের একটা চাকা ফেটে গেলো। গাড়ি কিছুদূর গিয়ে নিজে নিজেই থেমে গেলো। নির্জন ভুতুড়ে পরিবেশ। খেয়াল করতেই দেখা গেলো একটু দূরে সুনসান এক বাড়ি। বড় সাইনবোর্ডে লেখা 'পাগলাগারদ'। এক লোক জানলা দিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।

গায়ের লোম চড়চড় করে দাঁড়িয়ে গেলো। চালক তড়িঘড়ি নেমে এলো। সমস্যা নেই অতিরিক্ত চাকা আছে। লাগিয়ে নিতে বেশিক্ষণ লাগবে না। কাছে গিয়ে দেখা গেলো চাকার 'নাটবল্টু' ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে আছে। এখন? এমন হানা জায়গায় নাট-বল্টু কোথায় পাওয়া যাবে?

কী ভেবে ভয়ে ভয়ে পাগলাগারদের দিকে পা বাড়াল। গেইটের কাছে যেতেই জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা ব্যক্তি কথা বলে উঠলো:

-কী গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে বুঝি!

-জ্বি চাকা ফুটো হয়ে গেছে! অতিরিক্ত চাকা আছে! কিন্তু 'নাটবল্টু' অনুপযোগী হয়ে পড়েছে! এখন কী যে করি?

-এর সমাধান তো খুবই সহজ! বাকি তিনটে চাকা থেকে একটা করে নাটবল্টু খুলে চতুর্থ চাকায় লাগিয়ে দাও। গাড়িটা আপাতত কাজ চালানো গোছের হয়ে যাবে!

-তাইতো! এত সহজ একটা সমাধান আমার মাথায় এলো না কেন? আপনি বুঝি এখানকার ডাক্তারবাবু!

-নাহ! আমি এই হাসপাতালের বোর্ডার!

-ও আপনি পাগল!

-জ্বি। আমি পাগল; তবে বোকা নই!

রাজার কৌশল।

রাজা মারা গেছেন। তার উত্তরাধিকারী হওয়ার মতো কোনো বংশধর জীবিত নেই। দেশের লোকজন ধরে-কয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জোর করে রাজা নির্বাচিত করল। তিনি আগ থেকেই বুদ্ধিমান আর আমানতদার হিশেবে পরিচিত ছিলেন। বরিত ছিলেন।

আগের রাজার কাছে ভয়ে কেউ অভিযোগ নিয়ে বড় একটা আসতো না। তাদের এতদিনকার পুঞ্জিভূত অবদমিত অভিযোগ এখন পাহাড় উগড়ে দিতে শুরু করলো। এর এই সমস্যা। তার ওই বিপদ। ছোট-বড় কেউ বাকি নেই।

নতুন রাজা দেখলেন অভিযোগ আর বিচার প্লাবনের মতো তার দরবারে আসতে শুরু করেছে। তিনি বুদ্ধি করে একটা ঘোষণা দিলেন:

-যারা আমার কাছে অভিযোগ করতে চায়, তাদেরকে লিখিতভাবে সেটা করতে হবে। প্রথম দিনে অভিযোগপত্র নির্দিষ্ট একবাক্সে ফেলে যেতে হবে। পরদিন এসে সমাধান নিয়ে যেতে হবে।

প্রথম ঘণ্টা পার না হতেই অভিযোগের বাক্স টইটম্বুর হয়ে গেলো। আজকের মতো অভিযোগ গ্রহণ বন্ধ। আগামী কাল সমাধান।

একজন একজন করে দরবারে আসতে বলা হলো। প্রথমজন এলো:

-তোমার অভিযোগপত্র বাক্স থেকে খুঁজে বের করো!

-জাহাপনা! এত কাগজের ভিড়ে আমারটা আলাদা করে বের করা মুশকিল! ভেতরটা না পড়ে দেখলে বোঝা যাবে না কোনটা আমার কাগজ!

-ঠিক আছে তাই করো!

লোকটা খুঁজতে শুরু করলো। উপরে উপরে সব কাগজই দেখতে এক রকম। সে এককেটা অভিযোগপত্র খুলে পড়ে আর তার চেহারার ভাব বদলে যেতে থাকে। কিছুক্ষণ খোঁজখুঁজি করে ক্ষ্যান্ত দিয়ে লোকটা বললো:

-রাজামশায়! আমার আর কোনো অভিযোগ নেই!

-কেন?

-এতক্ষণ ধরে অন্যের অভিযোগ পড়তে গিয়ে দেখি, তাদের তুলনায় আমার সমস্যাটা কিছুই নয়। আল্লাহ আমাকে অনেক সুখে রেখেছেন!

এভাবে আরও কয়েকজনকে সুযোগ দেয়া হলো। সবারই একই কথা। এবার রাজামশায় ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। জাতির উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে কয়েকটা কথা বললেন:

ক : আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কষ্টে ফেলেন, সুখী করার জন্যে।

খ : আল্লাহ আমাদের থেকে কিছু একটা ছিনিয়ে নেন, বিনিময়ে আরও ভাল কিছু দেয়ার জন্যে

গ : আল্লাহ আমাদেরকে কাঁদান, ভাল করে হাসানোর জন্যে।

ঘ : আল্লাহ আমাদেরকে সাময়িক কোনো সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন, স্থায়ী বড় কোনো সুবিধা দেয়ার জন্যে

ঙ : আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন বলেই বিপদ দিয়ে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসাটা যাচাই করে দেখেন। আমি পরীক্ষায় টিকে থাকলে পারলে, ফলশ্রুতিতে অনন্ত সুখ!

আস্থার চাষ!

বাবার মনে ছেলের প্রতি অগাধ স্নেহ। ছেলেকে মোটেও শাসন করেন না। দোষ করে ফেললেও আদর দিয়ে মানুষ করতে চান। ছেলে অতি আদর পেয়ে আস্ত এক বাঁদর হয়ে গেল।

বাবার তরমুজের পাইকারি ব্যবসা ছিল। ঘরেও তরমুজের চালান মাঝেমধ্যে এনে রাখতে হতো। ছেলের অভ্যেস ছিল তরমুজ মাথায় তুলে উঠোনময় ছুটে বেড়ানো। কিন্তু বয়েসে ছোট হওয়ার কারণে সে তরমুজ ওঠাতে পারতো না। পড়ে ফেটে যেতো।

বাবা তাকে এমনটা করতে নিষেধ করতো। প্রতিদিনই তরমুজ নষ্ট হতো। মা চাইতেন ছেলেকে শাসন করতে। কিন্তু বাবাই প্রতিবার ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বলেছে:

-তরমুজ পড়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ও ছোট মানুষ। ভারী কিছু ও বহন করবে কী করে? আর যে কোন ভারী জিনিসই ওপরে ওঠাতে গেলে মধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে নিচের দিকে নেমে আসতে বাধ্য। তরমুজটা আসলে আমাদের ছেলে ফেলছে না, ফেলছে জমীনের আকর্ষণ।

ছেলেও আস্তে আস্তে বুঝে গেলো, তরমুজ হাত থেকে পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ সে ইচ্ছে করে ফেলছে না। এই বিশ্বাস নিয়েই ছেলে বড় হচ্ছিল। যে যখনই তুরমুজ হাতে নেয় দুম করে মাটিতে পড়ে যায়। সে ভাবে এটা মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারসাজি।

বাবা মারা গেলেন। ছেলে এখন বাবার গদিতে বসে। ব্যবসা সেই আগেরটাই। কিন্তু বয়েস চল্লিশ হয়ে গেলো, আজো সে তরমুজ হাতে নিতে পারে না। ধরলেই পড়ে যায়।

বাবার প্রশ্রয় আর ভুল প্রতিপালনের কারণে ছেলের মধ্যে আস্থার যথাযথ চাষ হয়নি। বুড়ো হয়েও সেই ভুল শিক্ষার নিগড়ে সে বন্দি হয়ে আছে।

হজ্জ না করে

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.। মুহাদ্দিসগণের ইমাম। ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহ.-এর ছাত্র। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস। মুফতি। মুফাসসির। প্রথম জীবনে ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। সুরসাধনাই ছিল তার নেশা।

রাব্বে কারিম হিদায়াত দান করলেন। ইলম সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এক বছর হজ করতেন। পরের বছর জিহাদের ময়দানে সময় দিতেন।

হজে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় দেখতে পেলেন এক মহিলা ময়লার স্তূপ থেকে একটা মরা মোরগ বের করছেন।

-কী ব্যাপার! মরা মোরগ দিয়ে কী করবে?

-সেটা জেনে তোমার কাজ নেই। তুমি নিজের কাজে যাও। আমার ব্যাপারটা আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দাও!

-নাহ্! আমি পুরো বিষয়টা ভালোভাবে না জেনে এখান থেকে নড়ছি না!

-আমার চার সন্তান। তাদেরকে ছোট রেখেই স্বামী মারা গেছেন। সন্তানদের মুখে দেয়ার মতো ঘরে কিছু নেই। আশপাশের ঘরে ধরণা দিয়েছি। কেউ মুখ তুলে চায়নি। অগত্যা বাধ্য হয়েই.......!

ইবনে মুবারক সাথে সাথে হজের খরচ বাবদ নিয়ে আসা দশ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন:

-অনেক হজ করেছি। এক বছর হজ না করলেও চলবে।

দেশের হাজীরা ফিরে এলো। উচ্ছ্বসিত হয়ে জানালো, তাকে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে দেখেছে তারা। দিনশেষে ঘুমুতে গেলেন ইবনে মুবারক। স্বপ্নে দেখলেন এক শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন:

-আসসালামু আলাইকুম আবদুল্লাহ! চিনতে পেরেছ?

-আপনি! আপনি!

-জ্বি, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তোমার দুনিয়ার বন্ধু! আখেরাতের সুপারিশকারী! শোনো, তুমি আমার সন্তানদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ, তাই আল্লাহ তোমাকে সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তোমার আমলনামায় সত্তর হজের সওয়াব লিখে দিয়েছেন।

মনে পড়ে!

স্পেনের সাগরতীরবর্তী একটি গ্রাম। ছেলে মাদ্রিদ থেকে ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। মা দেখলেন, ছেলে ঘরে কেমন করে ওঠবস করছে:

-কী করছিস রে হোসে!

-নামায পড়ছি!

-নামায কী?

-এটা মুসলমানদের প্রার্থনা। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি! তাই আমি নিয়মিত একটা আদায় করি!

-মুসলমানরা বুঝি এভাবে ব্যায়াম করে প্রার্থনা করে?

-তাহলে কি আমার দাদু মুসলমান ছিলেন?

-একথা কেন বলছ?

-আমার আবছা মনে পড়ে, একদম ছোট্টবেলায়, আমি দাদুকে এভাবে ওঠাবসা করতে দেখেছি। তার মৃত্যুর পর আর কাউকে ওটা করতে দেখিনি!

বিচার!

-একজন মারা গেছে মসজিদে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায়। আরেকজন মারা গেছে গণিকালয়ে! আখেরাতে দু'জনের পরিণতি কী হতে পারে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে?

-তোমার কী মনে হয়?

-আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমজন জান্নাতী আর দ্বিতীয়জন সোজা জাহান্নামী!

-থামো! বিচারটা এত সহজ নয়!

-এর চেয়ে সহজ হিশেব আর কিছু হতে পারে?

-পারে রে পারে!

-কীভাবে?

-ধরো প্রথমজন নামাজ পড়তে গেছে লোকদেখানোর জন্যে। দ্বিতীয়জন গেছে আল্লাহর কিছু পথভোলা বান্দিকে নসিহত করতে! তখন?

কন্যাদান!

মারভ শহরের কাযির নাম ছিল নূহ বিন মারয়াম। তার ঘরের পাশেই এক অগ্নিপূজারী বাস করতো। প্রতিবেশি হিশেবে সম্পর্ক ভাল। কাযি সাহেবের মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। পাত্র দেখাও শুরু হয়েছে। কথায় কথায় অগ্নিপূজারী প্রতিবেশির কাছে পরামর্শ চাইলেন:

-কেমন পাত্র খুঁজবো?

-অবাক কান্ড! আপনার কাছে সবাই ফতোয়া চায়, আপনি উল্টো আমার কাছে ফতোয়া চাইছেন!

-ফতোয়া নয়, মতামত চাইছি বলতে পারো?

-আমাদের সম্রাট কিসরা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় প্রাধান্য দিতেন 'অর্থসম্পদ'কে। রোমসম্রাট 'সিজার' পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় প্রাধান্য দিতো 'সৌন্দর্য'কে। আরবরা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় প্রাধান্য দেয় 'বংশ ও গোত্রীয়' কৌলিন্যকে। কিন্তু আপনাদের নেতা মুহাম্মাদ সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, তিনি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় 'দ্বীন'কে প্রাধান্য দিতেন!

কাযি নূহ সাহেব! আপনিও আপনাদের নেতার পথ অনুসরণ করুন না! [মুস্তাতরাফ : ৪৬০]।

সরকারি আলেম।

-হুযুর! একজন শাসক, যুলুম-নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। দেশ রসাতলে যাওয়ার উপক্রম! এমন শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কি বৈধ হবে?

-নাহ। যতই যুলুম করুক, ক্ষমতায় বসার পর, তিনি শারঈ শাসক। শরীয়তসম্মত শাসক হয়ে গেছেন।

-তারপরও যদি কেউ না জেনে যালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে?

-সে শরীয়তবিরোধী কাজ করেছে! তাকে যে কোনো মূল্যে থামাতে হবে। দমাতে না পারলে মেরে ফেলতে হবে। কারণ ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও ভয়ংকর!

-আর যদি ওই বিদ্রোহী তার আন্দোলনে বিজয়ী হয়ে, যালিম সরকারকে হটিয়ে নিজেই মসনদে বসতে সক্ষম হয় এবং নিজেই যুলুম শুরু করে?

-তাহলে তিনি শরয়ী শাসকে পরিণত হবেন। তার আনুগত্য করা ওয়াজিব! (এমন চিন্তা দরবারী 'চিন্তাবিদেরা' করে থাকেন।)

ন্যায়পরায়ণ নেকড়ে!

-মোরগের খোয়াড়ে সবই শাদা মোরগ। শুধু একটা কালো মোরগ আছে। বেশ তাগড়া। লড়িয়ে। সংগ্রামী। আপোষহীন। শাদা মোরগগুলো হিংসায় বাঁচে না। কারণ তারা সবাই মিলেও কালোটাকে দমাতে পারে না। বারবার তার কাছে মার খেয়ে সবাই পিছু হটে।

সবাই মিলে জোটবদ্ধ হলো। পরামর্শ করে একটা নেকড়েকে সংবাদ দিলো। কালো মোরগটাকে সাবাড় করতে হবে। রাতে কথামতো নেকড়ে এলো। কিছুক্ষণ হুটোপুটির পর কালো মোরগ নেকড়ের পেটে চলে গেলো। নেকড়েকে 'বুদ্ধিমান' উপাধি দেয়া হলো।

সবাই খুশি। জন্মের শত্তুর দূর হয়েছে। এবার তারা আরামসে ধান খুঁটতে পারবে। পরদিন নেকড়ে এসে একটা শাদা মোরগ ধরে নিয়ে গেলো। বাকিরা বাহবা দিয়ে বললো : বাহ! কী ন্যায়পরায়ণ নেকড়ে! ভারসাম্য বজায় রেখেছে! সে নেকড়ে প্রতিদিনই তার ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করেই যাচ্ছে!

স্বাদচাখা!

-আমরা যে তরিকায় মেহনত করি, সেটাকে কিছু ভাই ভ্রান্ত বলছে। বিদাত বলছে। যতই বোঝাই, তারা নিজ মতের ওপর গোঁ ধরে থাকে।

-এবার তেমন কেউ সামনে এলে তাকে প্রশ্ন করবে!

-কী প্রশ্ন?

-মধু খেতে কেমন?

সে উত্তর দিবে:

-মিষ্টি!

-কীভাবে বুঝলে?

-একফোঁটা মুখে দিয়ে চেখে দেখেছি!

-আমাদের তরিকাকেও একটু চেখে দেখো! তারপর মন্তব্য করো! অল্প সময় হলেও আমাদের তরিকায় মেহনত করো। যাচাই করো, কয়জন মানুষকে কালিমা পড়াতে পারো, নামায শেখাতে পারো, দ্বীন শেখাতে পারো!

পাণিপ্রার্থী!

-ইয়ে বলছিলাম কি, যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনার মেয়ের পাণিপ্রার্থী হতে চাই?

-মানে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছ?

-জ্বি।

-ঠিক আছে। নেককাজ! তবে পাণিপ্রার্থী হওয়ার আগে, মেয়ের 'পাণি' থেকে মোবাইলটা 'ফানা' করতে পারো কি না দেখো! না হলে তোমার 'পাণিপ্রার্থী' হওয়াটা হালে পানি পাবে না।

পাণি : হাত। ফানা : ধ্বংস। পানিপ্রার্থী : বিবাহোচ্ছুক।

গুরুকন্যা!

মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। পাত্র খোঁজা হচ্ছে। গিন্নি বললেন:

-আপনার ছাত্রদের মধ্যে কেউ নেই?

-একজন আছে। সবদিক দিয়ে অতুলনীয়। প্রস্তাব দিলে লুফে নিবে। তবে ছেলেটা একটু বেশিই পড়াশোনাপাগল। বউয়ের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে কি-না ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে!

-সমস্যা নেই। বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে। আর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ থাকা খারাপ কিছু নয়। আমাদের মেয়েও কম লেখাপড়া জানা নয়।

-ঠিক আছে দেখছি।

সত্যি সত্যি শাগরিদ প্রস্তাব শুনে গুরুকন্যাকে বিয়ে করতে একপায়ে দাঁড়িয়ে গেলো। বিয়ের পরদিন ছাত্র কিতাবপত্র গুছিয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হল। নববধূ পেছন থেকে পাঞ্জাবি টেনে ধরে সুধাল।

-কোথায় চললেন?

-মসজিদে। ওস্তাদজির দরসে বসতে হবে না?

-থাক, মসজিদে যেতে হবে না।

-তুমি কি মূর্খ জামাই চাও!

-মূর্খ থাকবেন কেন? আসুন কিতাব খুলে আরাম করে বসুন! কোন কিতাব পড়তে ইচ্ছে করে বলুন! বুঝিয়ে দিচ্ছি!

-তুমি পড়া বোঝাবে?

-কেন ভুলে যাচ্ছেন, যে গুরুর কাছে আপনি পাঁচ বছর ধরে পড়ছেন, আমি তার কাছে ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি! আর কথা নয়, আসুন শুরু করা যাক!

বুড়িমার বুঝ!

বহুত বড় শায়খ এলেন এলাকায়। টিভিতে হরহামেশাই তাকে বক্তব্য দিতে দেখা যায়। সভাশেষে শায়খ বিভিন্ন জনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এক বৃদ্ধ মহিলাও এলেন একটা মাসয়ালার ব্যাপারে ফতোয়া চেয়ে। শায়খ বৃদ্ধার প্রশ্ন শুনে বললেন:

-আপনাদের এলাকার মানুষ তো মালেকি মাযহাব মানে। আমি কি আপনাকে নবিজির হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দেবো না-কি ইমাম মালিকের বক্তব্য অনুসারে ফতোয়া দেবো?

-আপনি ইমাম মালেকের বক্তব্য অনুসারেই ফতোয়া দিন।
-কী বলছেন আপনি? হাদিস বাদ দিতে বলছেন?
-হাদিস বাদ দিতে কে বলেছে?
-এই যে ইমাম মালেকের মতানুসারে ফতোয়া দিতে বললেন?
-আচ্ছা বলুন তো, আপনি মুয়াত্তা-এর মতো কোনো কিতাব লিখতে পেরেছেন?
-জ্বি না।
-আপনি কি ইমাম মালেকের মতো আজীবন মদীনায় বাস করেছেন?
-জ্বি না।
-আপনি কি ইমাম মালেকের মতো কোনো তাবেয়ির কাছে পড়েছেন?
-জ্বি না।
-আপনি কি মনে করেন ইমাম মালেকের চেয়ে আপনি নবিজির হাদিস বেশি বুঝেছেন? ইমাম মালেক হাদিস না মেনেই ফতোয়া দিয়েছেন?
-না মানে............!

খামিরা-রুটি!

ছেলেটা বেজায় মিথ্যা বলে। কোনো কারণ ছাড়াই। পরিবারের সবাই চিন্তিত। অনেক চেষ্টা করেও সারানো গেল না। একজন পরামর্শ দিল:

-একজন মানসিক বিশেষজ্ঞকে দেখাও!

ডাক্তারের চেম্বারে বসে আছে মা-ছেলে। ডাক পড়লো। মা সবকিছু খুলে বললো। ডাক্তার সাহেব চিন্তিত ভঙ্গিতে নোটপ্যাডে খসখস করে কিছু লিখলেন। ছেলের সাথে কথা বলার প্রস্তুতি হিশেবে ছেলের হাতে মজার একটা চকলেট দিলেন। এমন সময় মায়ের মোবাইলে কল এল:

-হ্যালো! রাবেয়া তুই? এতদিন পর কীভাবে, ভুল করে নয়তো?

-তুই কোথায়? তোর বাসার কাছেই আছি! আসবো?

-আমি তো এখন একটু মার্কেটে এসেছি!

ডাক্তার সাহেব সাথে সাথে স্মিতহেসে কলম তুলে প্যাডে লিখলেন:

-পঁচা খামিরা = পঁচা রুটি।

তিনদৃষ্টি!

তিনবন্ধু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। গভীর রাতে। চোখ পড়লো, একলোক রাস্তার অদূরে একটা গর্ত খুঁড়ছে। তিনজনের মন্তব্য তিন রকম হয়ে গেলো:

প্রথম বন্ধু : ব্যাপার কী? লোকটা এতরাতে গর্ত খুঁড়ছে কেন? নিশ্চয় কাউকে হত্যা করেছে। লাশটা লুকিয়ে রাখবে। চলো ব্যাটাকে ধরি!

দ্বিতীয় বন্ধু : না না, লোকটা হন্তা হতে পারে না। মনে হয় আশপাশের কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখতে এসেছে।

তৃতীয় বন্ধু : কোনটাই নয়। লোকটা একজন নিখাঁদ ভালোমানুষ। গোপনে একটা কূপ খুঁড়ছে। কাউকে জানতে দিতে চাইছে না। নেক আমল তো এমনি হওয়া চাই!

আগুন আগুন!

-হুযুর! আমার ছেলের ঘুম অত্যন্ত ভারী! একদিনও ফজরের নামাযের জন্যে তাকে জাগাতে পারি না! কী করতে পারি?

-ধরুন আপনার ঘুমন্ত ছেলের ঘরে আগুন লেগেছে, তখন আপনি কী করবেন?

- তাকে ডেকে তুলবো!

-কিন্তু তার ঘুম তো খুবই ভারী!

-তা হোক, যে করেই হোক তাকে তুলতেই হবে! না পারলে, তার পায়ে ধরে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে এনে ফেলবো!

-আপনি দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে এতটা ব্যাকুল হলে, আখেরাতের আগুন থেকে উদ্ধারের জন্যে ব্যাকুল হবেন না কেন?

থলথলে চর্বি!

সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নেয়ার পর, গ্রামের বাড়িতে চলে এসেছেন। একান্তে নিরিবিলিতে বাকি সময়টুকু কাটাবেন, এমনটাই ইচ্ছে। চাকরিকালে তার কাজ ছিল প্রশিক্ষণ দেওয়া। এখন চাকরিশেষেও অভ্যেসটুকু ছাড়তে পারলেন না।

বাড়ির উত্তরপাশে বড়সড় একটা জায়গা খালি পড়ে আছে। গ্রামের যুবকদের নিয়ে সেখানে একটা 'আখড়া' গড়ে তুললেন। শরীরচর্চা শেখাবেন বলে। একটা মফস্বলের কাগজে ছোট্ট করে বিজ্ঞাপনও দিয়ে দিলেন:

"যারা শরীরচর্চায় আগ্রহী, সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী, তাদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ"!

বি : দ্র : অত্যন্ত অল্পসময়ে এখানে মেদভূড়ি কমানোর ব্যায়াম করা হয়।

বেচারা সারাদিন 'জিম' নিয়ে পড়ে থাকেন। মসজিদের ইমাম সাহেবের খুব দুঃখ! স্যার এত মেহনত করেন; কিন্তু নামায-কালামের ধার ধারেন না। দান-খয়রাত, কথাবার্তায় বাছ-বিচার– কোনোটারই কমতি নেই। শুধু আল্লাহর দেওয়া ফরযটা আদায় করলেই আর কমতি থাকে না।

এর মধ্যে মসজিদে একটা জামাত এলো। ইমাম সাহেব জামাতের আমির সাহেবকে নিয়ে একদিন ফজর পড়ে পায়ে পায়ে আখড়ায় এলেন। খুসুসি গাশতে। দেখলেন এই সাতসকালেই বেশকিছু যুবক 'হুঁ হাঁ' করে শরীর ভাঁজা শুরু করে দিয়েছে! বেশ ঘাম ঝরানো কসরৎ করছে। একপাশে কয়েকজন শহুরে ভদ্রলোকও দেখা যাচ্ছে। বেশ থলথলে চর্বি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যায়াম করছে। তারা কয়েকদিন একনাগাড়ে থাকার জন্যে এসেছেন।

চর্বিদারদের কাছে গেলেন। প্রশিক্ষকও সেখানে আছেন। ব্যায়ামের বিরতিতে একটু কথা বলার অনুমতি চাইলেন। ছোট্ট ভূমিকা দিয়ে কথা শুরু করলেন। সংক্ষেপে ইসলাম সম্পর্কে বললেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বললেন। একজন মুসলমানের করণীয় সম্পর্কে বললেন। সবশেষে নামাযের কথায় এলেন। অল্পদু'য়েক কথায় যা বলার বলে ফেললেন। শেষে উপসংহার টানলেন এই বলে:

"আমরা শরীরের চর্বি কমানোর জন্যে ঘণ্টার পর ঘন্টা ব্যায়াম করছি, কিন্তু আমলনামার গুনাহ কমানোর জন্যে পাঁচ মিনিট নামাযের পেছনে সময় দিতে পারছি না! কুরআনে আছে:

-নিশ্চয় নামায বিনম্র ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের ওপর অত্যন্ত 'কষ্টকর' (সূরা বাকারা)!

দরদ নিয়ে বললে মানুষ মানতে দেরি করে না। আখড়ার গুরু তো বটেই শাগরেদরাও নামায পড়তে সম্মত হলো। প্রশিক্ষক সাহেব বললেন:

-এভাবে আগে ভেবে দেখিনি! আসলেই চর্বি কমানোর জন্যে, বাড়তি মেদ কমানোর জন্যে এত মেহনত-কসরৎ করতে পারলে, গুনাহ কমানোর জন্যে সামান্য 'হরকত' করতে পারবো না কেন?

ইন্নালিল্লাহ!

এক নাস্তিক পর্যটক সঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও টাকাপয়সাসহ ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে। বিমানবন্দরে বসে বসে হা হা করে বিলাপ করছে! এখন কী হবে রে! আমি দেশে যাবো কী করে রে! এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে কে আমাকে সাহায্য করবে রে!

আরেক নাস্তিক সহযাত্রী পরামর্শ দিল:

-এককাজ করো, ইন্নালিল্লাহ পড়তে থাকো! ছোটবেলায় দাদুর কাছে শুনেছি কিছু হারিয়ে গেলে একচল্লিশ বার 'ইন্নালিল্লাহ' পড়লে হারানো জিনিস পাওয়া যায়!

-তাই! আচ্ছা পড়ে দেখি! ইন্না........!

-একটু আস্তে পড়ো তো! কান ঝালাপালা করে ফেলবে দেখছি! মাইকে কী যেন ঘোষণা হচ্ছে! অপেক্ষা করো, প্রথমে নিজস্ব ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে, পরে ইংরেজিতে দিবে! হ্যাঁ. হ্যাঁ, ওই তো বলছে, *একটা ব্যাগ পাওয়া গেছে!*

জান্নাতি খেলা!

দু ভাইকে রেখে, মা-বাবা বাইরে গেছেন। কাজশেষে ঘরে ফিরে দেখেন, ঘরের বিছানাগুলো এলোমেলো। মা জোরে ডাকলেন:

-বাকার, তুমি কোথায়?

-এই যে আম্মু, এখানে! সিঁড়িঘরে!

-ওখানে কী করছো?

-আমি আর উমার 'জান্নাত জান্নাত' খেলছি!

বাবা-মা দু'জনেই অবাক হলেন:

-এই খেলার নাম তো আগে শুনিনি!

দু'জনে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে গিয়ে দেখলেন, দুই ছেলে দস্তুরমতো কাঁথা-বালিশ বিছিয়ে দুটো সিঁড়িতে শুয়ে আছে। চোখের সামনে কুরআন কারিম খোলা। দু'জনের চোখই কুরআনে নিবদ্ধ:

-কী হচ্ছে এসব?

-কথা বলো না, আমরা এখন জান্নাতে আছি!

-জান্নাতে আছো মানে?

-আজ হুযুর বলেছেন, আখেরাতে হাফেযরা এক আয়াত পড়বে আর জান্নাতের একটা ধাপ চড়বে! আমরাও সেটা অনুশীলন করে দেখছি, কেমন লাগে!

-তাই বলে বিছানা নিয়ে শুয়েই পড়তে হবে?

-বা রে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বাইলে কষ্ট লাগে না বুঝি! জান্নাতে কি কষ্ট আছে?

শহীদি খেলা!

স্কুল থেকে ফিরেই ছেলেটা কিছু না খেয়েই দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল! মা অবাক!

-কিরে খাবার বেড়ে রেখেছি! একটা রুটি হলেও মুখে দিয়ে যা!

-নাহ সময় নেই! জান্নাতে গিয়ে খাবো!

-জান্নাতে গিয়ে খাবি মানে?

-আমি আজ শহীদ হবো তো তাই! শহীদগণকে আল্লাহ খাবার খেতে দেন!

-কীভাবে শহীদ হবি?

-তুমি জান না? তাহলে চলো আমার শহীদ হওয়া দেখবে!

ছেলে দৌড়ে চলে গেলো। মা-ও পিছু পিছু গেলেন। ছেলেটা পাড়ার খেলার ছোট্ট মাঠটাতে গেলো। সেখানে আরও কিছু ছোট ছেলেমেয়ে ছিল! তার সবাই তাকে ঘিরে ধরলো। একটু পর ছেলে-মেয়েরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। মা দেখলেন ছেলেটা মাঠে শুয়ে আছে। মৃত মানুষের মতো! তর্জনী উঁচিয়ে। যেমনটা নামাযে সবাই করে থাকে!

একটু পর আগের ছেলেমেয়েগুলো একটা হালকা তক্তপোষ নিয়ে এলো। ছেলেটাকে আদর করে তক্তপোশের ওপর শুইয়ে দিল। এবার সবাই তাকে কাঁধে নিয়ে তাকবীর পড়তে পড়তে রওয়ানা দিল।

মা এটুকু দেখে আর থাকতে পারলেন না। ঝাপসা চোখ মুছতে মুছতে কাছে গিয়ে বললেন:

-হয়েছে বাছারা! আজকের মতো ক্ষ্যান্ত দাও! সবাই বাসায় চলে যাও! সন্ধ্যে হয়ে এলো প্রায়! সবাই মাথা কাত করে সায় দিল। 'শহীদ' হওয়া ছেলেটা খাটিয়াতে শুয়ে শুয়ে মিটিমিটি হাসছিল! মা কাছে গিয়ে তাকে জোর করে উঠিয়ে বসালেন! হাত ধরে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন! যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন:

-হ্যাঁ রে! তুই না মারা মারা গিয়েছিলি? তাহলে মিটিমিটি হাসছিলি কীভাবে?

-তুমি দেখি কিছুই জানো না মা! শহীদ হলে বেশিরভাগ মানুষের ঠোঁটেই হাসি ফুটে থাকে!

-ওমা তাই নাকি! তা কেন হাসে?

-তারা তখন জান্নাত দেখতে পায়!

ইরাক-সিরিয়ায় শিশু-কিশোরদের মাঝে 'শহীদ-শহীদ' খেলাটা সত্যি সত্যি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে!

ডিক্টেটর!

জার্মানির এক হাসপাতাল। একটা বিলাসবহুল কেবিনের বাইরে নিরাপত্তারক্ষী গিজগিজ করছে। এক সাধারণ জার্মান নাগরিক এটা দেখে বেশ কৌতুহলী হয়ে উঠলো। সে এতদিন পাশের কেবিনে চিকিৎসাধীন ছিল। রিলিজ পেয়ে আজ চলে যাচ্ছে।

যাওয়ার আগে এক রক্ষীকে সুযোগমতো জিজ্ঞাসা করলো:

-এই কেবিনে কে? এত কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থাই বা কেন?

-তুমি জান না? তিনি অমুক আরব দেশের শাসক!

-তিনি কতোদিন যাবত শাসন করছেন?

-সে অনেক দিন। প্রায় বিশ বছর!

-তাহলে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এই শাসক স্বৈরাচারী ও যালিম!

-কীভাবে বুঝলে? বিশ বছর শাসন করলেই বুঝি, একজন রাজা যালিম হয়ে যায়?

-না, যায় না!

-তাহলে?

-যে মানুষ বিশ বছর দেশ-শাসন করেও নিজের চিকিৎসার জন্যে একটা হাসপাতাল বানাতে পারে না, সে জনগণের জন্যে কী করেছে, সেটা তো পরিষ্কার!

আর সে যে যালিম, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? যে মানুষ বিদেশে বসেও এমন নিরাপত্তাসংকটে ভোগে! দেশে তার অবস্থা কী, সহজেই অনুমেয়! একমাত্র যালিমরাই এমন নিরাপত্তাসংকটে ভোগে!

উট!

এক বেদুইন পিতা এসে খলীফার কাছে অভিযোগ করলো :

-আমার ছেলে আমাকে মেরেছে!

-তুমি কি তাকে নামায শিক্ষা দিয়েছ?

-জ্বি না।

-কুরআন শিক্ষা দিয়েছ?

-জ্বি না।

-হাদীস শিক্ষা দিয়েছ?

-জ্বি না।

-তাহলে তাকে কী শিক্ষা দিয়েছ?

-আমি তাকে ভালভাবে উট চরানো শিখিয়েছি!

-তাহলে সে তোমাকে 'উট' মনে করে পিটিয়েছে!

স্নাইপার ইমাম!

ইমাম শাফেঈ রহ.-এর তিনটা অসাধারণ গুণ ছিল:

ক : বিশুদ্ধ ভাষা।

খ : ইলম।

গ : তীরন্দাজি।

তিন ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আমর বিন সাওয়াদ রহ. বলেছেন:

-আমাকে শাফেঈ বলেছেন : তীরন্দাজি ও ইলম অন্বেষণে আমার বেজায় আগ্রহ আর হিম্মত ছিল। দু'টো ক্ষেত্রেই মেহনত করেছি। তিরন্দাজিতে আমি দশে দশ পাওয়ার মতো যোগ্যতার অধিকারী হয়েছি।

আর 'ইলমের' ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের অবস্থান কী, সে ব্যাপারে আর মুখ খোলেননি। আমর তখন উত্তরে বললেন:

-ইলমি যোগ্যতার ক্ষেত্রে আপনি তীরন্দাজিকেও ছাড়িয়ে গেছেন!

বর্তমানে কী অবস্থা? খুঁজে খুঁজে কতো কতো বিরল থেকে বিরলতম সুন্নাতও কিতাব ঘেঁটে বের করে আমল করার জোরদার মেহনত করেন। তাদেরকে বেজায় পরিতৃপ্ত আর সুখী দেখায়! কিন্তু...................!!!

আক্রোশ!

-জার্মানি হাজারো সিরিয়ানকে তাদের দেশে থাকার জায়গা দিয়েছে! ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছে!

-বা রে! শুধু এটাই দেখলে, বাকিটা দেখলে না?

-আর দেখার কিইবা বাকি আছে?

-ওদিকে যে বিমান হামলা করে সিরিয়াকে বিরান করে ছাড়ছে?

-যাহ! তা কী করে হয়? এমন উল্টো কাজ কেন করবে?

-কেন আবার, যারা সেখনে বাকি রয়ে গেছে তাদেরকে নির্মূল করার জন্যে!

-নাহ তারা এত নির্মম নয়! এটা করে তাদের কী লাভ?

-আক্রোশ চরিতার্থ করা!

-কিসের আক্রোশ?

-তাদের মনোভাব এমন:

সবাই গেল, তোরা কেন মরতে রয়ে গেলি? খ্রিস্টান হতে মনে চায় না বুঝি?

কিশোর মুজাহিদ!

চাচা! আবু জাহল কোনজন?

প্রস্তাব!

-মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাবছ শুনলাম? তা কেমন পাত্র চাও?

-তুমি তো জানই, একটা ধার্মিক ছেলে পেলেই সম্বন্ধ করে ফেলব! অবশ্য গতকাল একটা প্রস্তাব এসেছিল।

-ছেলে কেমন? কী করে?

-ছেলে অত্যন্ত ধার্মিক। কিন্তু খুবই গরীব! তাই প্রস্তাবটা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি! ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়ে গেছি!

-আজ আরেক পক্ষকে দেখলাম?

-হাঁ, ঘটক একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল!

-পাত্র?

-বেশ মোটা বেতনে চাকুরি করে। বিদেশী এক সংস্থায়। সবাই এককথায় পছন্দ করে ফেলল। তবে আম্মার পছন্দ হয়নি! তার পছন্দ ছিল প্রথম প্রস্তাবটা!

-কেন?

-তিনি চাচ্ছিলেন তার নাতনী একজন ধার্মিক মানুষের ঘরনী হোক!

-তাহলে এটাকেও ফিরিয়ে দিলে?

-নাহ! ফিরিয়ে দেবো কেন! সবাই মিলে দু'আ করে দিলাম : আল্লাহ যেন পাত্রকে ধার্মিক বানিয়ে দেন!

-এত সহজেই সমাধান করে ফেললে? ধার্মিক পাত্রই যদি চাইবে, তাহলে প্রথম জনের প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন দু'আ করলে না, *আল্লাহ তাকে রিযিক বাড়িয়ে দিন?*

পটপরিবর্তন!

তার নামডাক দেশজোড়া। ভক্ত-গুণমুগ্ধের অভাব নেই। যেখানেই যান, সবাই তাকে মৌমাছির মতো ছেঁকে ধরে। তার সাথে কথা বলতে চায়। পরিচিত হতে চায়। এর মধ্যে বিশেষ একজন সবাইকে ডিঙ্গিয়ে বেশি কাছে চলে এল। কীভাবে যেন ফোননাম্বারও যোগাড় করে ফেলল। ফোনে কথা বলে বেশ লটঘটও বাঁধিয়ে ফেলল।

-আমি আপনার একজন নগণ্য ভক্ত!

-ও আচ্ছা! তা কী মনে করে?

-আপনার মনে নেই! আমি আগেও বেশ কয়েকবার কথা বলেছি! আপনার সাথে সরাসরি সাক্ষাত করা যাবে?

-কেন তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

-আপনাকে কী করে বোঝাই, কী অসম্ভব শ্রদ্ধা যে আমি আপনাকে করি! আমি আপনার চরণে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে, নিজেকে ধন্য মনে করবো!

এভাবে এগিয়ে গেল। ওপক্ষের তুমুল আগ্রহে এ-পক্ষও নতি স্বীকারে বাধ্য হলো। দিন এগিয়ে গেল। সম্পর্কও গাঢ় হলো। আগের সেই অন্ধভক্তিতে একটুও ভাটা পড়েনি! বরং আরও বেড়েছে! চরণে থাকার সুবিধার্থে বিয়েও হয়ে গেলো। বিয়ের পরের চিত্র:

-এ্যাই! ঘুমিয়ে আছো যে বড়ো! এভাবে মোষের মতো ঘুমুলে সংসার চলবে! একটা দিনও নিজে বাজার করতে পারো না! শিগগির ওঠো যাও! এই রইল থলে আর ফর্দ! একটা পদও বাদ না পড়ে যেন!

কাঁটার খোঁচা!

-তুমি কি চাও, তোমার স্থানে মুহাম্মাদকে রাখা হোক?

-আল্লাহর কসম! তোমরা যদি প্রস্তাব দাও, আমাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা থেকে মুক্ত করে, পরিবার-পরিজনের মাঝে সময় কাটানোর সুযোগ দেবে। আর এর বিনিময়ে আল্লাহর রাসূলকে কাঁটার একটা খোঁচা দেবে। আল্লাহর কসম, তোমাদের সেই প্রস্তাব আমি পছন্দ করবো না!

খুবাইব বিন আদি রা.। কুরাইশরা তাকে হত্যা করার ঠিক আগ-মুহূর্তের ঘটনা।

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

রহম!

মৃত্যুপথযাত্রী ছেলের শিয়রে মা বসে বসে কাঁদছে!

-তুমি কেঁদো না মা!

-তোর জীবন এখনো শুরুই হয় নি, পরকালের প্রস্তুতিও নিতে পারিস নি ভালো করে!

-তুমি চিন্তা করো না! আচ্ছা বলো তো, তোমার হাতে আমার আখেরাতের হিশেব-নিকেশের দায়িত্ব থাকলে কী করতে?

-তোর প্রতি মমতাবশত, তোকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দিতাম!

-তাহলে আর চিন্তা কি! আল্লাহ তা'আলা তোমার চেয়ে অসংখ্য গুণ বেশি মমতাময়!

আয় সুখ!

-এসো , প্রথম রাতেই একটা চুক্তি হয়ে যাক!

-কিসের চুক্তি?

-আমি যখন রেগে যাব তখন তুমি একদম চুপ করে থাকবে!

-বা রে! তুমি আমাকে যাচ্ছেতাই বলবে, আমি চুপচাপ অম্লানবদনে শুনে যাবো?

-না না তা হবে কেন, তুমিও আমাকে যাচ্ছেতাই বলো! তবে সময়মতো! ঘন্টাখানেক পর যখন দেখবে আমার রাগ পড়ে গেছে, তখন তুমি ইচ্ছেমতো আমার ওপর মনের 'ক্ষোভ' উদ্ধার করো! আমি চুপটি করে শুনে যাবো! টু-শব্দও করবো না! কথা দিলাম!

-বেশ কঠিনই বটে! একজন মুখের তুবড়ি ফোটালে, হজম করতে থাকা প্রায় অসম্ভব!

-তারপরও এটুকু ত্যাগস্বীকার অন্তত তুমি করো! তোমার রাগের বেলাতেও আমি তাই করবো। কারণ রাগের সময় পাল্টা উত্তর দিতে যাওয়ার মানে হলো, ওই আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়া! কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায়, তোমার ভূমিকা হবে, উপশমকারীর, চিকিৎসকের, কল্যাণকামীর! আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দেবে! আমার অন্যায় আচরণ শুধরে দেবে।

শঙ্কাহীন!

-ইতালিয়ানরা যুদ্ধবিমান নিয়ে এসেছে! এখন আমাদের কী হবে? আমাদের তো যুদ্ধবিমান নেই?

উমার মুখতার রহ. : তাদের বিমানগুলো কি আরশের উপর দিয়ে চলে নাকি নিচ দিয়ে চলে?

-নিচ দিয়ে!

-আরশের উপরে যিনি আছেন, তিনি আমাদের সাথেই আছেন, সুতরাং আরশের নিচে থাকা কিছুই আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারবে না।

সুস্থ চিন্তা!

ইমাম আবু যুরআ' রহ.-এর কাছে এক লোক এসে বললো:

-হুযুর! মু'আবিয়াকে আমার ঘৃণা হয়!

-কেন?

-আলীর সাথে লড়াই করেছে যে?

-মু'আবিয়া রা.-এর রব একজন অতি দয়ালু! মু'আবিআ যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তিনিও একজন দয়ালু ও মহৎ! দুই দয়ার মাঝে তোমার মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয় কীভাবে?

রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু।

মাযারপূজা!

মদীনার এক লোক বিশেষ কাজে মিসর গেলো। কাজ শেষ হওয়ার পর, দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে বের হলো। সঙ্গে থাকা গাইড একে একে বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান দেখানোর পর বললো:

-এবার আমরা ইমাম হুসাইনের মাযারে যাবো!

-সেখানে কেন?

-আপনি তার কাছে দু'আ চাইবেন! তার কাছে আপনার প্রয়োজনগুলো চাইবেন!

-আমার বাড়ির কাছেই তার নানাজানের 'কবর'! আমরা তাঁর কাছেই কিছু চাই না। এখন বুঝি নাতির কাছে চাইবো! আর আমি নিশ্চিত জানি, মিসরের কোথাও হুসাইনের মাথা নেই।

বউভোলা!

ইমাম নববী রহ.। পড়ালেখার জন্যে জীবনে অনেক কিছুই ত্যাগ করেছেন। ইলমসাধনায় এতটাই নিমগ্ন ছিলেন, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

-বিয়ে করেননি কেন?

-ভুলে গিয়েছি।

বউভোলা!

ইমাম নববী রহ. একবার পাগড়ি খুলে ওজু করতে গেলেন। এই ফাঁকে চোর এসে পাগড়িটা নিয়ে চম্পট দিল। ফিরে এসে দেখলেন চোর দৌড়ে পালাচ্ছে। ইমাম সাহেবও তার পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করলেন। কাছাকাছি গিয়ে জোরগলায় বললেন:

-তুমি পাগড়ি নাও সমস্যা নেই, আমি তোমাকে সেটার মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তুমি শুধু বলো : আমি গ্রহণ করেছি! তাহলে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যেতে পারবে!

হোমওয়ার্ক!

-এই পেনড্রাইভে কী আছে?

-স্যারের কাছ থেকে হোমওয়ার্কের কিছু ডকুমেন্ট এনেছি!

বাবা কম্পিউটার খুলে শুধু একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট পেলেন! বাবা অবাক হলেন, একটা ডকুফাইলের সাইজ ৩২ জিবি?

সাহসী মরদ!

হুজুর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনায় কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে আসতেই একজন পথ আগলে ধরলো:

-হুযুর, দাঁড়ান। কথা আছে!

-জ্বি বলুন!

-যে অনুষ্ঠানে একটু পর গান-বাদ্যি হবে, আপনি হুজুর হয়ে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করলেন যে?

-ইয়ে মানে আমি রাজি না হলে, বিপদের সম্ভাবনা ছিল!

-আপনাদের মতো কিছু ভীতু হুজুরের কারণেই আজ ইসলামের এই অবস্থা!

-আচ্ছা মানলাম আমি ভীতু! আসলেই আমার ঈমান দুর্বল। কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠিক নয়, সেটা আমি যেমন জানি আপনিও জানেন। তাহলে দেখা গেলো জানার ব্যাপারে আমরা দু'জনেই সমান। সুতরাং দায়িত্বও সমান! তা আপনি যদি এতই সাহসী হয়ে থাকেন, এখন গিয়ে স্টেজ ভেঙে দিচ্ছেন না কেন? সাহস কি শুধু আমার মতো নিরীহ হুজুরের বেলায়?

আক্ক!

আজই বিয়ে হয়েছে। নববধূকে ঘরে রেখে, বর বাইরে গেল। বিয়েবাড়ি হবে গমগমে জমজমাট। এমন জৌলুসহীন বিয়েবাড়ি কল্পনা করা যায় না। বধূ একাকী বসে বসে ভাবছে, বাবা কী দেখে বিয়ে দিলেন? টাকাপয়সা? হবে বোধহয়। তাকে বসিয়ে রেখে কোথায় গেল মানুষটা? কৌতূহলের কাছে লজ্জা হার মানল। বধূ আস্তে আস্তে দরজার কপাট খুলে বাইরে উঁকি মারল। কেউ নেই। দূরের একটা ঘরে মিটমিট করে কুপি জ্বলছে। স্রস্তপদে সেদিকে পা বাড়াল। গিয়ে দেখে একটা বুড়িমানুষ কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে। একটু পরপর কাতরাচ্ছে।

অনেক রাতে বর এল। সাথে আনল হরেক রকমের খাবার। বউ লাজ ভেঙে জানতে চাইল, বিয়েবাড়ি এমন কেন? মেহমান কোথায়?

-আমাদের ফিরতে রাত হয়ে গেছে না, সকালে দেখবে। আর আমরা কতদূর থেকে এসেছি, সেটা জানা আছে। তারা কীভাবে জানবে, আমি বউ নিয়ে

আসছি? এসো খেয়ে নিই। সারাদিন একটানা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

-পাশের একটা কুঠুরিতে একবৃদ্ধাকে দেখলাম, তিনি কে?

-আমার মা।

-তিনি খাবেন না? তাকেও ডাকুন না, একসাথে খাই। না হলে, তার সাথে গিয়ে খাই?

-সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তিনি তার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। সব সময় একা একাইতো থাকেন। না খেয়ে থাকার কথা নয়। আর বুড়ির কাছে গেলে, তোমাকে সারারাত আর ছাড়বে না। কথা শুরু করবে। নানা অভাব-অভিযোগে তোমার রাতের ঘুম হারাম করে দিবে।

নববধূ বলল,

-আমার খাবারের রুচি নেই। আপনি খেয়ে নিন।

- তা কী করে হয়। সারাদিনের অভুক্ত। তোমাকে রেখে আমি কীভাবে খাই? তুমি না খেয়ে আমিও খাব না।

বধূ অগত্যা খেতে বসল। নামকাওয়াস্তে খাবারে হাত নড়াচড়া করল। খাওয়া শেষ হল। বধূ স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল,

-আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

-একটা কেন, হাজারটা অনুরোধ কোরো। আমি পূরণ করার জন্যে একপায়ে খাড়া।

-আপনি আমাকে তালাক দিয়ে দিন।

-কী বলছ তুমি!

দু'জনে অনেক কথা কাটাকাটি হল। কিন্তু স্ত্রী নিজ অবস্থানে অটল। তাকে কোনোভাবেই টলাতে না পেরে স্বামী বেচারা রণে ভঙ্গ দিল। অন্তত এটুকু ভদ্রতা দেখাল সে।

অনেক বছর পর, মরুভূমি দিয়ে একটা কাফেলা যাচ্ছে। কাফেলায় একটা উট ঘিরে চারজন মুসকো যোয়ান ছেলে হাঁটছে। একটু পরপর হাওদার পর্দা উল্টিয়ে জানতে জাইছে, আম্মু কিছু লাগবে? কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?

কাফেলা চলতে চলতে এক মরূদ্যানে রাতের বিশ্রামের জন্যে তাঁবু ফেলল। উট থেকে নামল এক বৃদ্ধা। চেহারা থেকে আভিজাত্য ঠিকরে পড়ছে। চার যুবা রীতিমতো মাথায় করে বৃদ্ধাকে নামাল।

বৃদ্ধা তাঁবুতে প্রবেশের আগে চারদিকে চোখ বোলাতে গিয়ে, দূরে মাটিতে পড়ে থাকা এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল। এক যুবককে হুকুম করল, ওই বৃদ্ধ বোধ হয় অসহায়, তার কোনো সাহায্য লাগবে কি না, দেখে এসো।

ছেলে সাথে সাথে দৌড়ে গেল। মাটিতে পড়ে থাকা বৃদ্ধকে তুলে নিয়ে এল। যুবা তাঁবুতে গিয়ে বৃদ্ধাকে গিয়ে বলল,

-আম্মিজান, তাকে নিয়ে এসেছি।

বৃদ্ধা কৌতূহলী হলে উঁকি দিয়ে দেখলেন অসহায় বৃদ্ধকে। দেখেই চমকে উঠলেন। এ যে তার পুরনো স্বামী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। জানতে চাইলেন, তার এই হাল কেন হল?

বৃদ্ধ হাউমাউ করে বলল, তাকে তার ছেলেরা ফেলে রেখে চলে গেছে। একসাথেই হজ করতে বের হয়েছিলেন সবাই। তিনি অসুস্থ। হাঁটতে পারছেন না, ছেলেরা তার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি।

বৃদ্ধা বললেন,

-আমি এজন্যই সে রাতে 'খুলা' তালাকের' জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মায়ের 'আক্ক'। অবাধ্য। পাশাপাশি কৃপণ আর অসামাজিক। আপনার সাথে ঘর করলে, আপনার ছেলেরা আজ আমারও সন্তান হত। তারাও আমার সাথে এমন আচরণ করত!

-তুমি সেদিন স্বার্থপরের মত আচরণ করেছ? তুমি কি চাইলে পারতে না, আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সংশোধন করতে?

-আমি সেটা ভেবেছিলাম। কিন্তু বিয়ে করে বউ নিয়ে ঘরে ফিরেছেন, বাড়িতে অসুস্থ মা কাতরাচ্ছে, আপনি তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। আমি বারবার বলার পরও, আপনি মায়ের কাছে গেলেন না। মাকে খাবার দিতে সম্মত হলেন না। সে ব্যক্তি বাসর ঘরের অনকোরা বউয়ের বারবার করা মিনতি ফেলে দিতে পারে, সে পরবর্তীতে শোধরাবে, এমনটা আশা করা, দুরাশারই নামান্তর বৈ কি!

চড়!

বিচারালয়। চারপাশ থেকে পুলিশ ঘিরে রেখেছে এক কিশোরীকে। কিশোরীর হাতে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি। বিচারকও ভয়ে ভয়ে তাকালো কিশোরীর দিকে। বিচারকের ডানে-বামে সশস্ত্র প্রহরী। তবুও বিচারকের ভয় কাটছে না। একটু পর বিচার শুরু হল।

-আহদ তামীমি! তোমার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ।

ক. তুমি সরকারি বাহিনীর এক সদস্যকে কামড়ে দিয়েছে।

খ. তুমি খানাতল্লাশীর সময় ইসরাঈলি সৈন্যকে ঘরে প্রবেশে বাধা দিয়েছ।

গ. তুমি দেশবিরোধী নাশকতার সাথে জড়িত।

ঘ. তুমি রাষ্ট্রের সবচেয়ে এলিট বাহিনীর এক চৌকশ(!) সদস্যকে দৌড়ে এসে চড় মেরেছ।

এসব কি সত্য?

-(মিষ্টি হাসি দিয়ে) জ্বি। সত্য। আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এসব করেছি।

-তোমার স্পর্ধা তো কম নয়? কেন এত সাহস তোমার? কী করে তুমি কোন সাহসে রাষ্ট্রের সবচেয়ে সাহসী সৈন্যকে চড় মারলে?

বিচারকের কথা শুনে কিশোরীর চোখেমুখে দুষ্টমিমাখা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। নিরীহ নিস্পাপ ভঙিতে সরল ভাষায় বলল,

-আমি কীভাবে এবং কেন চড় মেরেছি, আপনি কি সেটা সত্যি সত্যি জানতে চান?

-জ্বি, চাই।

-তাহলে যে আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে হয়?

জান্নাতের পথ!

দায়িত্ব ছিল বাগদাদের শহরতলির এক বস্তিতে 'মুখাদ্দিরাত' (মাদকদ্রব্য) পৌঁছে দেওয়া। সপ্তাহে তিনদিন। যুদ্ধের বাজারে এসব করে অকল্পনীয় রোজগার হচ্ছে। একদিন বস্তিতে 'মাল' সাপ্লাই করতে গিয়ে দেখেন, এক বৃদ্ধার ঘরে খাবার নেই। তিনি তিনদিনের অভুক্ত। অন্ধ মানুষটা বসে বসে কাঁদছেন। তার কৌতূহল হল। 'কাজে' গিয়ে অন্য কিছুর প্রতি আগ্রহ

দেখানো 'মাফিয়া' আইনে মারাত্মক অপরাধ। তবুও থাকতে না পেরে জানতে চাইলেন,

-হাজ্জাহ, কেন কাঁদছেন?

-আমার ছেলেকে মার্কিন সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে। তিনদিন আগে। দুনিয়াতে আমার আর কেউ নেই।

মানুষটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল। কী করবে? অন্ধ বৃদ্ধাকে উপেক্ষা করে নিজের কাজে চলে যাবেন না-কি বিবেকের ডাকে সাড়া দেবেন? টাকা-পয়সা তো কম রোজগার হল না। একদিন ব্যবসা না হলে কিইবা হবে? বিবেক জয়ী হল। দোকান থেকে খাবার এনে দিলেন। পকেটে যা ছিল, সবই উজাড় করে বৃদ্ধার হাতে দিলেন। বৃদ্ধা বিহ্বল হয়ে শুধু বললেন,

-রাব্বাহ, তোমার এই বান্দাকে তুমি খাইর (কল্যাণ) দান কর!

মানুষটা এবার নিজের 'ফ্রন্টে' গেল চালান পৌঁছে দিতে। গন্তব্যের কাছাকাছি যেতেই এশার আযান শুরু হল। তাকবীরধ্বনি শুনে হঠাৎ কী মনে হল, হাতে থাকা ব্যাগভর্তি 'চালান' ড্রেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মসজিদে প্রবেশ করতে গিয়ে মনে পড়ল, শরীর পাক নেই। বস্তিতে এক পরিচিত লোক থাকে। তার ঘরে গিয়ে পবিত্র হবেন, এই চিন্তায় সেদিকে পা বাড়ালেন। ঘরের দরজাতেই পরিচিতজনের সাথে দেখা। সে তাড়াহুড়া করে কোথাও যাচ্ছিল। ঘরের সামনে মাদকব্যবসায়ীকে দেখে, থমকে গেল। তার চেহারায় কিছুটা 'শংকার' ছাপ ফুটে উঠল। সামলে উঠে প্রশ্ন করল,

-কী ব্যাপার? তুমি এখানে?

-আমি পাক হতে এসেছি! সালাত আদায় করব!

-আচ্ছা, আচ্ছা! নিজে উপস্থিত থেকে তোমাকে সাহায্য করতে পারলে, খুবই ভাল লাগত। আমাকে একুনি বেরোতে হচ্ছে! এই নাও ঘরের চাবি! প্রয়োজনীয় সব পাবে। আর শোনো, চাবিটা তোমার কাছেই রেখে দিও। আমি দূরে এক জায়গায় যাচ্ছি। না ফিরলে তুমিই ঘরটা ব্যবহার করো।

-তুমি কি সেই আগের মতোই আছো? মানে সেইসব কাজে?

-ইয়ে মানে, আছি আর কি!

-এখনো কি তেমন কিছুতে যাচ্ছো?

-ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, তোমাকে বলতে পারছি না।

-থাক, আমাকে বলার দরকার নেই। আচ্ছা, আমি কি যেতে পারি তোমার সাথে? এক অন্ধ বৃদ্ধার ছেলের প্রতিশোধ নিতে?

-আরে, আমরাওতো সেজন্যই যাচ্ছি! তোমাকে নিতে হলে অনুমতি লাগবে। চলো দেখা যাক। আমাদের ইচ্ছা, আজকের এশার সালাত জান্নাতে গিয়ে আদায় করার!

-আমিও কি তা পারব?

-রাব্বুল ইজ্জত তাওফিক দিলে সম্ভব!

বাগদাদের গ্রিন জোনের সুরক্ষিত কম্পাউন্ডে সেই রাতে ভয়াবহ হামলা হল। একজন ঠিক ঠিক জান্নাতে এশার জামাত ধরার তাওফিক অর্জন করল। অপবিত্র ব্যাগটা ভাসতে ভাসতে নানা ড্রেন বেয়ে চলল দিজলার দিকে। পাশাপাশি পবিত্র রূহটা পাখি হয়ে চলল জান্নাতের সবুজ বাগিচার দিকে।

ঘরোয়া ইবাদতখানা!

মেহমান এসে দেখলেন, মা একটা ঘর খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছেন। ওখানে বসার কোনো আসন নেই। চেয়ার-টেবিল নেই। খাটপালঙ্ক নেই।

-এত সুন্দর করে সাজাচ্ছেন ঘরটা, এখানে কি কোনো অনুষ্ঠান হবে?

-জ্বি না। এটা আমাদের ঘরোয়া ইবাদতখানা। বাচ্চারা এখানে সালাত আদায় করে। কুরআন তিলাওয়াত করে। সীরাত পাঠ করে!

-তাদের নিজের ঘর নেই?

-আছে তো!

-তাহলে?

-আলাদা ইবাদতখানা থাকলে, ইবাদতের অভ্যেসটা ভালভাবে গড়ে ওঠে। মনের উপর আলাদা প্রভাব পড়ে। ছোট্ট হলেও ঘরের একটা অংশ ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করা ভাল!

মেহমান অবাক হয়ে দেখলেন, মা পরম যত্নে ঘরের ছোট্ট ইবাদতখানাটা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছেন। সুগন্ধি ছড়িয়ে পরিবেশটা উপভোগ্য

করে রাখছেন। মজার মজার খাবার বৈয়ামে করে রাখছেন। মুখরোচক আচার রাখছেন। বাচ্চারা খাবারের লোভে হলেও ইবাদতখানায় আসে।

ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারিতে' লিখেছেন:

من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة: افتح الباري ٣/١٦٩

মহান পূর্বসূরীগণ ঘরের নির্দিষ্ট একটা স্থানকে সালাতের জন্যে প্রস্তুত রাখতেন। এটা তাদের সব সময়ের রীতি ছিল।

গরু!

বিয়ের পর কয়েকটা বছর বেশ সুখেই কেটে গেল। ছেলেপিলে হয়নি। কবিরাজ বলেছে, সন্তান না হওয়ারই সম্ভাবনা। দু'জনেই নিয়তি মেনে নিল। স্ত্রী মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে স্বামীর সেবা করতে করতে লাগল। স্বামীও স্ত্রীর জন্যে জানপরাণ।

গ্রামের এক লোক নিহত হল। অনেক তদন্তের পরও খুনির হদিস বের হল না। পুলিশ এসে কয়েকজন সন্দেহভাজককে ধরে নিয়ে গেল। তাদের মধ্যে ওই স্বামীও আছে। আদালত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারল না। আবার কাউকে মুক্তিও দিল না। আটককৃত সন্দেহভাজন সবাইকে নির্দিষ্ট মেয়াদের কারদণ্ড দিল।

স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রী দিশেহারা। কিছুদিন যাওয়ার পর একে-ওকে ধরে স্বামীর মুক্তির চেষ্টা করল। পরে দেখল এসব করা বৃথা। সাজা ভোগ করার আগে তাকে মুক্ত করা যাবে না। এবার স্ত্রী ঘর-সংসারের হাল ধরার প্রতি মনোযোগী হল। ঘরদোর সামলায়। সময়মত স্বামীকে দেখতে যায়। রান্না করে ভালমন্দ খাবার নিয়ে যায়। স্বামী একদিন আক্ষেপ করে বলল,

-ছেলেবেলায় আমাদের একটি গরু ছিল। গরুটার দুধ ছিল অত্যন্ত ঘন। আম্মু সে দুধ দিয়ে পনির বানাতেন। খেতে কি যে মজা হত, আর বলার নয়।

-আপনার কি পনির খেতে ইচ্ছে হচ্ছে?

-জ্বি।

-ঠিক আছে, পরেরবার আসার সময় নিয়ে আসব।

-দুধ কোথায় পাবে?

-সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না।

স্ত্রী নিজের গহনা বিক্রি করে একটা দুধেল গাই কিনল। দিনরাত ওটার সেবা-যত্ন করতে শুরু করল। গরু তো নয় যেন স্বামীর সেবা করছে। গরুটা দুধও দেয় মাশাআল্লাহ। পরেরবার যাওয়ার সময় সুস্বাদু পনির নিয়ে গেল। পনির পেয়ে স্বামী আনন্দে আটখানা। নিজে খেল, কারাসঙ্গীদেরও বিলাল।

দীর্ঘদিন কারাভোগ করার পর, মেয়াদ শেষ হল। বাড়িতে এসে কয়েকদিন চুপচাপ বসে বসে কাটাল। স্ত্রী বেশ আশায় আশায় ছিল, স্বামী ফিরে এলে, আগের মত আনন্দে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। কিন্তু স্বামী তার কাছেই আসতে চায় না। সারাক্ষণ নাক সিঁটকানো ভাব নিয়ে দূরে দূরে থাকে।

হঠাৎ করে স্বামী উধাও। স্ত্রী সবখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। না কোথাও নেই। মানুষটা গেল কোথায়? তিনদিন পর স্বামী হাজির! সাথে পোটর পরা আরেক মহিলা। স্ত্রীর মাথায় বাজ পড়ল। পাগলপরা হয়ে ছুটে এল,

-ওগো, ইনি কে?

-আমার স্ত্রী!

-আপনার সেবাযত্নে আমি কোনো ঘাটতি করেছিলাম?

-তোমার শরীরে 'গরুর' গন্ধ!

ভালোবাসা!

-আয়েশা! একটা দৃশ্য আমার মৃত্যুটা সহজ করে দিয়েছে!

-কোন দৃশ্য?

-আমি দেখেছি, জান্নাতেও তুমি আমার স্ত্রী!

বউসেবা!

একজন লিখেছেন :

আজ বেড়াতে বের হচ্ছি। সপরিবারে। বের হওয়ার মুহূর্তে দেখা গেল, বউ তার জুতোর ফিতা বাঁধতে ভুলে গেছে। সে বাচ্চা কোলে নিয়ে উবু হতে পারছে না। আমিই নিচু হয়ে জুতোর ফিতা বাঁধতে লেগে গেলাম! বাঁধা শেষ করে দেখি বউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে!

-কাঁদছ কেন?

-নাহ কিছু না, এমনিতেই কাঁদছি!

-শোনো, তোমার প্রতি আমার অনেক দায়-দায়িত্ব! আমার কাছে তোমার অনেক 'পাওনা' বাকি! তার সামান্য কিছু আদায় করলে কাঁদার কী আছে?

স্বামীর কথা শুনে বউ আরো বেশি ফুঁপিয়ে উঠল! কান্না থামাতে না পেরে ছুটে ঘরে ঢুকে গেল!

উৎসর্গ!

আমার বয়েস তখন সাত। এক শীতের রাত। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। কম্বলের ফাঁক গলেও পিনপিন করে ঠাণ্ডা অনুপ্রবেশ করছে। আব্বু বাসায় ছিলেন না। আম্মু ফজরের সময় ডাকতে এলেন। বাছা ওঠ! নামাজ পড়ো! আমি মিথ্যা করে বললাম:

-নামাজ পড়েছি আম্মু!

আম্মু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। বুঝতে চেষ্টা করলেন, সত্য বলছি কি না! একটু পর বললেন,

-তোর যা ইচ্ছা বল, আমি কিছুই বলব না, যার বলার তিনি তোকে দেখছেন!

আম্মুর কথা শুনে আমার ভীষণ ভয় লেগে গেল।

'তিনি আমাকে দেখছেন' কেন যেন আর থাকতে পারলাম। একটু আগে মিথ্যা বলে ধরা খাওয়ার ভয় সত্ত্বেও, কম্বল উড়িয়ে ফেললাম। ওজু সেরে নামাজে চলে গেলাম।

(আমার আম্মুকে।)

এক লেখক তার বইয়ের উৎসর্গপত্রে কথাটা লিখেছেন। মায়ের একটা কথা তাকে সারাজীবনের জন্যে নামাযি বানিয়ে দিয়েছে। আজীবন তাকে একটা বাক্য তাড়িয়ে ফিরেছে 'তিনি তোকে দেখছেন'। শুধু নামাজ নয়, অন্য কোনো পাপ করতে গেলে, মায়ের কথাটা তাকে পিছিয়ে দিয়েছে।

তুলনা!

একলোক এসে উমার রা.-কে বললো:

-আমি আপনার মতো আর কাউকে দেখিনি!

-তুমি আবু বাকারকে দেখেছিলে?

-জ্বি না, দেখিনি!

-যাক বেঁচে গেলে! আবু বাকারকে দেখার পরও যদি একথা বলতে তাহলে আজ তোমাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়তাম না!

স্বপ্নদীক্ষা!

ইমাম নববি রহ. একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত কিতাবে:

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেছেন : আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি। আমার বয়ঃপ্রাপ্তির আগে। নবীজি আমাকে বললেন:

-বৎস!

-লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ!

-তুমি কোন বংশের ছেলে?

-আপনার কুরাইশ বংশের!

-ঠিক আছে, কাছে আসো!

আমি নবীজির কাছে গেলাম। তিনি আমার মুখে জিহ্বায় ঠোঁটে তার লালা মুবারক লাগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন:

-যাও! আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন!

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেছেন:

-তারপর থেকে আমি আর কখনো হাদিস শরিফ পড়ার সময় ব্যাকরণগত ভুল করিনি। আরবি কবিতা পড়ার সময়তো নয়ই!

রসিক গুরু!

ইমাম আবদুর রাযযাক সানআনি রহ.। তাঁর দরবারে ইলমপিপাসুদের ভীড় লেগেই থাকতো। একদলের পর আরেক দল পড়তে আসতে তো আসছেই! তিনিও অক্লান্তভাবে পড়িয়ে যাচ্ছেন। একবার তিনি কী এক কাজে ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। দরজা ছিল বন্ধ! এদিকে ছাত্ররা এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলল না। এবার আরেকটু জোরে! তারপর আরো জোরে!

তাদের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে থাকতে না পেরে, ইমাম সানআনি বেরিয়ে এলেন। ভীষণ রাগ করে বললেন:

-এত জোরে দরজা ধাক্কানোর কী হলো?

-দরজা খুলছিল না তাই......!

-তাই বলে এত জোরে ধাক্কাতে হবে? বড় অপরাধ করেছ! তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। যাও, একমাস 'হাদিস' পড়ানো বন্ধ!

ছাত্ররা ভীষণ অনুতপ্ত হলো। উসতাযের কাছে ক্ষমা চাইল। উসতাযের রাগ কমলো না। ছাত্ররা এবার উসতাযের প্রতিবেশিদের মাধ্যমে সুপারিশ করালো, কাজ হলো না। উসতাযের বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে সুপারিশ করালো, কাজ হলো না।

কী করা যায়? এখন উপায়? উসতায রাগ করে থাকলে, ছাত্রের মনে শান্তি থাকার কথা নয়। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তারা একটা উপায় বের করলো। তারা বাজারে গিয়ে সুন্দর আর দামী দেখে কয়েকটা হাদিয়া কিনল। উসতায যখন কাজে বের হলেন, তারা উসতাযের ঘরে গিয়ে হাজির হলো। হাদিয়া পেশ করে, গুরুপত্নীকে সবকথা খুলে বললো। উসতাযের কাছে তাদের হয়ে সুপারিশ করতে বললো।

একদিন গড়িয়ে গেলো। ছাত্ররা বিমর্ষচিত্তে বসে আছে। এখনো কোনো ইতিবাচক খবর পাওয়া যায়নি। তখন খবর এলো : উসতায সবাইকে পড়ার জন্যে ডাকছেন! সবাই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো! সবার মনে প্রশ্ন, কীভাবে উসতাযের মন গলল? এভাবে তিনি হাসিমুখে তাদের গ্রহণ করলেন! তাঁর মুখে মিটিমিটি হাসিও দেখা যাচ্ছে! সবাই যখন পড়তে বসলো, তখন ওস্তাদ পড়ার শুরুর আগে একটা কবিতা বললেন, ভাবার্থ এমন,

> পোশাক পরে আসা সুপারিশকারীর সুপারিশ কখনই নগ্ন হয়ে আসা সুপারিশকারীর মত (কার্যকর) হতে পারে না।[২]

কবি ও গরু!

আনতারা বিন শাদ্দাদ। বিখ্যাত আরব কবি। কবি হলেও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। একটা মত্ত ষাঁড় তাকে দেখেই ক্ষেপে উঠলো। শিং উঁচিয়ে তেড়ে এল কবির দিকে!

কবি জান বাঁচাতে কাঁচা খিঁচে দৌড় লাগালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক দূরে গিয়ে থামলেন। লোকজন কবির এহেন হাজেহাল লেজেগোবরে অবস্থা দেখে জানতে চাইল:

-আপনি এতবড় কবি! এতবড় যোদ্ধা! এত সম্মানিত ব্যক্তি! অথচ আজ আপনার এমন দশা!

-আরে বোকার দল! পাগলা ষাঁড় কি সেটা জানে?

মা!

একজন তাবেঈ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শয্যাশায়ী। নড়াচড়া করারও শক্তি নেই। খবর পেয়ে মা দেখতে এলেন। মায়ের আগমনের সংবাদ পেয়েই তিনি উঠে গেলেন। ভান করতে লাগলেন অসুখটা খুব বেশি মারাত্মক নয়। মা ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তিনি বেহুঁশ হয়ে গড়িয়ে পড়লেন।

---

[২] ঘটনাটা ইমাম যাহাবি রহ. তার বিখ্যাত 'সিয়ারে' উল্লেখ করেছেন (৯/৫৬৭)। আরবি শে'রটা হলো-

ليس الشفيعُ الذي يأتيك مؤتزراً مثلُ الشفيع الذي يأتيك عُريانا

পরে তার কাছে জানতে চাওয়া হলো:

-এত কষ্ট করে ওঠার কী দরকার ছিল?

-আমি মাকে কষ্ট দিতে চাইনি!

-এমন মুমূর্ষ অবস্থায় মাকে কীভাবে কষ্ট দিবেন?

-সন্তানের কাতর ধ্বনি মায়ের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে!

দার্শনিক!

সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো, যুবসমাজকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার অভিযোগে। দণ্ডের কথা শুনে স্ত্রী কেঁদে দিল।

-তুমি কেন কাঁদছ?

-তোমাকে যে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে!

-তার মানে আমাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে, কাঁদতে না!

জাত দার্শনিক বুঝি একেই বলে। মৃত্যুর মুখেও দর্শন পিছু ছাড়ে নি!

চুমু!

মুগিরা বিন শু'বা রা.। বিখ্যাত সাহাবি। তিনি একবার বলেছেন:

-বনু হারেস গোত্রের এক লোকের মতো আর কেউ আমাকে ধোঁকা দিতে পারেনি!

-কীভাবে ধোঁকা দিল?

-তাকে বললাম, আমি অমুককে বিয়ে করতে চাই!

-না না, আপনি ভুলেও ওই মহিলাকে বিয়ে করবেন না!

-কেন কেন?

-আমি একজন পুরুষকে দেখেছি 'তাকে' চুমু দিচ্ছে!

আমি বিয়ের সিদ্ধান্ত বদলে ফেললাম। ক'দিন পর সংবাদ পেলাম, এ লোক ওই মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে তুলেছে! দেখা হলে বললাম:

-আমাকে নিষেধ করে তুমি নিজে কীভাবে এমন মহিলাকে বিয়ে করলে?

-কেন কী হয়েছে তাতে?

-তুমি না বললে, তাকে একপুরুষ লোক চুমু দিচ্ছে!
-হাঁ, সঠিক কথাই বলেছি। আমি তার বাবাকে দেখেছি, মেয়েটাকে ছোটবেলায় আদর করে চুমু খাচ্ছেন।

নবিপ্রেম!

সিহাহ সিত্তাহ। সহিহ হাদীসের ছয়টি গ্রন্থ। একটির নাম সুনানে আবি দাউদ। ইমাম আবু দাউদ রহ. এ কিতাবের সংকলক। দরসে বসে আছেন। দিনরাত পেয়ারা নবীজির হাদিস নিয়েই পড়ে আছেন। এক অগন্তুক দেখা করতে এলেন। সাহল বিন আবদুল্লাহ তসতরি। ইমাম সাহেব তাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। সসম্মানে বসতে দিলেন।

-ইয়া আবা দাউদ!

-জ্বি বলুন!

-আপনার কাছে বড় আশা নিয়ে এসেছি। পূরণ করবেন?

-সম্ভব হলে অবশ্যই করবো!

-আমি বড় নগণ্য মানুষ। নবিজিকে দেখিনি। তার সাহাবায়ে কেরামকেও পাইনি। আপনাকে পেয়েছি। আপনি আপনার জীবনটা নবিজির হাদীসের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আপনার মুখ দিয়ে শুধু নবিজির হাদীস উচ্চারিত হয়। যে জিহ্বা দিয়ে নবিজির হাদীস উচ্চারিত হয়, আপনি যদি একটু বের করতেন, আমি সেটাতে চুমু খেয়ে জীবনটা ধন্য করতাম!

ইমাম আবু দাউদ এমন অভূতপূর্ত প্রস্তাব শুনে আবেগগ্রবণ হয়ে উঠলেন। জিহ্বা বের করে দিলেন। সাহল আবদুল্লাহ এগিয়ে এসে পরম ভক্তিভরে চুমু দিলেন![৩]

গাধানেতা!

পুরো বন দাপিয়ে হাতি পালাচ্ছে। রীতিমতো ভূমিকম্পন বয়ে যাচ্ছে। বিশাল বপুর পদভারে গাছপালা থরথর করে কাঁপছে। দেখাদখি অন্য প্রাণীরাও ছুটছে! শিয়াল অবাক হয়ে জানতে চাইল:

---

[৩] (ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ৭/৪০৪)।

-হাতিভাই, এমন করে পালাচ্ছেন কেন?

-শুনলাম, বনের রাজা সিংহমশায় সমস্ত জিরাফ মেরে সাফ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন!

-জিরাফ সাফ করলে, আপনি পালাচ্ছেন কোন দুঃখে?

-রাজামশায় জিরাফনিধন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে গাধাকে নায়েব নিয়োগ দিয়েছেন!

-ওরে বাবারে! গাধা যখন দায়িত্বশীল হয়েছে, তাহলে এ-বন আর নিরাপদ নয়! চলো পালাও!

বন্ধু!

অল্প বয়েসেই শরীরে ক্যানসার বাসা বেঁধেছে। ডাক্তার বলল, থেরাপি দিতে। ক্যামোথেরাপি। স্কুল থেকে ছুটি নেয়া হল। ভর্তির দিন সঙ্গীরা অনুরোধ করল, তারাও সাথে যাবে। বিকেলে সদলবলে এল। গাড়ি ভাড়া করে অসুস্থ বন্ধুকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এল।

প্রতিদিন পালা করে দেখা করতে যায়। কিছুক্ষণ গল্প করে বিদায় নেয়। স্কুলে কোন ক্লাসে কী পড়া হল, শুনিয়ে যায়। বিকেলে মাঠে নতুন কোনো ঘটনা ঘটল কি না- সেটা জানাতেও ভোলে না। বন্ধু যাতে হাসপাতালে নিঃসঙ্গ বোধ না করে, সে বিষয়ে তারা চৌকান্না থাকল। পড়ায় যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেদিকেও নজর রাখল। বইখাতা ছাড়াই কথার ফাঁকে ফাঁকে পড়া বুঝিয়ে দিল। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা! অংশ নিতে না পারলে একটা বছর পিছিয়ে যাওয়ার আশংকা! এমন চমৎকার একটা বন্ধু পিছিয়ে পড়ুক, এটা অন্যদের মোটেও কাম্য নয়।

এ-কয়দিনে থেরাপির জন্যে শরীর প্রস্তুত করা হয়েছে। এবার থেরাপি শুরু হবে। আত্নীয়-স্বজনের পাশাপাশি ক্লাসমেটেরাও সাহস যুগিয়ে গেল। একসময় শেষ হল থেরাপির কষ্টকর পর্ব। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে ছেলেটা ভীষণ কুঁকড়ে গেল, থেরাপির কারণে তার মাথার চুল প্রায় সবগুলো পড়ে গেছে। ন্যাড়া মাথা। মাথা কামালে মানুষের চেহারা হয়, এ রকম লাগে। কিন্তু চুল উঠে গেলে সেটা দেখতে হয় ভীষণ কদাকার!

ডাক্তাররা বলে দিলেন, আর হাসপাতালে থাকতে হবে না। এবার বাড়ি যেতে পারে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ মানুষের মতো হাঁটাচলা করতে পারবে। স্কুলেও যেতে পারবে। ছেলের মনে বেজায় সংকোচ! স্কুলে যাওয়া তো দূরের কথা, তার বাড়ি ফিরে যেতেও ভীষণ লজ্জা করছে। গত কয়েকদিন বন্ধুরাও তাকে দেখতে আসে নি। ছেলের জড়তা দেখে, মা বুদ্ধি করে ছেলের মাথায় একটা 'টুপি' পরিয়ে দিলেন। তারপরও ছেলের দ্বিধা যায় না। লোকে কী বলছে? বন্ধুরা কী মনে করবে? তারা হাসবে না তো?

গাড়ি থামল বাড়ির সামনে। এ কি! তার বন্ধুরা সবাই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে! সারি বেঁধে! একজনেরও মাথায় চুল নেই! ন্যাড়া মাথা! তার দু'চোখ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল! কেটে গেল মনের সমস্ত গ্লানি! দ্বিধা! সংকোচ! লজ্জা!

মনে-প্রাণে ভালবাসে এমন সঙ্গী থাকা সৌভাগ্যের। যারা মনের ব্যথা বুঝবে! অনুভূতিগুলো মূল্যায়ন করবে! বিপদাপদে পাশে দাঁড়াবে!

......

ISBN : 978-974-93085-0-9